গৌরী-দান

সামাজিক উপন্যাস

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, Cornwallis Street
1909

মূল্য—বোর্ড বাইণ্ডিং ১৲ টাকা। কাপড়ে বাঁধাই ১।০ আনা।

PUBLISHED BY THE AUTHOR
From the "BOSUDA AGENCY"
22, *Fakeer Chand Chackerbutty's Lane, Calcutta*
PRINTED BY F. C. DAS, AT THE "INDIAN PATRIOT PRESS"
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA
ILLUSTRATED BY P. G. DASS.
1909

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্বদেশী
দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এণ্টিক-উভ
কাগজে ছাপা হইল।
প্রকাশক।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺নশীরাম ধর

মহাশয়ের পবিত্র চরণোদ্দেশে

ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীত

হইল।

বিজ্ঞাপন

আজ "গৌরী-দান" জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। ইহা প্রায় আট মাস পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ আত্মীয়-স্বজনবিয়োগে কাতর এবং মৎপ্রণীত "কাকী-মা" উপন্যাসের আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত থাকায় "গৌরী-দান" পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনকার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এইজন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমায় ক্ষমা করিবেন।

"গৌরী-দান" উপন্যাসের জন্য আমি নানা স্থান হইতে তাগিদ-পত্র পাইয়াছি। মফঃস্বলস্থ লাইব্রেরীর কোন কোন অধ্যক্ষ আমার সহিত এ পুস্তকের জন্য সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এরূপ উৎসাহ-দানে আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

"গৌরী-দান" একখানি সমাজচিত্র, দেশের ও দশের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াই আমি ইহা অঙ্কিত করিয়াছি। আমাদিগের সমাজে কন্যার বিবাহে অর্থ আদান-প্রদান প্রথা প্রচলিত থাকায় আমরা কন্যার বিবাহে কি বিষম কষ্টভোগ করিয়া থাকি, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহার নায়ক নায়িকার চরিত্রাদি জনসাধারণের আদর্শ করিতে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। জানি না, ইহা পাঠকবৃন্দ ও সুধী-জনগণের হৃদয়গ্রাহী হইবে কিনা; যদি হয়—তাহা হইলে আমি আমার সকল শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব। ভগবচ্চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, এক্ষণে তিরস্কার বা পুরস্কারলাভ আমার অদৃষ্টলিপি।

১০ই আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।
২২ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

"আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা কেবল ঐ মা'র শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া।"

[গৌরী-দান—২২৪ পৃঃ।

LAKSHMIBILAS PRESS

গৌরী-দান

সামাজিক উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

নূতন খবর

What stronger breastplate than a breast untainted,
Thrice is he armed that hath his quarrel just.

Shakespear..

"কি স্পর্দ্ধা ! অসহ্য ! অসহ্য !!"

"একবার হুকুমটা দিন না, তার মাথা দু ফাঁক ক'রে দি।"

"আমি অনেককেই হরবল্লভ বোসের বিপক্ষে উত্তেজিত করেছি।"

"হুকুম দিন বাবু ! হুকুম দিন, আমরা কেবল আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। হরবল্লভ বোস যেমন আপনাকে অপমান করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি যতদিন না দিতে পারি, ততদিন আমাদের হৃদয়ে শান্তি নাই ; সে আপনার অপেক্ষা কিসে বড় ?"

"ঠিক বলেছ বলাইচাঁদ ! সে আমাদের বাবুর অপেক্ষা কিসে বড় ?"

বলাই। কিছুতেই না, ধন, জন, অর্থ, সামর্থ্য কিছুতেই আমাদের কাশিনাথ বাবু তার চেয়ে হীন নন, বরঞ্চ সে অনেকাংশে ছোট।"

"অনেকাংশে কেন ? আমি বলি, সে আমাদের বাবুর কাছে সর্ব্বাংশেই ছোট। কি বল মতিলাল ?"

মতি। এর আর বলাবলি কি, ওর ত চাক্ষুষ প্রমাণ পড়ে রয়েছে, সে আমাদের বাবুর সঙ্গে কোন্ সাহসে টেক্কা দিতে আসে ?

কাশি। আমিও তাই ভাবি, সে আমার অপেক্ষা কোন্ অংশে বড় ? আর কোন্ সাহসে সে আমার বিপক্ষে সম্মুখীন হইয়া আমায় সমাজভ্রষ্ট করিবার ভয় দেখায় ? সেদিন সে প্রকাশ্যভাবে দশজন ভদ্র-লোকের সমক্ষে আমায় এক ঘরে করিব বলিয়াছে। উঃ, দারুণ অপমান, এ অপমানের প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই।

বলাই। অবশ্য চাই, হরবল্লভ বোসের উন্নত শির যদি না আপনার কাছে প্রণত করাতে পারি, তা' হ'লে আমি আর আপনাকে এ মুখই দেখাব না।

মতি। আমারও ঐ প্রতিজ্ঞা, সে আবার আমাদের সমাজের ভয় দেখায়! সমাজ ? হিন্দুর সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে, এখন আমাদের সমাজপতিও নাই, সামাজিক অনুশাসনও নাই, এখন আমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। আপনার ঘরে মা লক্ষ্মী অচলা থাকুক বাবু, অমন দশটা হরবল্লভেও আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কি বল দয়াময় ?

দয়া। নিশ্চয়ই, অর্থে কিনা হয় ? উদ্ধত প্রকৃতিবান্ হরবল্লভ স্বেচ্ছায় বাবুর সঙ্গে বিবাদ ক'রে নিজের অনিষ্ট নিজেই করতে বসেছে। আপনি হুকুম দিন বাবু, হুকুম দিন, আমি তার মাথা ভেঙ্গে দু ফাঁক ক'রে দি।

কাশি। দয়াময়, বলাইচাঁদ, মতিলাল! আমি তোমাদের আর অধিক কি বলিব, তোমরা যেরূপে পার হরবল্লভকে উচিতমত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা কর; সে আমার প্রাণে নিদারুণ আঘাত দিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ চাই, সেজন্য আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাদের সহায়তা করিব, ইহাতে আমি সর্ব্বস্বহারা হইলেও দুঃখিত নহি। এই আমি তোমা-দের পাত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমরা নির্ভয়ে আমার আজ্ঞা পালন কর, দাম্ভিক হরবল্লভের দর্প যে প্রকারেই হোক্ চূর্ণ কর।

দয়া। এই আমিও আপনার পাদস্পর্শ করে শপথ কর্‌ছি যে আজ হ'তে আমরা হরবল্লভ বোসকে আমাদের শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করব, ধর্ম্ম হোক্, অধর্ম্ম হোক্, পাপ হোক্, পুণ্য হোক, আজ হ'তে আপনার আজ্ঞাপালনে আমরা কথনও দ্বিরুক্তি কর্‌ব না।

বলা ও মতি। আমাদেরও ঐ মত বাবু ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা থাক্‌তে সে কথনও আপনার কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।

দয়া। তার ক্ষমতা কি ? সেই যে একটা প্রবাদ আছে, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল," এ হরবল্লভেরও তাই, আমাদের এই ভত বড় রুদ্রপুর গ্রামে তাকে কে মানে বলত ?

মতি। কেউ না, কেবল কতকগুলো অকাল কুষ্মাণ্ড বামুন ও জন-কতক বাজে লোক ছাড়া কে তাকে গ্রাহ্য করে ?

কাশি। ঐ সব বামুন পণ্ডিত ও জনকয়েক লোকেই ওর এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়েছে, আজকাল আবার সমাজ সমাজ ক'রে ক্ষেপেছে।

দয়া। ক্ষেপুক্‌গে বাবু, আপনার ঘরে মা-লক্ষ্মী অচলা থাক্‌লে আমরা অমন দশটা সমাজ সৃষ্টি কর্‌তে পারি, আবার মনে কর্‌লে ভাঙ্গ্‌তেও পারি, ওদের আবার ভয় কি ?

বর্ষাকাল, বেলা তিনটা বাজিয়াছে, বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তথনও আকাশ ঘোর ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, আবার এক পশলা জল ঢালিবার জন্য অনন্ত অম্বরে স্তরে স্তরে স্তরে অসংখ্য কাদম্বিনীচয় নানাস্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া একত্রিত হইতেছে ; ঝড় নাই, বাতাস নাই, কচিৎ নভস্তলে সৌদামিনী দেখা দিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইতেছে, কচিৎ হড়হড় গুড়গুড় শব্দে দিঘ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া জীবজন্তুর হৃদয়ে ভয়োৎপাদন করিতেছে, কোথাও রাখালেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে গাভীর দল লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে, কোথাও অত্যুচ্চ অশ্বথ

বট, নারিকেল ইত্যাদি তরুশিরে পক্ষিনিচয় উড়িতেছে, বসিতেছে। এমন সময়ে এক উদ্যানস্থ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যখন কাশিনাথ মিত্র, দয়াময়, বলাইচাঁদ ও মতিলালের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ হলধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিধানে সাদা ধুতি ও গাত্রে মোটা চাদর, পায়ে এক জোড়া বহুকালের পুরাতন কট্‌কী জুতা, তাঁহার বয়স অনূন পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাহা মনে হয় না। তাঁহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ, পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেও মস্তকের কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হয় নাই। হলধরকে দেখিয়া কাশিনাথ একটু সঙ্কুচিতভাবে নিজ মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "কি ঠাকুর, এ বাদ্‌লার ঝোঁকে কি মনে করে বাড়ীর বাহির হয়েছেন? ব্যাপার কি?

হল। ব্যাপার গুরুতর।

কাশি। কি রকম?

হল। এই মাথা ফাটাফাটি ও দশ-পাঁচটা নূতন সমাজসৃষ্টি।

দয়া। সে আবার কি?

হল। আর তোমরা কথা লুকাও কেন? এ বিষম ঝড় বৃষ্টিতে যখন কাশিনাথ বাবুর কাছে তোমাদের মত তিনটী মহাপুরুষের একেবারে শুভাগমন হয়েছে, তখন একটা-না-একটা কাটাকাটি গোচের ব্যাপার না হয়ে যায় কি? তোমরা তোমাদের মনের ভাব গোপন করতে যতই চেষ্টা কর না কেন, আমি কিন্তু তোমাদের মুখের ভাব দেখে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে কাহারও কোন একটা সর্ব্বনাশ করতে আজ তোমরা একত্রিত হয়েছ। তা দেখ কাশিনাথ বাবু! ভগবান্ তোমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তুমি লোকবল, অর্থবলে মহাবলীয়ান্, তোমার সমকক্ষ ধনী আমাদের গ্রামে আর নাই বলিলেও

হয়, তুমি বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক ছোট, আমি একটা কথা বলি শোন, মিছামিছি আর গ্রামের মধ্যে আপনাপনি বাদ-বিসম্বাদ করে একটা কেলেঙ্কারী করিও না। বাঙ্গালী এই আত্ম কলহে উৎসন্ন যাইতেছে, তুমি ছেলেপিলে নিয়ে ঘর কর, একবার ধর্ম্মের দিকে চে'ও, জেনো—অধর্ম্মাচারীর পরিণাম অতি শোচনীয়।

কাশি। কি বল্‌ছেন আপনি? আপনার মতলবটা কি ভেঙ্গে বলুন না।

হল। দুটো সত্য কথা বলি, তাতে রাগ হয়, ধরে দু'চার ঘা মার, সেটা সহ্য হবে, কিন্তু আমি চলে গেলে পর আমার অসাক্ষাতে যে আমার বাপ-চোদ্দপুরুষকে গালাগাল দেবে, সেটা বরদাস্ত হবে না।

কাশি। কি বলবেন বলুন না, অত গৌরচন্দ্রিকায় কাজ কি?

হল। বল্‌ছি কি, এ বিষম বাদ্‌লায় গ্রামের এত লোক থাক্‌তে তোমার হরবল্লভ বোসের উপর কোপ পড়্‌ল কেন? তার মত স্পষ্টবাদী নিরহঙ্কার চরিত্রবান্ পুরুষ এ গ্রামে আর কে আছে—বল দেখি?

মতি। কেন, আমাদের কাশিবাবু তার চেয়ে খেলো লোক নাকি?

হল। কাশিবাবু খুব নামজাদা সম্পত্তিশালী ব্যক্তি বটে, কিন্তু চরিত্রসম্বন্ধে এ হরবল্লভ বাবুর শতাংশের একাংশও নহে।

বলাই। দেখুন ঠাকুর, অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

হল। কেন, উচিত কথা বলব, তাতে আবার ভয় কি? স্পষ্টবাদী হরবল্লভ বোস ভিন্ন তোমাদের কাশিবাবুর কদর্য্য কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করতে আর কে সাহসী হয়েছে?

কাশিনাথ বাবু এতক্ষণ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি হলধরের শেষোক্ত কথাগুলিতে বিষম রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "দেখুন

হলধর ঠাকুর, আপনারা দিন দিন যেরূপে হরবল্লভকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, আর সেও যেমন দম্ভসহকারে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাতে তাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক হয়েছে। হরবল্লভকে আমি অনেক বিষয়ে ক্ষমা করেছি, কিন্তু সে যেদিন আমায় প্রকাশ্যভাবে দশজনের সমক্ষে সমাজচ্যুত করবার ভয় দেখিয়ে আমায় বিশেষরূপে অপমানিত করেছে—সেদিন হতে আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসা-বহ্নি ধিকিধিকি জ্বলে আমার হৃদ্‌পিণ্ড ভস্মীভূত করিতেছে; যদি ভাল চান, এখনও আপনাকে বল্‌ছি, তাকে আপনি সাবধান করে দিবেন। আপনিও একটু সাবধানে চল্‌বেন।"

হল। কাশি বাবু! ও ভয় তুমি কাহাকে দেখাইতেছ? আমি তোমার ইষ্ট ভিন্ন কখনও কোন অনিষ্ট কামনা করি না, তাই তোমায় সরলপ্রাণে বলি, তোমার পাপপূর্ণ জঘন্য প্রবৃত্তিনিচয় হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মতি স্থির কর। এই যে তুমি প্রতিদিন বিপদ্‌গ্রস্ত সহায় সম্পদহীন ব্যক্তিদিগকে অযাচিতভাবে টাকা ধার দিয়া তাহাদিগের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের বাড়ী ঘর নিজের নামে লিখাইয়া লইতেছ, এই যে তুমি পশুবলে বলীয়ান্ হইয়া দিন দিন মানীর অসম্মান, দেব-দ্বিজে অশ্রদ্ধা, সতী স্ত্রীর প্রতি অমর্য্যাদা প্রকাশ করিতেছ, একবার ইহার পরিণাম ভাবিও, মনে করিও না, তোমার অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দীন দুঃখীরা তোমার কীর্ত্তিকাহিনী দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত করিয়া বেড়াইতেছে। জেনো, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজিয়া থাকে, তোমার কু-কীর্ত্তি দেশব্যাপী; হরবল্লভ বসু তোমার দ্বারা উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের মুখ চাহিয়া তোমায় সৎপরামর্শ দান করিয়াছিল, তাহাতেই তোমার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা তোমার ও আরক্তিম নয়নোন্মেষণে ভীত নহি,

যদি তুমি আমাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য না কর, তাহা হইলে আমরা হরবল্লভের প্রস্তাবমতে তোমায় সমাজচ্যুত করিব।

মতি। রেখে দিন ঠাকুর আপনাদের সমাজ, আপনি দেখ্‌ছি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লেন।

বলাই। তাই ত, একটু ওষুধ দেব নাকি ?

কাশি। দেখুন, আমি হরবল্লভকে আদৌ গ্রাহ্য করি না, আর সমাজচ্যুতি—তাহাতেও আমি ভীত নহি—সমাজ, সে ত অনেকদিন অধঃপাতে গিয়েছে। হিন্দু সমাজের আর সে অমিত প্রভাব নাই, এখন আমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

দয়া। ঠিক কথা, এখন অর্থবলই মহাবল, যার টাকা আছে, তাঁর সাত খুন মাপ।

"তোমাদিগের ন্যায় স্বার্থপর কুলাঙ্গারদিগের কার্য্যকলাপেই আদর্শ হিন্দু সমাজের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিন্তু জেনো, কাশিনাথ! তোমার ও অর্থবলের আত্মগরিমা যদি না আমরা সামাজিক অনুশাসনে লোপ করিতে পারি, তা হইলে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান নহি।" এই বলিয়া হলধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্থানোদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে তথায় কালাচাঁদ নামক একটি যুবক হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বসুন ঠাকুর বসুন, অত রেগে যাচ্চেন ত, এদিকের নূতন খবর শুনেছেন, আপনাদের বড় আদরের গুণবান্ হরবল্লভ বাবু যে ধনে প্রাণে মারা গেলেন।"

ইহা শুনিয়া কাশিনাথ বাবু সাগ্রহে কহিলেন, "কি, কি বল্‌লে ?"

কালা। এ নূতন খবর, এখনও সকলে শোনেনি, তবে এ প্রচার হ'তে আর বেশী দেরী হবে না ; লোকপরম্পরায় এখনই দেশবিদেশে সকল লোকের মুখেই এই কথার আলোচনা হবে। বাবা, লোকের

সঙ্গে এতদূর অমায়িকতা করা কি ভাল, পরের উপকার করতে গিয়ে হরবাবু এবার কাবু হয়ে পড়লেন।

হলধর। কি রকম?

কালা। সেই যে ইলিট সাহেব, যাকে হরবাবু এই সে বৎসরে অত টাকা দিয়ে তার মান ইজ্জত বজায় রেখেছিলেন, তিনি এবার ফেল হয়ে চুপে চুপে কোথায় উধাও হয়েছেন, তার দেনা ত কম নয়, এক রাশ টাকা, সে সব এখন হর বাবুকেই দিতে হবে।

"এ সব তোমার বাজে কথা।" এই বলিয়া হলধর তথা হইতে দ্রুত-পদে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর কাশিনাথ বাবু কালাচাঁদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কালাচাঁদ! ব্যাপারখানা কি, সব খুলে বল ত; তোমার এ সব কথা সত্য।"

কালা। সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, আমি হরবল্লভ বাবুর বাড়ীর পাশ দিয়ে আসছিলেম, সেখানে জনকয়েক লোক জটলা ক'রে ঐ সব কথা বলা-বলি করছিল; পাড়ার সমস্ত লোকেই তাঁর এই বিপদে দুঃখ করছে। সেখানে হরবাবুর ভাইপো দাঁড়িয়েছিল, এ খবর মিথ্যা হলে সে নিশ্চয়ই কোন প্রতিবাদ করত।

বলাই। তবে এ খবর সত্য।

দয়া। বাবু, এ বড় সুসময় উপস্থিত হয়েছে, এবার বাছাধনকে জব্দ করতে আর বেশী কষ্ট পেতে হবে না।

কাশি। সুসময় নিশ্চয়; এস, আমরা এই সময়ে দাম্ভিক হরবল্লভের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার দর্পচূর্ণ করি, সে দেখুক, আর তার অনুগতেরা দেখুক যে কাশিনাথ মিত্র হরবল্লভের অপেক্ষা কত দূর বলবিক্রমশালী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাভাষ

People will not look forward to posterity who never look backward to their ancestors. *Burke.*

হুগলী জেলার অন্তর্গত রুদ্রপুর গ্রামে রামহরি বসু ও হরিমোহন মিত্র নামে দুই ঘর প্রসিদ্ধ কায়স্থ বাস করিতেন ; রামহরি বসুর দুই পুত্র; প্রথম পুত্রের নাম হরবল্লভ, দ্বিতীয়—চারুচরণ। তিনি অতি সদাশয় ও মহৎ চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ; পরোপকার করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি অহরহঃ তাঁহার উভয় পুত্রকেই সুশিক্ষা ও সৎপরমর্শ দান করিতেন। রামহরি বাবু অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, বদান্যতা ও মহানুভবতাগুণে তাঁহার পুত্রদিগের চরিত্র গঠন ও গ্রামের যাবতীয় নরনারীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইঁহার সহিত হরিমোহন মিত্রের বেশ সদ্ভাব ছিল, তাঁহারা উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আর্থিক অবস্থা তত উন্নত ছিল না, রামহরি বসু মহাশয় কলিকাতার কোনও সওদাগরি অফিষে ধনাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষতার সহিত তাঁহাদিগের কাজ-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষগণের সুনজরে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে ঐ অফিষে একটি হিসাব রক্ষকের পদ খালি হওয়ায় রামহরি বাবু কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিয়া হরিমোহন মিত্র মহাশয়কে সেই পদ প্রদান করাইয়াছিলেন, এইরূপে উভয়ে এক অফিষে কাজ করিয়া

তাঁহারা দেশহিতকর অনেক কল্যাণ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। রামহরি বাবুর অফিসের পূর্ব্ব-তন বড় সাহেব বিলাত গমনের পর তৎস্থলে অন্য এক সাহেব অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার সহিত রামহরি বাবুর বড় একটা মনের মিল হয় নাই ; কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সেই কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে সাহেবের অধীনে দাসত্ব করিতে তাঁহার হৃদয়ে এক ঘৃণার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পরের অধীনস্থ হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

রামহরি বাবুর উপস্থিত আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে প্রভূত জমী ক্রয় করিয়া তিনি কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ সুশিক্ষা গুণে পুত্রদ্বয়কে নানা গুণে অলঙ্কৃত করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, দুই পুত্র ও পুত্রবধূ এবং পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

হরবল্লভ তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন ; পিতার মৃত্যুর পর তিনি সংসারের সকল ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে হরি-মোহন বাবু অফিষে রামহরি বসু মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া কার্য্যত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেন না রামহরি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তিনিও বড় সাহেব কর্ত্তৃক অপমানিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কাই তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সুচতুর বড় সাহেব তাঁহাকে নানাবিধ স্তোত বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যদ্যপি হরিমোহন ও রামবাবুর সহিত এক যোগে কর্ম্মত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার

অফিষের সমূহ ক্ষতি হইবে। সেইজন্য স্বার্থের অনুরোধে বড় সাহেব হরিমোহন বাবুকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী সাহেবদিগের কণামাত্র করুণা পাইলে ও হাসি মুখে একটি কথা কহিতে দেখিলে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাই হরিমোহন নানারূপ সুখ লালসায় উন্মত্ত হইয়া বড় সাহেবের আজ্ঞামত অফিষে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাশিনাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র, তিনি পিতার বড় স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, কাজেই লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিতেন না; তাঁহার স্বভাব চরিত্রও ভাল ছিল না, সেইজন্য সময়ে সময়ে তিনি পিতার নিকটে তিরস্কৃত হইয়া মাতার নিকটে নানা-রূপ আব্দার ও অভিযোগ করিতেন। স্নেহময়ী জননী একমাত্র পুত্রের প্রতি নিরতিশয় মমতা নিবন্ধনে হরিমোহন বাবু কর্ত্তৃক কাশিনাথকে তিরস্কৃত বা দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে দিত না। ইহাতে কাশিনাথের স্বভাব সংশোধিত না হইয়া অধঃপতিতই হইয়াছিল। হরিমোহন বাবু এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কতক নিজের অসাবধানতাবশতঃ ও কতক গৃহিণীর মনস্তুষ্টির জন্য পুত্রকে শাসন করেন নাই। এক্ষণে অফিষে বড় সাহেব তাঁহার প্রতি অনুকূল বুঝিয়া হরিমোহন কাশিনাথকে নিজের অধীনে একটি কর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে একদিন অনুরোধ করেন। বড় সাহেব তাহাতে কোনও আপত্তি উত্থাপন না করিয়া কাশি-নাথকে পিতার অধীনে একটি কাজ দিয়াছিলেন। এই সময়ে কাশি-নাথের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর কিছুদিন সুখস্বচ্ছন্দে অতি-বাহিত হইবার পর হরিমোহন বাবু বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন।

কাশিনাথ পিতার মৃত্যুতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর হইয়া অফিষের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া কতিপয় অসচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত মিশিয়া পিতার অবলম্বিত ধর্ম্মকর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতে বসিলেন। দিন দিন তাঁহার

অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রামের সমস্ত দীন-দুঃখীরা কাশিনাথের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যভিচার, মদ্যপান, অসহায়ের প্রতি উৎপীড়ন তাঁহার নিত্যকার্য্য হইল। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া হরবল্লভ বাবু তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কাশিনাথ তাঁহার এই উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া বিরক্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ হরবল্লভ বাবুকে বিপদে ফেলিবার জন্য নানাবিধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। রামহরি ও হরিমোহন বাবুর জীবদ্দশায় যে রুদ্রপুর গ্রাম একদিন সুখ-শান্তি ও ধর্ম্মকর্ম্মের আদর্শ লীলাভূমি ছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে সেই রুদ্রপুরে আজ হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও আত্মকলহে পরিণত হইয়াছে। কাশিনাথ রুদ্রপুর গ্রামে একজন বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহার অতুল ধনরত্নের মহিমাবলে তাঁহার কার্য্যকলাপের বড় একটা কেহ প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করিত না, কিন্তু কাশিনাথের দ্বারা উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বদাই সরলপ্রকৃতি হৃদয়বান্ হরবল্লভ বাবুর নিকটে আসিয়া নানাবিধ অভিযোগ করিত।

ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ হরবল্লভ কাশিনাথকে কোনরূপে বুঝাইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে সামাজিক অনুশাসনে শাসিত করিবার ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অফিস ফেল

It is the mind that makes the man,
And our vigour is in our immortal soul.
Ovid.

রামহরি বাবু যখন সওদাগরি অফিসে কাজ করিতেন, সেই সময়ে মিঃ ইলিয়ট তথাকার একজন উচ্চবংশসম্ভূত প্রতিপত্তিশালী দালাল ছিলেন। রামহরি বাবুর স্বভাব চরিত্র দেখিয়া ইনি তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মিঃ ইলিয়টেরও একটি অফিস ছিল, তিনি রামহরি বাবুর নিকটে প্রভূত সাহায্য পাইয়া তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। রামহরি বাবু অফিস হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর মিঃ ইলিয়ট তাঁহার পূর্ব্বকৃত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে নিজের অফিসে যোগদান করিতে অনুনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু রামহরি বসু মহাশয় শেষ বয়সে সাহেবদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে হৃদয়বান্ ইলিয়ট সাহেব তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নিজের অফিসের অংশীদারভুক্ত করিয়া মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে মিঃ ইলিয়ট যেমন একদিকে বাঙ্গালীর হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি ইংরাজদিগের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। ইহাতে মিঃ ইলিয়ট কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অধিকতর দৃঢ়চিত্তে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হরবল্লভ বাবুর অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমে এবং ইলিয়ট সাহেবের কার্য্য তৎপরতায় তাঁহাদিগের বেশ কাজ-কর্ম্ম চলিতে লাগিল।

এই সময়ে রামহরি বাবুর মৃত্যু হইলে হরবল্লভ পিতৃশোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন; তিনি কি প্রকারে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংসারকার্য্য পরিচালনা করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করা বড় সহজ নহে; দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তি, কনিষ্ঠের কল্যাণ-কামনা, বাৎসল্য ও স্নেহ মমতা নির্ব্বিশেষে পুত্র কন্যার লালন-পালন, জীবনসহচরী অর্দ্ধাঙ্গিনীর মনস্তুষ্টিসাধন কয়জন সমভাবে করিতে পারেন? বিশেষতঃ বড় হওয়ার বড় জ্বালা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান করিতে না পারিলে কেহ বড় হইতে পারে না। হরবল্লভ সংসারের সর্ব্বাগ্রণি, তাই তাঁহার এত চিন্তা, এত ব্যাকুলতা। যাহা হউক্, গ্রামের সুধীজনমণ্ডলী ও মিঃ ইলিয়ট নানাবিধ উপদেশ ও আশ্বাস দিয়া তাঁহার পিতৃশোকের উপশম করিয়াছিলেন।

চারুচরণ হরবল্লভের অনুগত ছিলেন, তিনি অগ্রজের অনুমতি ভিন্ন কোনও কার্য্য করিতেন না, হরবল্লভও যাহাতে চারুচরণের কোনরূপ অভাব ও কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, এক্ষণে পিতার মৃত্যুর পর হরবল্লভ বাবু কনিষ্ঠকে ইলিয়ট সাহেবের সহিত কার্য্য করিতে দিয়া নিজে সাংসারিক সমস্ত কার্য্য ও রামহরি বাবুর বড় সাধের কৃষি-কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইলে পর তাঁহাদের অফিষে এক বিষম ক্ষতি হয়; তাহাতে তাঁহাদের প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। মিঃ ইলিয়ট নিজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সত্তর হাজার ও হরবল্লভ বাবু অবশিষ্ট টাকা দিয়া উক্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ক্ষতিতে তাঁহাদের অফিষ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, চারুচরণ টাকার শোকে ও নানাবিধ দুর্ভাবনায় কাশরোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর করালগ্রাসে নিপ-

ষ্ঠিত হইলেন এবং মিঃ ইলিয়ট ক্ষতিগ্রস্ত অর্থরাশি পুনরোপার্জ্জনের নিমিত্ত নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

হরবল্লভ বাবু উপযুক্ত কনিষ্ঠের মৃত্যুতে ও এই অর্থহানি হওয়ায় হৃদয়ে সাংঘাতিক আঘাত পাইলেন, এইরূপে সহায় সম্পদহীন অবস্থায় সংসারকার্য্য পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল. তিনি হতাশচিত্তে পুনরায় অফিষে যোগদান করিয়া দেখিলেন, তথায় আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাপারিগণ আসিয়া অকুতোভয়ে প্রভূত টাকার কারবার করিতে সাহসী নহে; পূর্ব্ব বর্ণিত ক্ষতির সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব, মান-মর্য্যাদা চলিয়া গিয়াছে, ইলিয়ট সাহেবের সে উদ্যম, সে উৎসাহ, সে কার্য্যকরীশক্তি যেন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার সর্ব্বদাই বিমর্ষভাব, বিশেষতঃ তিনি এখন জুয়া খেলায় চিত্তনিবেশ করিয়া কোনও প্রকারে হঠাৎ রাশীকৃত টাকা পাইবার আশা করিতে ছিলেন। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া হরবল্লভ ব্যাপারিগণকে ডাকিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং ভবিষ্যতে কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাঁহাদের অর্থ নষ্ট হইবে না সে জন্য তিনি স্বয়ং প্রতিভূ থাকিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ব্যাপারিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ইলিয়ট সাহেব একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার নিকট হইতে টাকা আদায়ের আর কোনও উপায় নাই, তবে হরবল্লভ বাবুর বিষয় সম্পত্তি ও আত্মমান রক্ষার পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আবার পূর্ব্বের ন্যায় কারবার করিতে লাগিলেন।। কিন্তু যেমন সলিল রাশি তরতর তরে একদিকে ছুটিয়া যাইবার সময়ে কোনও বাধা বিঘ্ন মানে না, আপন পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না,সেইরূপ মানুষের যখন দুঃখের সময় আসে, তখন শত চেষ্টা করিলেও সুখের ছায়ামাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না, দুঃখের ভীষণতম ঘোর আঁধাররাশি

তাহাদিগের চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলে।)এই সময়ে মিঃ ইলিয়ট ঘোড়দৌড় খেলায় অর্থ উপার্জ্জনের আশায় চিত্তনিবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা ঋণগ্রস্ত হন, কিন্তু তিনি এখন একেবারে নিঃসম্বল, অফিস হইতে টাকা না লইলে আর তাঁহার চলিত না, এ সময়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার তাঁহার কোনও উপায় ছিল না, তাই হরবল্লভ বাবু নিজ সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে অর্থ দিয়া এ যাত্রা ঋণদায়ে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে হরবল্লভের সুখ্যাতি চারিধারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ব্যাপারিগণ আবার ইলিয়ট সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে হরবল্লভ আশ্বস্তচিত্তে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজে পারিবারিক ও পৈত্রিক জমিদারী কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন শুনিয়া কাশিনাথের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দলে দলে গ্রামের লোক আসিয়া তাঁহার নিকটে নানাবিধ অভিযোগ করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর অনুরোধে ও কাশিনাথের হেয়চরিত্র সংশোধন মানসে তিনি তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

অতঃপর তাঁহাদের অফিসে এক সর্ব্বনাশ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। মিঃ ইলিয়ট কোনও ব্যাপারীর নিকটে অতি উচ্চদরে মাল খরিদ করিলে বাজারের দর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের আবার পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা ক্ষতি হয়; কিন্তু এবারে আর তাঁহাদের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোনও উপায় ছিল না,মিঃ ইলিয়টের অবস্থা অতি শোচনীয়, তিনি হরবল্লভের আর্থিক অবস্থা জানিতেন। হরবল্লভ যে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে নিজ পরিবারের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা ইলিয়ট সাহেব অবগত ছিলেন, তাই এবার তিনি এই ঋণদায় হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন।

অতঃপর একগভীর রাত্রে তাঁহাদিগের অফিষ ও তৎসংলগ্ন মাল-গুদামে আগুন লাগিয়া যায়। তাহার পর হইতে আর ইলিয়ট সাহেবকে কলিকাতায় দেখা যায় নাই। সেই ভীষণ লোলজিহ্বা বিস্তারী অনলরাশি মহাতেজে ইলিয়ট সাহেবের বড় সাধের, বড় যত্নের প্রতিষ্ঠিত কার্য্যালয় মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, আর পবনদেব সেই সমস্ত ভস্মরাশি উড়াইয়া তাঁহাদিগের এ বিপদবারতা দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঋণদায়ে হরবল্লভ

Friendship, of itself a holy tie,
Is made more sacred by adversity.

Dryden.

ইলিয়ট সাহেব অকস্মাৎ এইরূপে অন্তর্দ্ধান হওয়ায় কলিকাতায় এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ কহিল, "তিনি অফিষে পুড়িয়া মরিয়াছেন," কেহ কহিল, "তিনি ঋণদায় হইতে মুক্তি পাইবার আশায় হয় ত আপনি গুলি করিয়া মরিয়াছেন," কেহ কহিল, "তিনি ঘোড়দৌড় খেলায় আরও দেনা হইয়া পড়িয়াছিলেন ও অফিষে আবার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে বুঝিয়া কিছু অর্থ সমভিব্যাহারে বিলাতে পলাইয়া গিয়াছেন।" যাহা হউক কেহই এ বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত সংবাদ অবগত হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশের কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মহাজনগণ তাঁহাদের এই অবস্থা শুনিয়া দলে দলে অফিষে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মুখে এক কথা, "কেমন করিয়া টাকা আদায় হইবে।" ইলিয়ট সাহেবের সহিত বড় বড় সম্ভ্রান্ত অফিষের বেশ সদ্ভাব ছিল, তাঁহারা সকলেই এই বিপদবারতা শুনিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেসার্স ইলিয়ট এণ্ড কোং'র নিকটে যাঁহারা টাকা ধারিতেন, তাঁহারা এই সুযোগে তাঁহাদিগকে মনে মনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের কল্পনা করিতেছিলেন এবং যাঁহাদিগের নিকটে তাঁহারা

টাকা ধারিতেন তাঁহারা সেইস্থানে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করতঃ আপনাপন প্রাপ্য টাকা আদায়ের যুক্তি করিতে লাগিলেন। এই সকল পাওনা-দারদিগের মধ্যে হর্‌কিষণ লছ্‌মি সিং, পান্নালাল লছ্‌মীনারাণ, হাবিল-চাঁদ ফতেচাঁদ ও ওয়াল্টার ব্রিজ্‌নেল কোংর অধিক টাকা পাওনা ছিল। তাঁহারা ইলিয়ট সাহেবের অবর্ত্তমানে হরবল্লভ বাবুর নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের সূতা, গম, তিসি ও রাংয়ের কারবার।

হর্‌কিষণ বলিলেন, "হামারা রূপেয়া কো আস্তে হরবল্লভ বাবু জামিনদার থা, হাম উস্‌কো পাশ্‌সে রূপেয়া লেগা।" পান্নালাল কহি-লেন, "সব কৈ কো রূপেয়া উস্‌সে উসুল করনে হোগা, বাবু সাব্‌ আবি ইলিয়ট কোং কা মালিক থা।"

হাবিল চাঁদ কহিলেন, "আপ্‌লোক কেয়া বোলে মিঃ লী!"

মিঃ লী ওয়াল্টার ব্রিজ্‌নেল কোংর একজন কর্ম্মচারী, তিনি কহি-লেন, "No doubt. নিঃসন্দেহেই আমরা হরবল্লভ বাবুর নিকটে সমস্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা করিব,আমাদের টাকা বড়-একটা মারা যায় না।"

তাহা শুনিয়া লী সাহেবের সহযোগী মিঃ রো কহিলেন, "হরবল্লভ বাবু বড় ভাল লোক, সেদিন তিনি মিঃ ইলিয়টের দশ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।"

তাঁহারা যখন দগ্ধীভূত অফিষে সমবেত হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এখন সময়ে তথায় মিঃ ফেরী, মিঃ রুস ও মিঃ হ্যারিং-টনের সহিত হরবল্লভ বসু প্রবেশ করিলেন। মিঃ ফেরী হরবল্লভ ও ইলিয়ট সাহেবের একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী, এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি স্বয়ং হরবল্লভ বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহাকে অফিষে লইয়া আসিয়াছেন; মিঃ রুস, মিঃ ইলিয়টের একজন প্রিয়বন্ধু ও ওয়ালটার

ব্রিজ্নেল কোং'র একজন অন্যতম অংশীদার। মিঃ হ্যারিংটন মেসার্স ষ্টান্লী স্মিথ এণ্ড কোং নামক এক ইন্সিওরেন্স অফিষের বড় সাহেব। তাঁহাদিগকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া সকলেই সম্ভ্রমসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন; মিঃ হ্যারিংটন অফিষের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া কহিলেন, "Oh, my Lord! (ও মাই লর্ড) অফিষটা একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে, মালপত্র সমস্তই নষ্ট হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে আপনি অফিষ চালাইবার বিষয়ে কি মনে করেন হরবল্লভ বাবু?"

হর। আমি এখন কি করিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না, এই দৈবদুর্ব্বিপাকে আমার কিংকর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি পরের নিকটে ঋণদায় হইতে মুক্তি পাইলে আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিব। আমার দ্বারা দশজনে প্রতারিত হইয়াছেন এ অপবাদ অর্জ্জনের অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়; আপনারা জনে জনে এক একটি উচ্চ পদস্থ হৃদয়বান্ ব্যক্তি এ স্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন, যাহাতে আমি সকলের নিকটে এ ঋণ দায় হইতে মুক্তি পাই সেজন্য আপনারা দয়া করিয়া একটি সদুপায় স্থির করুন, আপনাদের সমীপে আমি এখন এই ভিক্ষা চাই।

মিঃ রুস। Thanks. ধন্য, হরবল্লভ বাবু, আপনার এই কথা শুনিয়া আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, আপনার এমন অন্তঃকরণ না থাকিলে আপনি কখনও ইলিয়ট কোং'র অংশীদার হইতে পারিতেন না।

হরকি। কোম্পানী কা ভাগীদার হোকে বাবুকা কুচ্ ফয়্দা হুয়া নেই,উসি আস্তে আবি বাবুকো দেন্দার হোনে হুয়া,হামারা লোক কো পাশ্ বাবু বহুৎ রূপেয়া উধার হায়, হাম্লোক বাবুসে উসুল করেগা, বাবু বড়িয়া ভদ্রলোক আছে।

হর। কি করিব বলুন, সব আমার অদৃষ্ট, মিঃ ইলিয়ট আমার পূজ্যপাদ পিতার মুখ চাহিয়া আমাদের যে সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? আমি বড় অভাগা, তাই বোধ হয় আমার সংশ্রবেই ইলিয়ট সাহেবের এই অধঃপতন হইল।

মিঃ ফেরী। Certainly not. তা কখনও না, আপনি অতি মহদ্ব্যক্তি, আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমে কোম্পানীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল একথা আমি আপনাদের বেতনভোগী হইলেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি; দৈবই আমাদিগের প্রতিকূল হইয়াছে, নহিলে এ অপ্রত্যাশিত ঋণজালে আপনি কখনই আবদ্ধ হইতেন না, কিন্তু এক্ষণে আমি আপনাকে আর কি বলিয়া বুঝাইব, আমাদিগের উপস্থিত কিছুই নাই, হিসাবী খাতাপত্র, মালগুদামের সমস্ত জিনিসই পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে, তাহাতে এক কপর্দ্দকেরও আশা নাই। এদিকে ঐ দেখুন! সমস্ত পাওনাদার আমাদিগের এ বিপদ শুনিয়া আপনাপন টাকা আদায়ের অভিপ্রায়ে আপনার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন। মিঃ লাভচাঁদের ফারম (অফিষ) হইতে সম্প্রতি যে রাংয়ের কারবার হইয়াছিল, তাহাতেই আমাদিগকে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, উনিই এখন আমাদিগের প্রধান পাওনাদার, তারপর মিঃ ক্রস; ইঁহাদিগের অফিষে আমাদিগের দেনাও বড় কম নহে, হরকিষণ লাল পান্নালাল উনিও অনেক টাকা পাইবেন। যাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের কিছু কিছু পাওনা আছে, তাঁহারা কেহই এ সময়ে উপস্থিত হন নাই, সে সকল টাকা আদায়ের কোনও উপায় দেখিতেছি না, কেন না হিসাবী খাতাপত্র সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে।

হরবল্লভ বাবু মিঃ ফেরীর কথা শুনিয়া সমস্ত মহাজনদিগকে সম্বো-

ধন করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "হে সমাগত মহাজনবৃন্দ! আমি এক্ষণে আপনাদের নিকটে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অফিষের সকল প্রকার ঋণের জন্য দায়ী—ইহা আমি কখনও অস্বীকার করিতে পারি না, বিশেষতঃ আমি একজন হিন্দু, হিন্দু পরের ঋণগ্রস্ত থাকা সর্ব্বান্তঃকরণে মহাপাপ মনে করে। আমি যাহাতে এ অপ্রত্যাশিত ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, সেজন্য আপনাদের নিকটে সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদের কাহারও অর্থহানির কোন আশঙ্কা নাই, যতদিন আমার ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত অবশিষ্ট থাকিবে, যতদিন আমার এই দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি কখনও আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। উপস্থিত আপনারা দয়া করিয়া আমাদের দেনা পাওনার একটি মীমাংসা করিয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই হরবল্লভ বাবুকে বারংবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; মিঃ ফেরী কহিলেন, "দেনার জন্য আমাদিগের কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না, কারণ তাহারা সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজ নিজ হিসাব দাখিল করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে দুঃখের বিষয় এই যে পাওনাদারদিগের মধ্যে মিঃ হ্যারিংটন ব্যতীত আর কেহই এস্থলে উপস্থিত হন নাই। আমি জানি মেসার্স ষ্টান্লী স্মিথ এণ্ড কোংর অফিষে আমাদিগের মাল-গুদাম আশি হাজার টাকায় ইন্সিওর আছে, আশা করি মিঃ হ্যারিংটন এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং আমাদিগের এই দুঃসময়ে ঐ টাকা দিতে কোনরূপে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

ইহা শুনিয়া মিঃ হ্যারিংটন যাহাতে ঐ টাকা দিতে না হয় সেজন্য বহুবিধ কূটতর্কের অবতারণা করিলেন, তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে মিঃ ইলিয়ট দেনার দায়ে অস্থির হইয়া নিজের ইচ্ছায় এই

অগ্নিক্রীড়া করিয়াছেন, কিন্তু মিঃ ফেরী দৃঢ়ভাবে তাঁহার প্রতি বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া ইলিয়ট সাহেব যে নিরপরাধ তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। এই কার্য্যে মিঃ ফেরী যে কার্য্যতৎপরতা ও প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বেতনভোগীদিগের মধ্যে বড় একটা পরিদৃষ্ট হয় না।

তাঁহাদিগের নানাবিধ বাক্‌বিতণ্ডার পর মিঃ রুস মিঃ হ্যারিংটনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "You are mistaken Mr ! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, মিঃ ইলিয়ট এবিষয়ে নির্দ্দোষ। তিনি এবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এই দুর্ঘটনার পূর্ব্বদিবসেও আমায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আবার টাকা কর্জ্জ করিয়া অফিষ চালাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন এবং হরবল্লভ বাবু যে তাঁহার ফারমের অংশীদার হইয়া এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন সেজন্য তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন,আমি বেশ বুঝিতেছি যে এ দুর্ঘটনা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃই ঘটিয়াছে, আমি তাঁহার নিকটে অন্ততঃ পক্ষে বিশ হাজার টাকা পাইব, সে দেনা তিনিই পরিশোধ করিবেন বলিয়া সেদিন আমাকে পত্র দিয়াছেন, তবে তাঁহার সহসা অন্তর্দ্ধান হওয়ায় আমি বিস্মিত হইতেছি।"

মিঃ হ্যারিং। Ah ! here you are, হাঁ, এইখানেই যত খট্‌কা লাগিতেছে।

মিঃ রুস। Indeed. খট্‌কা লাগিবারই কথা বটে, কিন্তু মিঃ ইলিয়ট সে প্রকৃতির লোক নহেন, আপনি বুঝিতে পারেন সে যিনি স্বহস্তে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যে অফিষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, শত কষ্ট ও অর্থাভাব হইলে তাহা তিনি কখনও ধ্বংস করিতে পারেন না ; তাঁহার কোনও কু-অভিসন্ধি থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই হরবল্লভের সহিত একবার-না-একবার সাক্ষাৎ করিতেন, আর তাঁহার সহিত এ

সম্বন্ধে কোন কথা হইলে তিনি কখনও নিশ্চেষ্টভাবে নিজের ঘরে বসিয়া থাকিতেন না ; আমার অনুমান হয় মিঃ ইলিয়ট আগুন নিবাই-বার জন্য কোনরূপ অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া দৈবাৎ সেই আগুনেই পুড়িয়া মরিয়াছেন, তাই বোধ হয়, তাঁহার নশ্বরদেহ আর আমরা এ জগতে দেখিতে পাইতেছি না।

মিঃ রুসের কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিগণ সমস্বরে কহিলেন, "সম্ভব, সম্ভব।"

হরবল্লভ বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হইতেছে, তিনি বোধ হয়, এ নশ্বর ধরাধামে নাই, আমার বিষয় বৈভবাদি এই দেনার দায়ে বিক্রীত হইবে তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, কিন্তু প্রাণে বড় কষ্ট রহিয়া গেল যে তাঁহার সহিত একবার শেষ দেখা করিতে পারিলাম না, তাহার মুখে দুটো শেষ পরামর্শ শুনিতে পাইলাম না, আমার বিষয়-সম্পত্তি আমি ধর্ম্মপথে থাকিলে আবার পাইতে পারি,কিন্তু মিঃ ইলিয়টের ন্যায় গুণের ইংরাজবন্ধু আর আমার অদৃষ্টে মিলিবে না।"

মিঃ রুস। আপনার হৃদয় উদারতা-পরিপূর্ণ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন, আপনি ইচ্ছা করিলে আমার অফিষের অংশীদার হইতে পারেন, আপনার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ মহদ্ব্যক্তির সংস্পর্শে আমার অফিষের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

হর। আপনার এ অঙ্গীকারে আমি আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি ; বুঝিলাম, আপনার হৃদয় মহানুভবতায় পরিপূর্ণ। এক্ষণে আমার আর কোনও অফিষ সংস্পর্শকর্ম্মে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা নাই, এত-দিন এই কার্য্যে থাকিয়া আজ যথাসর্ব্বস্ব হারাইলাম, এ সময়ে আপ-নারা আমার ঋণ পরিশোধের একটা মীমাংসা করুন।

হরবল্লভ বাবুর এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী তাঁহার প্রতি

সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, মিঃ হ্যারিংটন আর কোন ওজর আপত্তি না করিয়া তাঁহাদের যথার্থ প্রাপ্য টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, সর্ব্বশেষে মিঃ রুস প্রস্তাব করিলেন যে ইলিয়ট এণ্ড কোংর অস্তিত্ব বিলোপ ও স্বয়ং মিঃ ইলিয়ট নিরুদ্দেশ হওয়ায় হরবল্লভ বাবু যেরূপ সততা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অফিষের সমস্ত দায়িত্বভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার সমস্ত পাওনাদারদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা হইতে কিছু কিছু বাদ দিতে হইবে এবং তিনি ইহাও অঙ্গীকার করিলেন যে তাঁহার নিজের প্রাপ্য টাকা হইতে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে বাদ দিয়া হরবল্লভের ঋণ পরিশোধ করিবেন।

মিঃ রুসের এই কথা শুনিয়া সমাগত মহাজনগণও তাঁহার প্রস্তাবমতে নিজ নিজ হিসাব পরিশোধ করিতে হরবল্লভ বাবুকে শতকরা পঁচিশ টাকা বাদ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। অতঃপর হরবল্লভ বাবু সমস্ত মহাজনদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে এক দিন স্থির করিলে সকলে সেদিন আপনাপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

Prayer is the cable at whose end appears,
The anchor Hope, ne'er slipp'd but in our fears.

Quarles.

মিঃ ফেরী অকস্মাৎ হরবল্লভের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে সেই দুর্ঘটনা বিবৃত করিবামাত্র তিনি তাঁহার সহিত অবিলম্বে কলিকাতায় রওনা হইলে দেশমধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দু'দিনের মধ্যে তাহাদের অফিষ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা লোকমুখে দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ হলধরের সহিত সম্মিলিত হইয়া হরবল্লভের দুঃখে দুঃখিত হইয়া নানারূপ ক্ষোভপ্রকাশ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন কহিলেন, "দাদা ঠাকুর! আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আজকাল দেখিতেছি, অধর্ম্মেরই অভ্যুদয় হইয়া থাকে, নচেৎ হরবাবু দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে চিত্তনিবেশ করিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া পদে পদে এতদূর দুঃখ পাইবেন কেন? এই সেদিন তিনি অনুগত চারুচরণের মৃত্যুতে নিদারুণ শোক পাইয়া একেবারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হওয়ায় তিনি যে কি করিবেন তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। যিনি এখন আমাদের গ্রামের মধ্যে অর্থে, সামর্থ্যে, দয়াদাক্ষিণ্যে, পরহিতব্রতে সর্ব্বাগ্রণি ছিলেন, যাঁহার তেজোব্যঞ্জক তিরস্কারে পাপিষ্ঠ কাশিনাথ এখনও আমাদের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া থাকে, তাঁহার এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমা-

ের মানসম্ভ্রম, পশার প্রতিপত্তি একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ইহারই মধ্যে দুরাত্মা কাশিনাথ হরবাবুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য স্থানে স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন, সে দেশের মধ্যে রটাইয়াছে যে হরবাবু এক লাক বিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন, এস্থলে যেন কেহ তাঁহার বিষয় ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ না করে, হরবাবু জেল হইতে নিষ্কৃতির জন্য যে কোন মূল্যে তাহার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন।"

ইহা শুনিয়া হলধর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "গোপিনাথ! তোমরা যাহা শুনিয়াছ তাহা একেবারে ভিত্তিহীন মনে করিও না, সত্যসত্যই আমাদের কপাল পুড়িয়াছে, তোমাদের আমি বড় দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে হরবল্লভ আমায় টেলিগ্রাম করিয়াছে, যে তাঁহার সমস্ত জমিদারী বিক্রয় করিয়া যেন পঞ্চাশ হাজার টাকা অবিলম্বে যোগাড় করা হয়; নচেৎ তাহার মুখরক্ষা হইবে না, এই রবিবারের মধ্যেই টাকা চাই, আগামী সোমবারে সে তাহার অফিসের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কিন্তু অতি অযোগ্যের করে হরবল্লভ এ ভার ন্যস্ত করিয়াছে, আজ বৃহস্পতিবার, এখনও পর্য্যন্ত আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, যাহাকেই হরবল্লভের জমিদারী ক্রয় করিতে অনুরোধ করি, সেই কাশিনাথের প্ররোচনায় অধিক মূল্য দিতে স্বীকৃত হয় না, কেবল কাশিনাথের নিযুক্ত দালালেরা তাঁহার সমস্ত জমিদারীর মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চায়।"

ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ নামে আর এক ব্যক্তি কহিল, কি, কি বল্লেন দাদাঠাকুর! হরবাবুর সমস্ত জমিদারীর মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা? আমি জানি, তাঁহার এক রায়গড়ের "রামকুটী" জমিদারীর বাৎসরিক আয় পনর হাজার টাকার কম নয়।"

চণ্ডীদাস কহিল, "সোলতেপুরের হাঁসানগরের জমিদারীর আয়ও কম নহে, কর্ত্তা মশাই কত টাকা খরচ ক'রে যে সব রেওত বসিয়ে গেছেন, তারা এখন স্বেচ্ছায় দু'পয়সা বেশ দিয়ে যায়।"

হরিদাস কহিল, "তা বল্‌লে কি হয়, গরজ বড় বালাই, হরবাবুর এখন টাকার বিশেষ প্রয়োজন, যে রকমে হোক্ তাঁর মান রক্ষা করা ত চাই, কিন্তু কাশিনাথ কি পাষণ্ড বল দেখি, হরবাবুর বাপের দৌলতেই ওদের ঐ অত বিষয়, তার এ সময়েও এতটা শত্রুতা করা কি ভাল ?"

হল। ঐ দোষেই ত বাঙ্গালী উৎসন্ন যাইতেছে, যাহাকে দশে মানে, যাহার শৌর্য্য, বীর্য্য, মহানুভবতাপূর্ণ কার্য্য দেশের লোকের হৃদয় আকৃষ্ট করে, তাহার মানমর্য্যাদা উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য কাশিনাথের ন্যায়প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সততই প্রয়াস পাইয়া থাকে, দশে মিলিয়া একের নেতৃত্বাধীনে কার্য্য করিতে বাঙ্গালী আপনাকে অতিশয় লঘু মনে করে, এইজন্যই আমরা দিন দিন এতদূর অধঃপতিত হইতেছি। যাক্, এখন এবিষয় লইয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই, উপস্থিত তোমরা হরবাবুর ভূসম্পত্তি উচ্চদরে বিক্রয় করিতে চেষ্টা কর, আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কি করিতে পারি দেখি।" এই বলিয়া হলধর তাহাদের সহিত অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যেমন সৎপ্রকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ হরবল্লভ বাবুর স্বাপক্ষে নানাবিধ সহায়তার উদ্যোগ ও আয়োজন করিতেছিলেন, অপরদিকে তেমনি ক্রূরমনা কাশিনাথ নীচস্বভাবসম্পন্ন মতিলাল, বলাইচাঁদ ও দয়াময়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার বিপক্ষে নানাবিধ বিপদ্‌জনক ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কাশিনাথ হরবল্লভের ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের আভাস পাইয়া যাহাতে না তিনি ব্যতীত অন্য কোন খরিদ্দার হয়, এজন্য তিনি নানাস্থানে আপন অনুচর প্রেরণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন

করিতেছিলেন; তিনি হরবল্লভ বাবুর রায়গড়ের "রামকুটী" নামক জমিদারীর বিলক্ষণ আয়ের বিষয় অবগত ছিলেন, এক্ষণে উহা যাহাতে না তাঁহার হাতছাড়া হয় সেজন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া অত্রস্থ প্রধান রেওত রেজা খাঁকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি মতিলাল ও বলাইচাঁদকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। রায়গড়ের অধিকাংশ রেওতই মুসলমান। রামহরি বাবু স্বীয় কায়িক ও আর্থিক সাহায্যে রেজার পিতা লতিফ খাঁকে ঐ স্থানে বসবাস করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ উদ্যমে লতিফের প্রতি অতিশয় বিনম্র ও ভদ্রব্যবহারে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। লতিফ ও তাঁহার নিকটে সমধিক আদর অভ্যর্থনা পাইয়া তাঁহার উপদেশমতে কৃষিকার্য্যে পূর্ণোদ্যমে নিরত থাকিয়া বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। লতিফ রেজা খাঁকে সততই রামহরি বাবুর উপকার চিরকাল স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিতে ও তাঁহার বংশধরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও কৃতজ্ঞ থাকিতে উপদেশ দিত; সে রামহরি বসুর মৃত্যুর পর কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল।

রেজা খাঁ পিতার উপযুক্ত পুত্র, সে পিতৃস্বভাবানুযায়ী গুণে স্বীয় চরিত্রগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লতিফের মৃত্যুর পর রায়গড়ের সমস্ত মুসলমান অধিবাসী রেজা খাঁকে লতিফের ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। রেজা-ও আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে যথোচিত সম্মানরক্ষা করিয়া তাহাদের প্রীতিভাজন হইয়াছিল; বিশেষতঃ রেজা খাঁ লাঠিখেলায় অদ্বিতীয় ছিল,সে স্বীয় সম্প্রদায়িক ব্যক্তিমাত্রকেই আগ্রহের সহিত লাঠি খেলিতে শিখাইয়া বহুল শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিল। হরবল্লভ বাবু এই রেজা খাঁকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন, রেজা খাঁও তাঁহার অনুগত ছিল, সে হরবল্লভের জন্য প্রাণপাত করিতেও পশ্চাদ্পদ নহে। এইজন্য কাশিনাথ উপস্থিত সুযোগে তাহাকে বহু অর্থের প্রলোভন ও প্রীতির

নিদর্শন দেখাইয়া হরবল্লভের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে উত্তেজিত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান অনুচর বলাইচাঁদ ও মতিলাল এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আজ রেজা খাঁর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ স্তোতবাক্যে রেজা খাঁকে সন্তুষ্ট করিয়া বলাইচাঁদ কহিল, "ভাল করে বুঝে দেখ, আমার কথা শোন, এ সুযোগ ছেড়ো না, এমনটি আর হবে না।"

মতি। কখনও না, তুমি বুঝে দেখ, হরবল্লভ বাবু একেবারে নিঃসম্বল না হলে এ সব জমিদারী কখনও বিক্রী করত কি? বিশেষতঃ এত আয়ের "রামকুটী" বেচ্‌তে চাইত কি? তোমার মত সাহসী ও পরিশ্রমী ব্যক্তির এখন আর তার তাঁবে থাকা কোনমতে উচিত নয়—আর থেকেই বা কি লাভ হবে? আমাদের কাশি বাবু এখন ধনবলে রুদ্রপুরে সর্ব্বাগ্রণি ব্যক্তি, তিনি তোমার মত লাঠিয়ালের সহায়তা পেলে এ গ্রামে তাঁর সঙ্গে বিরোধ কর্‌তে আর কেউ সাহস কর্‌বে না।

বলাই। না, একদম না; আর কেই বা সাহস ক'রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে, যে কিছু বিবাদ সে কেবল ঐ হরবল্লভের জন্য, তা এইবারে তার দফা রফা হয়েছে।

রেজা খাঁ এই সকল কথা শুনিয়া কহিল, "তাইত, বড় বাবুর একেবারে এমন অবস্থা হ'ল। আহা, আমরা অনেকদিন হ'তে তাঁর নুন খেয়ে আস্‌ছি।"

"নুন খেয়ে তার অনেক গুণও ত গেয়েছ! তোমার বাপ এত পরিশ্রম না কর্‌লে কখনও ওদের উন্নতি হত কি? কিন্তু দেখ, একবার অবিচারটা দেখ, হরবাবু তোমার কোন হিল্লে করেছে কি? যাক্, সে জন্য তোমার দুঃখ নাই, এইবার কাশি বাবু এ জমিদারী কিন্‌লে তোমার একটা উপায় হবে, উপস্থিত তোমায় এই দু' হাজার টাকা

এনাম দিয়েছেন, পরে আরও বেশ দু' পয়সা পাবে।" ইহা বলিয়া মতি-লাল একটা টাকার থলি ঝপ্ করিয়া রেজা খাঁর সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

থলির ভিতর টাকাগুলি মধুরতর সুরে ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া রেজা খাঁ কহিল, "কি বল্‌ছেন আপনি, আমি গরিব চাষী লোক, অত টাকা কি করব? আর আমার দ্বারা আপনাদের কি উপকার হবে?"

শুনিয়া মতিলাল সেই টাকার থলি হইতে কতকগুলি টাকা ও মোহর বাহির করিয়া কহিল," এই দেখ, এ সব বাবু তোমায় দিয়েছেন, তোমায় বেশী কিছু কর্‌তে হবে না, আমরা জানি হলধর বামুন এই "রামকুটী" জমিদারী খুব বেশী দরে বেচ্‌বার জন্য খরিদ্দার ঠিক কর্‌ছে, কাশি বাবু ইহা কিন্‌বার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। যদি কেউ কাশি বাবুর চেয়ে বেশী দামে এ জমিদারী কিন্‌তে আসে, তাহ'লে তুমি তাকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিও; বলো যে আগে তোমার বাপের আমলে এ ক্ষেতে অনেক ফসল আবাদ হত, এখন আর সে সব হয় না, এই রকম দু'একটা মিছা কথা বলে সব খরিদ্দারকে ভাংচি দাও। আর তুমি মনে কর্‌লে কিনা কর্‌তে পার বল দেখি? এই নাও টাকাগুলো সব তুলে রেখে দাও, এখন যা বল্‌লেম বুঝেছ, কেমন?"

টাকাগুলি হস্তগত করিয়া রেজা খাঁ কহিল, "বুঝ্‌লেম, কিন্তু কথা-গুলো যে একদম্ ঝুটা।

বলাই। আরে হ'লেই বা ঝুটা, অমন দু-একটা ঝুটা কথা বলে যদি এতগুলি সাঁচ্চা টাকা পাওয়া যায়, তা হ'লে আমি অমন দুশো ঝুটা কথা বল্‌তে পারি।

রেজা। আজ্ঞে, আপনারা ভদ্দরলোক, সবই কর্‌তে পারেন, আমরা গরীব লোক, ঝুটা বাত বল্‌তে বড় সরম লাগে।

ইহা শুনিয়া মতিলাল ঈষৎ হাস্যসহকারে সস্নেহভাবে তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, "তা অমন প্রথমটা হয়, তবে দু'একবার রপ্ত হয়ে গেলে আর ও ভাবটা থাক্‌বে না, এখন তবে আমরা আসি, দোহাই তোমার ভাই সাহেব, আমাদের কথা যেন স্মরণ থাকে, এ সব জায়গা জমি কেনা হলে বাবু তোমায় আরও দু' হাজার টাকা দেবেন বলেছেন, আর এ রায়গড়ের চাষ আবাদের সমস্ত ভার তোমার হাতেই ন্যস্ত কর্‌বেন, তুমি ভেবো না, হরবল্লভ বাবুর আমলে যে অবস্থায় ছিলে, তার চেয়ে আমাদের বাবুর আমলে তুমি রাজার হালে থাক্‌বে, তবে এখন আমরা আসি, সেলাম!"

রেজা খাঁ একটু গম্ভীরভাবে কহিল, "সেলাম!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহানুভূতি

Know thou thyself, presume not God to scan,
The proper study of mankind is man.

আজ হরবল্লভ বাবু বাড়ী ফিরিয়াছেন, অফিসের সমস্ত ঋণ নিজস্কন্ধে লইয়া স্থির ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে ফিরিয়াছেন, এমন একটা বিপদজনক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, তথাপি তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা কোনরূপে হ্রাস-প্রাপ্ত হয় নাই। আজ তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সহসা কেহ যেমন বহু অর্থলাভ করিয়া মহোল্লাসে অকাতরে দীন দরিদ্রগণকে প্রচুর ধনরত্ন বিতরণ করিলে তাঁহার সেই দান-ধ্যানের বিমল খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হয়, তেমনি হরবল্লভ বসু অফিসের সমস্ত ঋণ বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ শিরে লইয়া আজ পথের ভিখারী হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার এই অসাধারণ ত্যাগের গুণগাথা আজ দেশদেশান্তরে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। মহানগরী কলিকাতার মহাজনেরা হরবল্লভের সততা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও সরল ব্যবহার অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হরবল্লভের সেই দায়িত্বজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইংরাজবণিক মিঃ হ্যারিংটন সেই আশি হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সকল হৃদয়বান্ ব্যক্তিদিগের সহানুভূতি কেবল তিনি নিজের চরিত্রবলেই লাভ করিয়াছিলেন। হরবল্লভের বাটীতে প্রত্যাগমন শুনিয়া গ্রামবাসীগণ তাঁহার সমীপে আসিয়া জনে জনে

দুঃখপ্রকাশ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হরবল্লভ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ আমার এ বিষম দুর্দ্দিনে আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম সুখানুভব করিতেছি।"

শুনিয়া হরিদাস নামে এক ব্যক্তি কহিল, "তাই ত হরবাবু! আপনার এমন বিপদ শুনিয়া আমরা প্রাণে প্রাণে বড়ই দুঃখ পাইতেছি, আপনার মুখ চাহিয়া রুদ্রপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা কাশিনাথের যথেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়নের হাত এড়াইতে কাতরভাবে, অশ্রুবিগলিতনেত্রে বসিয়া আছে। এক্ষণে আপনি এরূপ বিপদে পতিত ও ভূসম্পত্তি বিক্রয়ে ব্যস্ত দেখিয়া সে পাষণ্ড গ্রামের স্থানে স্থানে স্বীয় অনুচর পাঠাইয়া সকলকেই উহা ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছে, আর ঐ সমস্ত সম্পত্তি যাহাতে সে নিজে খরিদ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। দাদা ঠাকুর, কাল একজন খরিদ্দার ঠিক করিয়া কেবল আপনার "রামকুঠী" জমিদারীর মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা ঠিক করেছিলেন; কিন্তু ঐ কাশিনাথই তাহাকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া উহা খরিদ করিতে নিষেধ করিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া হরবল্লভ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, যদি সে আমার এরূপ অবস্থা জানিয়াও আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, আপনারা সেজন্য মনে কিছু ভয় পাইবেন না, ধৈর্য্য ধারণ করুন, সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে, সে সীমা অতিক্রম করিলে সকলেরই অধঃপতন অনিবার্য্য।"

গোপীনাথ কহিল, "আরও আমরা বিশেষরূপে অবগত হলেম, যে আপনার এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে কাশিনাথ বাবু গ্রামের নিম্নশ্রেণী অধিবাসীদিগকে আপনার বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছে, সেই যে আপনি

তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য পাপিষ্ঠ এই সকল আয়োজন করিতেছে। হায়, আমাদের অদৃষ্ট অতি মন্দ, নতুবা এ সময়ে আপনার এমন অবস্থা হইবে কেন?"

নরেন্দ্র কহিল, "শুধু ইহাই নহে, আপনার অবস্থা বিপর্য্যয়ে সে দুরাত্মা দ্বিগুণ উৎসাহে এবার দীন প্রজাদের উপর আরও অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে।"

হর। বুঝি সব, কিন্তু কি করি বলুন, উপস্থিত আর আমার কোন উপায় নাই, দেনার দায়ে আমি সর্ব্বস্বহারা হইতে বসিয়াছি। এই আগামী সোমবারে ঐ দেনা পরিশোধ করিবার দিন, ইহা আমি দশজন গণ্যমান্য সওদাগরদিগের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; যে রকমেই হোক্, আজ আমাকে টাকার যোগাড় করিতে হইবে। আজ প্রাতেই এখানে হলধর খুড়োর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি এখনও এলেন না কেন? তাঁহার উপর আমি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি, হায়! আমার জন্য না জানি তিনি কত কষ্ট করিতেছেন।

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় তথায় হলধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। হরবল্লভ কহিলেন, "আপনাকে দেখিয়া আমার ভরসা হইতেছে, কতদূর কি হইল?"

হল। হরবল্লভ! অতি অযোগ্য ব্যক্তিকেই তুমি এ মহৎ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছ, আমি অনেক চেষ্টা করেও তোমার জমিদারী ক্রয়াদরে ক্রেতা ঠিক করিতে পারি নাই, দুষ্টবুদ্ধি কাশিনাথের নিয়োজিত অনুচরগণ আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড করিয়াছে, এক্ষেত্রে কাশিনাথেরই জয় হইয়াছে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়াছি।

হর। তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি জানি কাশিনাথের ন্যায়

ধনবান্ ব্যক্তি আর কেহই এ গ্রামে নাই ; পূজ্যপাদ মিত্র মহাশয় বহু ক্লেশ, সহিষ্ণুতা স্বীকার করিয়া যে সমস্ত অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এখন কাশিনাথই সে সকলের একমাত্র অধিকারী। সে এখন অর্থগরিমায় স্ফীত হইয়া আপনাদের ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে মনকষ্ট দিয়া আমাদিগের পবিত্র হিন্দু সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এক্ষণে আমার কথা শুনুন, উপস্থিত তাহার সহিত বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া, আমার সমস্ত জমিদারী কাশিনাথকেই বিক্রয় করুন, সে ভিন্ন এ গ্রামে আর কাহারও এত অধিক টাকা সঞ্চিত নাই, শুদ্ধ যদি জমিদারীতে আমার আকাঙ্ক্ষিত টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই বসতবাটীও বিক্রয় করুন, আমি পরের নিকট ঋণমুক্ত থাকিয়া তরুতলবাসী হইলেও পরমসুখে কালযাপন করিব।

হরবল্লভের এই কথা শুনিয়া সকলেই অশ্রুসিক্তনয়নে একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, হলধর অতিশয় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আমার বড় দুর্ভাগ্য হরবল্লভ ! যে আজ আমি তোমার মুখে এ কথাও শুন্‌লেম। দেখ, একটা কাজ কর্‌লে হয় না, আমি কেবল তোমার পরামর্শের অপেক্ষায় আছি, একবার তোমার মত হ'লে আমি উচ্চ মূল্যে তোমার এ ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারি।"

হর। কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আপনাদের মতে আমার মতদ্বৈধ নাই, আপনারা সকলেই আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

হল। তোমার এই ভূ-সম্পত্তি বিক্রয়ের আভাস পেয়ে কলিকাতা হ'তে একজন দালাল এখানে এসেছে, তাকে এ সব বিক্রয়ের বিষয় খুলে বল্‌লে আমি তাকে অনেক বেশী মূল্যে তোমার জমিদারী বিক্রয় কর্‌তে পারি, কিন্তু এতে তোমার কোনও মতামত না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহার কাছে কোন কথার উত্থাপন করি নাই।

হর। অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন, হলধর খুড়ো! এ সব বিষয় বৈভব কার, ক'দিনের জন্য? টাকা আজ আছে, কাল নাই, হাতের ময়লামাত্র। কেহ কিছু এজগতে লইয়া আসে নাই, লইয়া যাইতেও পারিবে না; কয়দিনের জন্য এ সংসার? সকলই নশ্বর। কাশিনাথ আমার সহিত শত্রুতা সাধন করিলেও আমার পক্ষে তাহাকে ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না সে আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট, বিশেষতঃ আপনারা ত সকলেই অবগত আছেন, যে স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের সহিত বাবার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তিনি তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য না করিলে কাশিনাথ আজ এত অর্থের মালিক হইত না; আমার হস্ত হইতে এ সকল জমিদারী কাশিনাথের হস্তে যাইলে তবুও আমার বাবার নাম অনেক পরিমাণে বজায় থাকিবে, এ গ্রামের সম্পত্তি গ্রামেই থাকিবে, আর ঐ কলিকাতা হইতে সমাগত দালালকে এ সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলে উপস্থিত কিছু টাকা বেশী পাইতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে আমার মান-মর্য্যাদার বিষয়ে অনেক লাঘব হইবে। হয়ত, সেদিন আমি কলিকাতায় সওদাগরদিগের সমীপে এক কথায় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, তাঁহারা আমার বাক্যে সন্দিহান হইয়া, ঐ অনুচর পাঠাইয়া থাকিতে পারে, আমার অনুরোধ রাখুন, আপনি কাশিনাথকেই খরিদ্দার ঠিক করিয়া ফেলুন; আমি হৃষ্টচিত্তে তাহার প্রস্তাবিত মূল্যেই, তাহাকে আমার জমিদারী যথাবিধি লেখাপড়া করিয়া দিব। আমি এখন কোনরূপে ঋণমুক্ত হইলেই আশ্বস্ত হইতে পারি—আমি এখন বড় বিপন্ন।

হল। হরবল্লভ, ধন্য তুমি! বুঝ্‌লেম, তুমি সর্ব্বস্বান্ত হ'লেও এখনও হৃদয়ের দৃঢ়তা ও মনুষ্যত্বহারা হও নাই। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘায়ুলাভ করতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি স্থির করিয়া অধঃপতিত হিন্দু সমাজের

উন্নতিসাধন কর। আমি তোমার মন বুঝিবার জন্য ঐ কলিকাতা হইতে দালালের আগমনের কথা বলিয়াছিলাম, বস্তুতঃ এখানে কেহ আসে নাই, তবে তোমার মুখে এই বিষয়ে একটু আভাস পাইলেই আজ তোমার মহাজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সকল কথা কহিতাম, যা হোক্, এক্ষণে আর কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া এখনই কাশিনাথের নিকটে গিয়া আমি সমস্ত ঠিক করিতেছি। তোমার বসদ্বাটী বিক্রয় করিতে হইবে না, আমি কৌশলে নান্‌তেপুরের জমিদারী ব্যতীত অন্যান্য জমিদারী বাহান্ন হাজার টাকা দর ঠিক করিয়াছি।

হর। যথেষ্ট হইয়াছে, এ দুঃসময়ে ইহাও আমার পক্ষে আশাতীত; আপনার এ উপকারে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিলাম।

"কিছু না; হরবল্লভ! দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘায়ুলাভ করিয়া তোমার চরিত্রবলেই সর্ব্বত্র বিজয়ী হও।" এই বলিয়া হলধর সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৌ-মা

Oh ! how sublime a thing it is
To suffer and be strong. *Longfellow.*

"বৌ-মা, যা শুন্‌ছি এ সব কি সত্যি ?"

"হাঁ, মা ! যতদিন যাচ্ছে, ততই তাঁর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে উঠ্‌ছে, আমার কথা ছেড়ে দাও মা ! তিনি আমায় যতই হেনস্থ করুন না কেন, তাতে আমার কোনও দুঃখ নাই, পতিই রমণীর দেবতা, আমি সে দেবতার নিন্দা ক'রে কেন পাপের ভাগী হ'ব মা ?"

"তাইতো, ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল ? কর্ত্তা আমায় আগেই বলেছিলেন যে ও ছেলে হ'তে কখনও সুখী হ'তে পার্‌বে না, আমার এই তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর ক'দিন বাঁচ্‌ব ? এ সময়ে আমার এত কষ্টে মানুষ করা "কাশি"র আচরণ মনে হ'লে চোখ ফেটে জল আসে।"

"কেঁদো না মা ! তোমার এক ফোঁটা চোখের জল পড়্‌লে যে তাঁর বড় অমঙ্গল হবে, তোমার মুখে একটা অভিসম্পাতের কথা বা'র হলে যে তাঁর আর নিস্তার নাই মা ! যে সন্তান মা'র মায়া, মমতা, স্নেহ, কষ্ট, সহিষ্ণুতা ভুলিয়া, মা'র অবাধ্য হয়, সে "সন্তান" নাম ধারণের অযোগ্য।"

"বৌ-মা ! তুমি পরের মেয়ে বটে, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি তোমায় এক দণ্ডের তরেও তা মনে করি না, তুমি আমার ঘর আলো করা বৌ, দু' ছেলের মা হয়েছ বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার অজ্ঞাতে বা অমতে কখনও কোন কাজ কর নাই, নিজে আমি যতক্ষণ না কোন জিনিস তোমায় হাত তুলে দিয়েছি, ততক্ষণ তুমি তোমার মুখে

দাও নাই, তুমি বুদ্ধিমতী, এখন তুমি নিজের সংসার বুঝে, নিজে ঘর-কন্না কর মা! আমায় আর ও সব সংসারের কাজে জড়িয়ো না।"

"একি কথা বল্‌ছ মা! তুমি থাক্‌তে আমি এ সংসারের কে? তুমি আমায় যখন যা কর্‌তে বল, আমি তখনি তা পালন করি, সংসারের কাজ-কর্ম্ম আমি কি বুঝি মা! তুমি আমার কাছে থাক্‌লে, আমি যেন পাহাড়ের আড়ালে আছি বলে মনে হয়, আমি তোমার দাসী।"

"মা, তুমি আমার নামেও লক্ষ্মী, আর রূপে গুণেও যথার্থ লক্ষ্মী, ধন্য তোমার সহ্যগুণ, কাশি তোমায় দূর-ছাই কর্‌লে একবার ভাবি যে তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়েদি, কিন্তু তখনই আবার মনে হয় যে তোমায় ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌ব।"

"সেখানে গিয়েও আমি কি সুখে থাক্‌ব মা? বাপ আমায় কত আশা করে যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এ সব কথা বল্‌লে তিনি ওঁর উপর বিরক্তি ভিন্ন সন্তুষ্ট হবেন না, আর উনিও তাতে রাগ করে আবার কোনও কেলেঙ্কারী করে বস্‌তে পারেন, তার চেয়ে যাঁর সঙ্গে আমায় আজীবন ঘর কর্‌তে হবে, তিনি আমায় যতই অযত্ন করুন না কেন, সে সব সহ্য ক'রে, তাঁর পদানত হয়ে থাকাই ভাল বোধ করি, যদি কখনও তাঁর ভাল মন দেখি, তা হলে পায়ে ধরে এক-বার মিনতি করে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু মা! আমার সে আশাও দেখ্‌ছি বিফল হবে, সেই যেদিন তুমি বোস্‌ ঠাকুরের বিপক্ষে কাজ কর্‌বার জন্য তাঁকে বকেছিলে, সেইদিন হতেই তিনি আর ঘরে আসেন না, খেয়ে দেয়ে গিয়ে বাহিরে বাহিরেই রাত কাটাতে সুরু করেছেন।"

"আমি বুঝি সব, তুমি তার কথা আমার কাণে না তুল্‌লেও আমি নিজে ও সব খবর রাখি মা! আর রাখি বলেই আমার এত ভাবনা, যে হরবল্লভের বাপের দৌলতে আমাদের এত ঐশ্বর্য্য, তার অসময়ে

তাকে সাহায্য না ক'রে তার বিপক্ষে কাজ ক'রে কাশি যে বাপের নাম ডুবোতে বসেছে ; ছিছি ! কেন আমি এমন ছেলে পেটে ধরেছিলেম !"

অপরাহ্ণকাল, বেলা চারটা বাজিয়াছে, এমন সময়ে এক দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া শাশুড়ী ও পুত্রবধূতে পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল ; শাশুরীর নাম বিরাজমোহিনী, তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত কাশিনাথের জননী, এই পুত্রবধূ তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী—নাম লক্ষ্মীমণি।

তাঁহারা যখন উভয়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন,এমন সময়ে তথায় কাশিনাথ কিঞ্চিৎ সুরাপান করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীমণি একটু অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল, বিরাজমোহিনী বলিলেন, "কি বাবা, আজ মুখটা এত ভার ভার কেন ?"

কাশি। ভার ভার হবে না ত কি একেবারে তোমার কাছে দাঁত বার করে থাক্‌তে হবে ? আমায় এখন কত ভাব্‌তে হচ্ছে জান, আজ আমি হরবল্লভের রায়গড়, শোলতেপুর ও মাণিকগঞ্জের জমিদারী বাহান্ন হাজার টাকায় কিনেছি। এই দু'পুর বেলা হরবল্লভ দশজন ভদ্রলোকের সামনে যথাবিধি রেজেষ্টারী করে দিয়েছে, এখন আমায় সে সব দেখ্‌তে হবে, আগে শুধু টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তেম, এখন আবার জমিদারীর কাজও ঘাড়ে পড়্‌ল, এ সময়ে একটু ভারিক্কে হওয়া দরকার।

বিরাজ। কাজটা ভাল কর্‌লে না কাশি ! তুমি কি মনে কর্‌লে এ টাকাটা হরবল্লভকে এ দুঃসময়ে কর্জ্জ দিতে পার্‌তে না ?

কাশি। আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরামর্শ তোমার সঙ্গে কর্‌তে ভুলে গিয়েছি, তোমরা মেয়ে মানুষ, অত বাড়াবাড়ি করো না, যেমন আছ, তেম্‌নি থাক, আমার টাকা ত আর খোলার কুঁচি নয়, যে তাকে এক রাশ টাকা কর্জ্জ দেব, আর সে আমায় সমাজে অপদস্থ কর্‌বে, এবার আমি তাকে দেখে নেব, এখন ত সে পথের ভিখারী।

বিরাজ। সে কিরে কাশি! তোর কি একটু ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান নাই?

এই কথা শুনিয়া কাশিনাথ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাজমোহিনীর মুখের সমীপে তর্জ্জনি হেলাইয়া কর্কশস্বরে কহিলেন, "দেখ মা, তোমায় এখনও বল্‌ছি, তুমি মুখ সাম্‌লে কথা কও, আমি এখন আর তোমার ওরে, হারে" সম্বোধনের যোগ্য নই, আমি এখন একজন বিশিষ্ট জমিদার হয়েছি তা জান?"

তাঁহার এই চীৎকার শুনিয়া নলিনীবালার সহিত নগেন্দ্রনাথ তথায় প্রবেশ করিল। নগেন্দ্রনাথ কাশিনাথের পুত্র; বয়স সাত বৎসর, নলিনী নগেনের ভগ্নী, বয়স চারি বৎসরমাত্র। তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কাশিনাথের সেই রাগতভাব ও বিরাজমোহিনীর প্রতি সেই তর্জ্জনি প্রদর্শন করিতে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ কহিল, "বাবা, তুমি তোমার মার দুষ্ট ছেলে তাই মাকে ভয় কর না, আমাদের মা শিখিয়েছে যে মা-বাপের কখনও অবাধ্য হ'তে নাই, দুয়ো, তুমি বদ্ ছেলে।" তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া নলিনীবালা হাততালি দিয়া বলিল, "দুয়ো, বাবা বদ্ ছেলে।"

ইহা শুনিয়া কাশিনাথ অতিশয় বিরক্তিসহকারে নগেন্দ্রকে এক চপেটাঘাত করিলেন, তৎপ্রাপ্তে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজমোহিনীর নিকটে গেল; তিনি তাহার অশ্রু মুছাইয়া কাশিনাথকে কহিলেন, "ছি কাশি! তোর চেয়ে এ বালকেরও জ্ঞান আছে, তুই আমার পোড়া গর্ভের কুলাঙ্গার সন্তান।" এই বলিয়া নগেন্দ্র ও নলিনীকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাশিনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া আরক্তিমনয়নে দৃঢ়মুষ্টি উত্তোলন করতঃ, দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া, তাহার পশ্চাদনুধাবিত হওয়ায়, অন্তরালে অবস্থিতা লক্ষ্মীমণি অতি দ্রুতপদে আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত

হইলে কাশিনাথের সেই দৃঢ়মুষ্টি লক্ষ্মীমণির পৃষ্ঠে পড়িল। লক্ষ্মীমণি তাহাতে কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কহিল, "তুমি করছ কি বল দেখি? তুমি কার সঙ্গে এ কুব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছ? যাঁর মুখ হতে একটা অভিসম্পাতের কথা বার হলে তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, তুমি জ্ঞানী হয়েও তাঁর মনে কষ্ট দিচ্ছ? একবার এ পদাশ্রিতা দাসীর মুখ চাও, তাতে যদি তোমার দয়া না হয়, তা হ'লে তোমার স্নেহের নগেন্দ্র-নলিনীর মুখ চেয়ে কাজ কর, তুমি অমন বাহিরে বাহিরে থাক্‌লে নগেনের দশা কি হবে? কে তাকে লেখাপড়া শিখাবে? কিসে ওদের চরিত্র গঠন হবে? তোমার পায়ে ধরি, দাসীর মিনতি রাখ, মা'র সঙ্গে ও রকম ব্যবহার ক'রো না, উনি আর ক'দিন বাঁচবেন, এ সময়ে উনি যা বলেন শোন, ওঁর কথা ঠেলে বোস্ ঠাকুরের সঙ্গে আর ঝগড়া করো না।

কাশি। কি বিপদেই পড়লেম, ঘরে বাহিরে যেখানে সেখানে ঐ বোসেরই নাম। দেখ, ভাল চাও ত আমার কাছে আর ঐ বোসের নাম মুখে এনো না। সে আমার পরম শত্রু, সে কিনা দশে মিলে আমা হেন কাশিনাথকে এক ঘরে করতে চায়—কি স্পর্দ্ধা!

লক্ষ্মী। শত্রু কিসে নাথ! তিনি তোমার চরিত্র সংশোধন কর্‌বার জন্যই ও কথা বলেছেন; দশই নারায়ণ, দশজনে যাঁকে মানে, তুমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ কর কেন প্রভু? প্রাণেশ্বর! তোমার পায়ে পড়ি, দাসীর মিনতি রাখ, একবার ভবিষ্যৎভেবে কাজ কর, তোমায় এক ঘরে করলে আমাদের দশা কি হবে? আজ বাদে কাল নলিনীর বিয়ে দিতে তুমি কার কাছে দাঁড়াবে?

"দূর হও, এখন আমি তোমার এ সব কথা শুনতে আসি নাই," বলিয়া কাশিনাথ লক্ষ্মীমণিকে সজোরে ধাক্কা দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জোবেদা

Gentle and true, simple and kind was she,
Noble of mien, with gracious speech to all,
And gladsome looks, pearl of womanhood.

Sir Edwin Arnold.

আজ বলাইচাঁদ, মতিলাল ও দয়াময়ের বড় আনন্দ, কেন না তাহারা কাশিনাথকে হরবল্লভ বসুর জমিদারী কিনাইয়া দিয়া দু'পয়সা বেশ রোজগার করিয়াছে, অধিকন্তু তাহারা বুঝিয়াছিল যে কাশিনাথ জমিদারী-বিষয়কার্য্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এজন্য তিনি এখন তাহাদিগের হাতে কলের পুতুলের ন্যায় ঘুরিবেন, ফিরিবেন, চলিবেন। তাহাদিগের বিশেষ আনন্দ এই যে হরবল্লভের বড় বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজা, রেজা খাঁ, আজ কাশিনাথের অধীন হইয়া, তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। এই রেজা খাঁকে হস্তগত করিবার জন্য মতিলাল, বলাইচাঁদ ও দয়াময় ইতি-পূর্ব্বে প্রায়ই তাহার বাটীতে যাতায়াত করিয়া নানারূপে তাহাকে হর-বল্লভের বিপক্ষে উত্তেজিত করিত, রেজা খাঁ তাহাদের সে সকল প্রলোভনাদি উপেক্ষা করিয়া হরবল্লভ বাবুর আনুগত্য স্বীকার করিয়া-ছিল, কিন্তু কি জানি কি কারণে, রেজা খাঁ, আজ বহু অর্থলাভ করিয়া, হরবল্লভের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে আপন দলবলসহ পাপিষ্ঠ কাশিনাথের সহিত মিলিত হইল। ইহাতে রায়গড়ের অধিকাংশ প্রজা রেজা খাঁর উপর অন্তরে অন্তরে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহার অনুচরবৃন্দ তাহাকে এই কার্য্যে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু রেজা খাঁ কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করে নাই, তাহার অনুচরেরা তাহাকে সর্দ্দার

বলিয়া যথোচিত ভয়, ভক্তি ও মান্য করিত, এ নিমিত্ত তাহারা তাহার প্রস্তাবেই কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। এ সংবাদ রেজা খাঁর অন্তঃপুরেও প্রচারিত হইল; রেজার দুই স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রীর নাম জোবেদা, দ্বিতীয়া জোহেরা। রেজা খাঁ প্রথমে জোবেদার পাণিগ্রহণ করে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তাহার কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায় রেজার পিতা জোহেরার সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ দেয়। এক্ষণে এই জোহেরার গর্ভে রেজা খাঁ একটি পুত্র ও এক কন্যালাভ করিয়াছিল; কন্যার নাম সকিবা, বয়স পাঁচ বৎসর, পুত্র নাসিরুল্লা, বয়স আট বৎসর। অতি অল্প দিন হইল রেজা খাঁর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, জোবেদাই এখন সংসারের গৃহিণী, জোহেরা তাহাকে আপনার বড় ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিত, সতীন হইলেও তাহাদের পরস্পরে বেশ সদ্ভাব ছিল। জোবেদা অতিশয় বুদ্ধিমতী, সে রেজা খাঁর উপস্থিত আচরণে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ধা হইয়াছিল, তাই আজ সে রেজা খাঁকে আপন শয়নকক্ষে আনাইয়া দু'একটি প্রাণের কথা বলিতেছিল, রেজা খাঁ শুনিয়া বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "জোবেদা, জোবেদা, তুমি একি বল্‌ছ?"

জোবেদা কহিল, "শুধু তোমার মুখ চেয়ে আমি একথা বল্‌ছি না, আল্লার কিরে, স্বামি, তোমার বংশরক্ষার জন্য, তোমার সংসারের মঙ্গলের জন্য, তোমার বাপের মানমর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তোমার প্রভুভক্তি ও দুর্দ্দান্ত প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, তোমার পায়ে ধরে বলি, তুমি তোমার মতি স্থির কর, অন্নদাতা প্রতিপালক বড় বাবুর বিপক্ষে কোন কাজ করো না। একবার তোমার বাপ মায়ের সেই মৃত্যুকালীন উপদেশ মনে কর, তাঁদের রক্ত তোমার দেহের প্রতিশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে, তাঁদের আশীর্ব্বাদে আজ তুমি গ্রামের মধ্যে একজন পরাক্রমশালী সর্দ্দার

ব'লে অভিহিত ; তুমি বুদ্ধিমান্, অধিক কথা তোমায় আর কি বল্‌ব, বড় বাবুর দুঃসময়ে তুমি নূতন জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করো না, বড় অধর্ম্ম হবে, এই দুষ্কার্য্যে দেশময় তোমার কলঙ্ক রট্‌বে। তোমার উন্নত-শির অবনত হবে।"

রেজা। কি করব জোবেদা, এ নূতন জমিদার আমায় অনেক টাকা দিয়েছে, তাঁর ইচ্ছা আমি যেন কোন রকমে আর বড় বাবুকে সাহায্য না করি, অনেক ভেবে-চিন্তে আমি টাকাগুলো হাতছাড়া করা উচিত নয় মনে করেছি, টাকা থাক্‌লে অনেক কাজ হতে পারে।

ইহা শুনিয়া জোবেদা অত্যন্ত রাগান্বিতা হইল, সে গর্ব্বিতহৃদয়ে কহিল, "টাকাই কি তোমার এত অধিক প্রিয় সামগ্রী বোধ হইল? তোমার কি একটা ধর্ম্ম নাই? তুমি মুসলমান, ইস্‌লাম ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করো না, যাঁহারা তোমার পিতৃপুরুষের দুর্দ্দশা ঘুচাইয়া অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাঁহাদের অনুগ্রহে আজ তুমি মুসলমানসমাজে এত দূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছ, তাঁহাদের বিপক্ষে কাজ করিবার কল্পনাতেও মহাপাপ, দাও তুমি ওসব টাকা তোমার নূতন জমিদারকে ফিরে দাও, দিয়ে চল, আমরা এ স্থান ত্যাগ ক'রে বড়বাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি।"

রেজা। না জোবেদা, তার এ সময় নয়, এখন আমায় অনেক কাজ করতে হবে, এ সব টাকা ছাড়্‌লে বোধ হয় আর পাব না।

জোবেদা। তবে কি টাকাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী? তা যদি হয়, তা হ'লে তুমি এই টাকার জন্য তোমার পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মও ত্যাগ কর্‌তে পার? টাকার জন্য বোধ হয়, তুমি আমাকে, জোহেরাকেও ত্যাগ কর্‌তে কুণ্ঠিত নহ? বুঝ্‌লেম, তোমার চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তুমি বড় বাবুর বিপক্ষে কাজ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ।

রেজা। আল্লার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগতের এ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা সকলেই কর্ম্মের অধীন। লোকে আমায় যা বলে বলুক, তাতে কোন ক্ষতি নাই, যে কার্য্যে আমি অগ্রসর হয়েছি, তাহা সমাধা করতে যদি আমায় তোমাদেরও ত্যাগ করতে হয়, তাহাতেও আমি যথার্থ কুণ্ঠিত নহি।

জোবেদা। তবে তুমি নূতন জমিদারের দলে মিশ্‌তে একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছ ?

রেজা। এক রকম তাহাই বটে।

জোবেদা। তবে দাও, আজ হ'তে তুমি আমায় বিদায় দাও, শুনেছি স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, অর্দ্ধ অঙ্গ আজ বড় বাবুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হলেও অপর অর্দ্ধাঙ্গ তাঁহার স্বাপক্ষে থাক্‌বে; আজ হ'তে আমি বড় বাবুর পক্ষ গ্রহণ করলেম,তুমি আমায় বিদায় দাও, আমি জোহেরাকে বুঝিয়েছি, সে তোমার সংসার নিয়ে থাক্‌বে, যদি তোমার কখনও মতের পরিবর্ত্তন দেখি, তবে আবার এ সংসারে আস্‌ব, নচেৎ আর না, এই বিদায়ই শেষ বিদায়।

জোবেদার মুখে এই কথা শুনিয়া রেজা খাঁ ক্ষণকালের জন্য বিস্মিতভাবে এক দৃষ্টে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "তা কি তুমি পার্‌বে জোবেদা ?"

"কেন পার্‌ব না, তা যদি না পারি, তবে কি বৃথা আমি এতকাল তোমার শিষ্যা হ'য়ে কালযাপন করলেম, বৃথা কি বাল্যকাল হ'তে বাবা আমায় সুশিক্ষা দিয়েছেন, আমি মুসলমান কন্যা, ধর্ম্মাশ্রিতা, ভয় আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না, তুমি অধর্ম্মাচারী। স্বামী যদি বিপথগামী হয়, তা হ'লে সেই অধঃপতিত স্বামীর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় ? স্থির জেনো, ধর্ম্মবলই মানবের মহাবল। যদি

আমার স্বধর্ম্মে ও তোমার পদে মতি থাকে, তাহ'লে আমি সর্ব্বত্রই সফলকাম হব, তোমার অধর্ম্মজনিত নিজ বাহুবল, লোকবল, উৎসাহ, উদ্যম, ধর্ম্মের সংস্পর্শে ক্ষণেকেই ছিন্ন ভিন্ন হবে।" এই বলিয়া জোবেদা রেজা খাঁর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিল।

"তবে যাও জোবেদা! আমি তোমায় হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ধর্ম্মবলে সর্ব্বত্র জয়ী হও। এক্ষণে আমি তোমায় এই টাকা দিচ্ছি নাও, ইহা তোমার আবশ্যকমতে ব্যয় করবে।" এই বলিয়া সে জোবেদাকে একটি মোহরপূর্ণ ছোট থলি প্রদান করিল। জোবেদা তাহা গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা সহকারে কহিল, "টাকায় আমার আবশ্যক কি? অর্থই যত অনর্থের মূল।"

রেজা। তা হলেও যে কার্য্যে তুমি অগ্রসর হয়েছ জোবেদা! তাহাতে সফলকাম হ'তে হ'লে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন; এই টাকায় তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত থাকবে।

ইহা শুনিয়া জোবেদা আর কোন কথা না কহিয়া রেজা খাঁর প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৌরী-দান

> Do not think that what is hard for thee to master is impossible for man; but if a thing is possible and proper to man, deem it attainable by thee. *M. Aurelius.*

আজ হরবল্লভের সব ফুরাইয়াছে, তুইদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মহাজনদিগের নিকটে ঋণগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু আজ আর নয়। তুইদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার বলিয়া আখ্যাত হইতেন, কিন্তু আজ আর নয়। এ জগতে সকলই অনিত্য; পাঠক! ঐ যে আপনি দৈহিকবলের গরবে আপনার অধীন তুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া আপনাকে একজন মহাপরাক্রমশীল ব্যক্তি মনে করিতেছেন, ও বল ক'দিনের জন্য? আর পাঠিকা ঠাকুরাণি! ঐ যে আপনি সুন্দর নশ্বর অঙ্গ সৌষ্ঠবের গুণগরিমার উৎফুল্ল হইয়া, আপনার প্রাণপ্রিয় পতির সমীপে অভিমান করিয়া, নাসিকায় দোতুল্যমান্ (প্রিয় অলঙ্কার?) "নথ" নাড়া দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসেন, ও সুন্দর গঠনাকৃতির স্থায়িত্ব কতক্ষণের জন্য, তাহা কি একবার ভাবিয়াছেন? ঐ যে আপনাদের অদূরস্থ পুষ্পোদ্যানে "গোলাপ" সুন্দরী কিশলয়শিরে প্রস্ফুটিত হইয়া, আপন গরবে হেলিয়া তুলিয়া, দশদিকে পরিমল বিতরণ করিতেছে, উহার অস্তিত্ব কতক্ষণের জন্য? আজ যাহার সৌরভে বিমোহিত হইয়া, মকরন্দলোভে প্রমত্তচিত্তে মধুকরনিচয়, দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া উহার আশে পাশে ঘিরিয়া বসিতেছে,

ইহা কতক্ষণের জন্য? মধু ফুরাইলে যে যাহার স্থানে উড়িয়া যাইবে, দুই দিন পরে ঐ সৌন্দর্য্যময়ী ফুলের পাব্‌ড়িনিচয় এক-একটি করিয়া ঝড়িয়া পড়িবে, কালে উহার কোনও অস্তিত্ব থাকিবে না, কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা যে হৃদয়গ্রাহী পরিমল বিতরণ করিয়াছিল, তাহা কখনও এ জগত হইতে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাইবে না, আপনাদের ঐ ক্ষণভঙ্গুর অচিরস্থায়ী রূপবল, দৈহিকবল,ঘোর ঘন মেঘাচ্ছন্নময় নভস্তলে সৌদামিনীসদৃশ ক্ষণেকেই বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু আপনাদের জীবদ্দশায় যে সকল কার্য্য সমাধান করিয়া যাইবেন, তাহারই যশাযশ লোকপরম্পরায় দূর দূরান্তরে বিঘোষিত হইবে।

হরবল্লভ বসু এ সকল বিষয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবনে কখনও অসদ্‌ভিপ্রায় মনের মধ্যে স্থান দেন নাই এবং এইজন্যই তিনি আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও পরের নিকটে ঋণমুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, উপস্থিত তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কিরূপে সংসার-কার্য্য পরিচালনা করিবেন, এই ভাবনায় আকুল হইলেন। হরবল্লভ অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন, তিনি জননীর পরামর্শ ভিন্ন সংসারের কোনও কার্য্য করিতেন না, তাই তিনি আজ ভগ্নহৃদয়ে কলিকাতা হইতে আসিয়া, এ দুর্দ্দিনে সর্ব্বাগ্রে মাতার চরণ দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া কহিলেন, "মা! মা! এ আমার কি হ'ল মা?"

হরবল্লভের উদ্বেলিত হৃদয়ের এই কথাগুলি তাঁহার জননীর, মানদাসুন্দরীর, প্রাণে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। বালক যেরূপ খেলিতে খেলিতে কোন একটা বিভীষিকা দেখিয়া ভীত ও ত্রস্তভাবে মায়ের কোলে ছুটিয়া আসে, সেইরূপ হরবল্লভও আজ এই কর্ম্মমালা পরিপূর্ণ সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নানারূপ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া

তাঁহার মায়ের কোলে ছুটিয়া আসিয়া বলিতেছিলেন, "মা! মা! এ আমার কি হ'ল মা?"

মানদাসুন্দরী পুত্রকে এপ্রকার হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া কহিলেন, "ভাবনা কি বাছা! যে পথে তুমি অগ্রসর হয়েছ,তা হ'তে কখনও বিচলিত হয়ো না, জেনো, ধর্ম্মই মানুষের প্রধান অবলম্বন। ধন, জন, অর্থ, সামর্থ্য এ সব ক'দিনের জন্য? তুমি যে আজ তোমার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে ঋণমুক্ত হ'য়ে গৃহে ফিরেছ, ইহাতে আমি বড় সুখী হয়েছি; তুমি ধর্ম্মপথে থাকলে ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন।"

হরবল্লভ তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "মা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার প্রদর্শিত ঐ ধর্ম্মপথ হইতে কখনও বিপথগামী না হই। কিন্তু মা! আর আমি কিসে বুক বাঁধিয়া রাখি? একে একে আমার যত আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম সব বিনষ্ট হইতেছে; প্রাণের ভাই চারুচরণ গেল, বাবার পরম হিতকারী ইলিয়ট সাহেব গেলেন, বিষয়-সম্পত্তি সব গেল, আবার শুনিতেছি রায়গড়ের জমিদারীর সহিত আমাদের পরম বিশ্বস্ত ও অনুগত রেজা খাঁ ও আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে; কাশিনাথ, বহু অর্থ ও প্রলোভন দেখাইয়া, রেজা খাঁকে আমার বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছে। আমার এ দুর্দ্দিনে কাশিনাথ, আমাদের সহিত বিষম শত্রুতা সাধন করিতেছে, এখন রেজা খাঁ তাহার প্রধান সহায়।"

মানদা। হরবল্লভ! কি ছার রেজা খাঁর কথা তুমি বল্‌ছ? এ সময়ে তোমার কন্যা, স্ত্রী, এমন কি আমিও যদি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করি, তথাপি তুমি যে পথে অগ্রসর হয়েছ, তা হ'তে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না, এ জগতে ধর্ম্মই সত্য ও সার জানিবে।

হর। তোমার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; এখন আমি নিজের

জন্য বড় ভাবি না, তোমার ও শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমি ঋণমুক্ত হয়েছি, কিন্তু মা! আমাদের গৌরীর কি হবে? তুমি জান, বাবা আমায় ওর জন্মের সময় বড় সাধ করে "গৌরী" নাম রেখেছিলেন, আর ওর আট বৎসরে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের ফললাভ করবেন বলেছিলেন, তাঁর অকালমৃত্যুতে এ আশা পূর্ণ হয় নাই, তাই তিনি রোগশয্যায় শুয়ে আমাকে ঐ আট বৎসরে গৌরী-দান করতে প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিলেন, আমিও তাঁর মতে গৌরী-দান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেম, তখন ত একদিনের জন্যও ভাবি নাই, যে আমার অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। কি হবে মা! উপস্থিত এ গৌরী-দান করতে না পার্‌লে, আমার প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে না, এদিকে আর বেশী দিনও নাই, দু' মাস পরেই গৌরী আমার আট বৎসরে পড়্‌বে।

মানদা। ঘোষেদের বাড়ী হ'তে যে সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল, তার কি হ'ল?

হর। সে আশা এখন দুরাশামাত্র, আমার এ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, শ্যামচরণ বাবু গৌরীর সঙ্গে তাঁর ছেলের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হ'লেও, এখন আর সে অঙ্গীকার পালন করতে রাজি নহে, তিনি আমায় ব'লে পাঠিয়েছেন যে উপস্থিত তিন হাজার টাকা নগদ না দিলে, তিনি আমার মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিবাহ দিবেন না। মা! তিন হাজার টাকা যোগাড় করা ত অনেক দূরের কথা, এখন আমার তিন শত টাকা একেবারে যোগাড় করাও দুঃসাধ্য। আজকাল আমাদের দেশময় পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের যে নীচ ঘৃণিতপ্রথা প্রচলিত হয়েছে, তাহা সহজে বিলুপ্ত হইবার নয়। তাহার উপর কাশিনাথ আমার বিপক্ষে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিতেছে, এ অবস্থায় আমার "গৌরী-দান" করা মহা

"বাবা! আমাদের বাড়ী দুটী মেয়ে মানুষ এসেছেন।"

[গৌরী-দান—৫৩ পৃঃ

LAKSHMIBILAS PRESS.

চিন্তার বিষয়। বুঝি—আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেম না—পিতা, কোথায় তুমি—স্বর্গে—এ অধম সন্তানকে ক্ষমা কর।

মানদা। কোন চিন্তা নাই, হরবল্লভ! তুমি কোনও দীনদরিদ্র ঘরের একটি চরিত্রবান্ ছেলের সন্ধান করে গৌরী-দান কর; স্থির জেনো —মানুষের অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, গৌরীর ভাগ্যে সুখ থাক্‌লে, সে কোন দীনদরিদ্রের ঘরে পড়্‌লেও সুখী হবে। তার জন্য তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না; ভেবে দেখ, বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তী পুণ্যবান্ ঐশ্বর্য্যশালী নলরাজাকে পতিত্বে বরণ কর্‌লেও তাঁকে কিনা কষ্ট সহ্য করিতে হয়েছিল? জনক রাজা সীতাকে রামচন্দ্রের করে সমর্পণ কর্‌লেও সীতাদেবী কিনা দুঃখ পেয়েছিলেন? আবার এদিকে দেখ, রাজনন্দিনী পুণ্যবতী সাবিত্রী, দীন দুঃখী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ কর্‌লেও, আপন অদৃষ্টগুণে রাজ-রাণী হয়েছিলেন। গৌরীর জন্য কিছু ভেবো না, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর, ধর্ম্ম তোমার সহায় হবেন।

হর। তোমার কথামত কাজ করা ভিন্ন আমার অন্য কোনও উপায় নাই; কিন্তু এখন যে দিনকাল পড়েছে—তাতে অল্প পয়সায় সুপাত্র পাওয়া বড়ই দুষ্কর। আমাদের দেশের যে সকল ধনবান্ ব্যক্তি বিদ্যমান্ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কাশিনাথের ন্যায় দাম্ভিক ও চরিত্রশূন্য, তাঁহারা অর্থবলে সমাজ-বিগর্হিত ও অধর্ম্মজনিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে, দিন দিন দেশের ও সমাজের অনিষ্টসাধন করছেন।

মাতা পুত্রে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে তথায় হরবল্লভের [illegible] বর্ষীয়া কন্যা গৌরী আসিয়া কহিল, "বাবা! আমাদের বাড়ী দুটী মেয়ে মানুষ এসেছেন, তাঁরা আপনাকে খুঁজ্‌ছেন, দেখ ঠাকুর মা, তাঁদের মধ্যে একটি বেশ বৌ এসেছে, মা একবার তোমাকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বল্‌লে।"

ইহা শুনিয়া হরবল্লভ বাবু একবার মানদাসুন্দরীর মুখের প্রতি চাহিলেন, তাঁহার মাতাও পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "হরবল্লভ! তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, বৌমা ডাক্‌ছে, একবার দেখি, কে এসেছে।" অতঃপর তিনি গৌরীকে কহিলেন, "আয় দিদি, কে এসেছে, দেখাবি চল্; দেখ্, বুঝি বা ওরা তোর বিয়ের কথা ঠিক কর্‌তে এসেছে।"

"যা, তোমার মুখে খালি ঐ কথা।" এই বলিয়া গৌরী ঈষদ্ধাস্য করিয়া তাহার ঠাকুর মায়ের সহিত আগন্তুক স্ত্রীলোকের নিকটে গেল। হরবল্লভ বাবুর নিকটে অনেক দীনদুঃখী অনাথা স্ত্রীলোক ও সহায় সম্পত্তিহীন পুরুষ, কেহ বা জঠরজ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া, অন্নের সংস্থান করিবার আশায়, কেহ বা কন্যার উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিতে না পারিয়া কিছু অর্থ পাইবার প্রত্যাশায়, কেহ বা বিপদে অধৈর্য্য হইয়া কেবল দুই একটি সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য, সময়ে সময়ে আসিত, তিনিও তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উপদেশ দান করিয়া, আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহার এই দুর্দ্দিনে ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়ের আগমনে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, "জগদম্বে! এ আবার কি খেলা খেলিতেছ মা! এখন আমি গৌরীর বিবাহের ভাবনায় চিন্তাগ্রস্ত, তাহাকে অষ্টমবর্ষে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকটে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তাহা কিরূপে পালন করিব? আমি কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি! আর আমার এ হেন অট্টালিকায় বসবাস করা শ্রেয়ঃ নয়। এ নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া যদ্যপি আমার আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তির সামান্যরূপ সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ কি? তারা! মুখ রেখো মা! জীবনে যেন কখনও আশ্রিতকে

আশ্রয়দানে বঞ্চিত না হই।" এইরূপে যখন হরবল্লভ বাবু আপনার অবস্থা সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতেছিলেন, এমন সময়ে মানদাসুন্দরী এক বৃদ্ধা নারী ও একটি যুবতীর সহিত তথায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "হরবল্লভ! আজ এই স্ত্রীলোক দুটী তোমার সাহায্য পাইবার জন্য এখানে আসিয়াছে, ইহারা আমাদের রায়গড়ের এক ঘর প্রজা ছিল, এখন উহা কাশিনাথের হাতে পড়ায় ইহারা নানা রকম অত্যাচারের ভয়ে সেখান হ'তে পালিয়ে এসেছে, আমি এদের এখানে আশ্রয় দিয়েছি, তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, যাতে আমার এখন মুখ রক্ষা হয়, তাহা কর।"

এই কথা শুনিয়া হরবল্লভ বিস্মিতনেত্রে আগন্তুকদিগের প্রতি ক্ষণকাল নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "রায়গড়ের জমিদারীতে কাশি বাবুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তোমরা সে স্থান ত্যাগ করিয়াছ?"

বৃদ্ধা। হাঁ, বাবা, শুধু আমরা কেন, অনেকেই সে স্থান হ'তে চলে আস্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছে; আমাদের অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাই সে দিন আমার স্বামী কলেরা রোগে মারা গেলেন, একটিমাত্র ছেলে, বিদেশে আসামের চা বাগানে কাজ করে, কর্ত্তা মারা গেলে পর সে এখানে এসেছিল, এখন সে ছুটি আন্‌বার জন্য আবার আসামে গিয়েছে, এই মেয়েটী আমার পুত্রবধূ, পাষণ্ড জমিদার বাবু আমাদের এইরূপ অসহায়া দেখে, আমাদের বাড়ী একদিন গিয়েছিলেন ও আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, তারপর তাঁর স্বভাবচরিত্র দেখে শুনে তাঁর উপর আমার সন্দেহ হয়, পাড়ার লোকে আমায় অনেক রকম আশঙ্কার কথা বলে, কিন্তু কি করলে আমি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পাব, তা ঠিক করতে না পেরে বড়ই ব্যাকুলা হয়েছিলেম, এমন সময় উপেন্দ্রনাথ নামে একটি যুবক আমাদের "মা" সম্বোধন

ক'রে আপনার বাড়ীতে রেখে গেল, আপনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, আমার এই পুত্রবধূর মান-মর্য্যাদা, কুলগৌরব এখন আপনি রক্ষা করুন, মা আমায় অভয় দিয়েছেন, তিনি এখন আপনার মুখ চেয়ে আছেন, আপনি দয়া করুন, অনাথাদিগের সহায় হ'ন, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া হরবল্লভ একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, "হায় কাশিনাথ! তুমি যে এতদূর অধঃপতিত হইয়াছ, তাহা আমি জানিতাম না, অর্থবলই তোমার এ অধঃপতনের হেতু, তুমি হিন্দু, বিশেষতঃ প্রবল প্রতাপসম্পন্ন জমিদার, তুমি কোথায় অনাথা ও অসহায়াদের সহায়তা করিবে, না তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ? হায়! যদি বঙ্গের প্রত্যেক ধনকুবেরগণ স্বধর্ম্মে ও সৎকর্ম্মে নিরত থাকিয়া স্বদেশের ও স্বজাতীয় উন্নতির জন্ম চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী আজ এতদূর পর-পদানত হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? এই অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীকে আশ্রয় দান না করিলে, ইহার বিষম বিপদের সম্ভাবনা, আর আমার বাটীতে আশ্রয় পাইলে, দুশ্চরিত্র কাশিনাথ আমার সর্ব্বনাশসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিবে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? এ নশ্বর জীবন একদিন-না-একদিন লয়-প্রাপ্ত হইবে। জলবিম্বপ্রায় এ সংসারসাগরে ক্ষণেকের তরে প্রকাশ-মান হইয়াছি, আবার ক্ষণেকেই বিলুপ্ত হইব। আমার সর্ব্বনাশ হয় হোগ্, ভবিষ্যের দিকে লক্ষ্য করিবার আবশ্যকতা নাই, বর্ত্তমানে আমার পুণ্যময় মহৎকার্য্য সম্মুখে উপস্থিত, আশ্রিতপালন মহাধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে কথিত। আমি হিন্দু—আশ্রিতকে প্রতিপালন করিব। মা যাহাকে অভয় দিয়াছেন—আমি তাঁর সন্তান—মা'র এ অভয়বাক্যে আমার দ্বিরুক্তি করিবার আবশ্যকতা কি?"

হরবল্লভ বাবুকে এইরূপে চিন্তিত দেখিয়া মানদাসুন্দরী কহিলেন, "কি ভাবৃছ হরবল্লভ! তোমার কোন চিন্তা নাই, ভয় কি? আশ্রিত পালনই গৃহস্থের মহাধর্ম্ম, তুমি হেলায় এ পুণ্যলাভে পশ্চাদপদ হয়ো না।"

ইহা শুনিয়া হরবল্লভ যেন সুপ্তসিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, "না মা! আমি এ কার্য্যে কোনরূপে ভীত বা চিন্তিত নহি, তুমি যাহাকে অভয় দিয়াছ, সে আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যতক্ষণ আমার ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ আমি ইহাদিগের মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম।" এই বলিয়া সমাগতা বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, আজ হ'তে তুমি আমার জননীর ন্যায় এ দীনের আলয়ে থাক, আর তোমার পুত্রবধূকে আজ হ'তে আমি আমার কন্যা গৌরীর ন্যায় জ্ঞান করিব; এক্ষণে তোমাদের কোন চিন্তা নাই।"

এই সময়ে তথায় গৌরী আসিয়া কহিল, "হাঁ, বাবা! তুমি আমার নাম ক'রে কি বল্‌ছিলে? আমাকে ডাক্‌ছিলে কি?"

হর। হাঁ, আজ হ'তে তুমি ঐ মেয়েটীকে তোমার দিদিদের মত জান্‌বে, যাও মা! তোমার কোন ভাবনা নাই, আজ হ'তে তুমি আমার কন্যা সমতুল্যা।

আগন্তুক বৃদ্ধার পুত্রবধূর নাম কাঞ্চনলতা, সে এতক্ষণ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে হরবল্লভ বাবু তাহাকে কন্যা সম্বোধন করিলে সে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিল, "বাবা, আমি বড় দুঃখিনী, অতি শৈশবেই পিতৃহীন হয়েছি, কিন্তু আজ আমি আপনার নিকটে এই স্নেহ সম্ভাষণ পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীতা হলেম, ঈশ্বর আপনার সর্ব্বতোভাবে সহায় হউন।"

হর। মা! আজ আমি তোমাদিগকে আশ্রিতরূপে পাইয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিতেছি। গৌরী! যাও মা! তুমি তোমার দিদির সঙ্গে খেলা কর্‌গে।

ইহা শুনিয়া গৌরী সাদরে কাঞ্চনলতার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

তাহারা প্রস্থান করিলে পর হরবল্লভ বাবু বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা! বলিতে পার, কোন্ উপেন্দ্রনাথ নামে যুবক তোমাদের এখানে রেখে গিয়েছে, সে কোথায় থাকে?"

বৃদ্ধা। তাকে আমরা আদৌ চিনি না, আমরা যখন নূতন জমিদার বাবুর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভাব্‌ছিলেম, তখন সে হঠাৎ আমাদের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লে, যে "তোমার পুত্রবধূকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবার জন্য কাশিনাথ বাবু আয়োজন করেছেন, তোমরা শীঘ্র আমার সহিত পালিয়ে এস, আমি তোমাদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসি।" তার কথা শুনে ও ভদ্রব্যবহারে তার উপরে আমার ভক্তি হ'ল, আমি তাকে বিশ্বাস ক'রে আমার ঘর বাড়ী ছেড়ে তার সঙ্গেই আপনার বাড়ী এসেছি।

হর। তারপর সে তোমাদের এখানে দিয়ে কোথায় গেল?

বৃদ্ধা। তা বল্‌তে পারি না।

হর। কে সে উপেন্দ্রনাথ? আমার হিত না অহিতাকাঙ্ক্ষী!

"যেই হোক, তুমি নির্ভয়ে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ক'রে আপন কর্ত্তব্য কাজ কর।" এই বলিয়া মানদাসুন্দরী বৃদ্ধাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-ব্যবসা

Neither a borrower nor a lender be,
For loan oft loses both itself and friend,
And borrowing dulls the edge of husbandry.

Shakespeare.

"তারপর।"

"তারপর আবার কি? আমিও হরবল্লভ বাবুকে বলে পাঠিয়েছি, যে নগদ তিন হাজার টাকা চাই, তবে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিব। আহা! আমার ছেলে ত নয়, যেন হীরের টুক্‌রো।"

"টুক্‌রো কি ঘোষজা মশাই, একেবারে আস্‌তো হীরে—হীরে।"

"হা হা, সেটা আপনারা পাঁচজনে বলুন, আমি বল্‌লে বড়াই করা হবে।"

"কিছু না, সত্য কথা বল্‌বেন, তাতে আর বড়াই কি? আপনি যে হরবল্লভ বাবুর কাছে তিন হাজার টাকা চেয়েছেন সে আর বেশী কি? আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি পাত্রীর যোগাড় ক'রে দিব, না হয় কাশি বাবু নিজে আপনাকে কিছু টাকা দিবেন।"

"তা হ'লে ত উপস্থিত বেঁচে যাই, কি জানেন বলাই বাবু, আমার যে এদিকে ভাঁড়ে কর্পূর নাই, দেনার জ্বালায় আমায় অস্থির হ'তে হয়েছে—নিজের এমন কোন উপায় নাই যে, এই ঋণজাল হ'তে মুক্ত হ'ব। এখন ভরসার মধ্যে দেখ্‌ছি, কেবল ঐ ছেলের বিয়ে দেওয়া,

ওতে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, তা হ'তে সব পাওনাদারদের কিছু কিছু না দিলে আর মান থাক্‌বে না; বাড়ীখানা বাঁধা দিয়েছি—সেও সুদে আসলে মাথায় মাথায় হয়েছে, যার কাছে বাঁধা আছে, তাকেও কিছু দেওয়া চাই।"

"তাতে আর কি হয়েছে? ধারেই জগৎ চল্‌ছে, রাজা মহারাজা-দেরও অমন ঋণ আছে।"

বসন্তকাল, বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে, অস্তাচলগামী মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন, এখন আর তাঁহার বিশ্বদগ্ধকারী প্রচণ্ড উত্তাপ নাই, ক্রমেই তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছে, এমন সময়ে শ্যামচরণ ঘোষের বৈঠকখানা গৃহে পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন হইতেছিল। পাঠক! আপনি বোধ হয় বলাইচাঁদকে চিনিয়াছেন, ইনি আমাদিগের কাশিনাথ বাবুর একজন প্রধান অনুচর। হরবল্লভ বাবু ইতিপূর্ব্বে এই শ্যামচরণের পুত্র শান্তিময়ের সহিত তাঁহার কন্যা গৌরীর পরিণয় কার্য্য সমাধা করিবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন। শান্তি-ময় অতিশয় সচ্চরিত্রসম্পন্ন, পিতৃমাতৃপরায়ণ শিক্ষিত যুবক, তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, সে এক্ষণে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া ডাক্তারী করিতেছিল; শান্তিময় ইতঃপূর্ব্বে একবার বিবাহ করিয়াছিল, একটি সন্তান লাভ করিবার পর তাহার পত্নী বিয়োগ হয়। ইহার কিছুকাল পরে হরবল্লভ শান্তিময়ের স্বভাবচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন, শ্যামচরণ বাবুও তাহাতে মত দিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ হরবল্লভের এই অবস্থা পরিবর্ত্তনে শ্যামচরণ এ বিবাহ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি-লেন। তিনি পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়া প্রচুর অর্থ উপায়ের পন্থা দেখিতে লাগিলেন; কাশিনাথ মিত্র এক্ষণে রুদ্রপুর গ্রামে সমৃদ্ধিসম্পন্ন

ব্যক্তি বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছেন। অর্থবলে তাঁহার সকল দোষ ঢাকিয়া যাইতেছে ; দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুকম্পা ভিক্ষায় সতত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কেবল হলধর ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য কয়েকটী উচ্চমনা ব্যক্তি হরবল্লভের পক্ষসমর্থন করিয়া কাশিনাথের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ; তোষামোদিগণের চাটুবাক্য, কাশি-নাথের অতুল ঐশ্বর্য্য, সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা ইত্যাদিতেও তাঁহারা আপন কর্ত্তব্যকার্য্য হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। স্বধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকামনায় তাঁহারা আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিতে সতত উদ্যোগী ছিলেন।

বলাইচাঁদের শেষ কথা শুনিয়া শ্যামচরণ কহিলেন, "রাজা মহারাজা-দের ঋণ থাকে বটে, কিন্তু তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ কর্‌বার কোন-না-কোন পন্থা থাকে, আমার যে আর এখন অন্য কোনও উপায় দেখ্‌ছি না, ছেলেটী এবার এল, এম, এস পাস করেছে এই যা ভরসা ; মেয়েটাকে যা তা করে পার করেছি—তাতে বেশী খরচ কর্‌তে পারি নাই।"

বলাই। এইবার আপনার সুদিন এসেছে, ছেলের বিবাহে টাকা পেলে সব দেনা শোধ হবে ; আমি এখন চল্‌লেম, ঐ দেখুন, আবার দু'জন কে আস্‌ছে।

অপর দুইজনের আগমন দেখিয়া শ্যামচরণ বাবু একটু শশব্যস্তে কহিলেন, "বলাই বাবু! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখন যাবেন না, ঐ দুইজনের মধ্যে একজন আমার পাওনাদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অপরটী শাস্তির সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য আমায় ধরেছেন, এ সময়ে আপনিও যেন আপনার কোন বন্ধুর মেয়ের বিবাহের জন্য এখানে এসেছেন, এরূপ ভান করুন, তা হ'লে আমার শাস্তির দর চড়্‌বে।"

এই বলিয়া তিনি আগন্তুকদ্বয়কে সাদর সম্ভাষণসহকারে বৈঠকখানায় বসিতে বলিলেন। অতঃপর তাঁহারা যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলে পর শ্যামচরণ বাবু কহিলেন, "কি মনে করে আশু বাবু! শারীরিক সব মঙ্গল? আপনি কেমন আছেন, ঋষিকেশ বাবু?"

আশু বাবুর নিকটে শ্যামচরণের বাটী বাঁধা পড়িয়াছে, তাই ঋষিকেশ বাবু তাঁহাকে উপরোধ করিয়া শ্যামচরণের পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য একটু সুপারিস করিতে আশু বাবুকে আনিয়াছেন।

শ্যামচরণের কথা শুনিয়া আশু বাবু কহিলেন, "আ—আ—আপনি কে—কে কেম—ন—আ—আ—ছে—ন?"

আশু বাবু একটু তোৎলা ছিলেন, তাঁহার কথা কহিতে অনেক সময় লাগিত। তাঁহার কথা শুনিয়া শ্যামচরণ কহিলেন, "আজ্ঞা, আমার আর থাকাথাকি কি বলুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ছেলে মেয়েগুলো রেখে এখন যেতে পারলেই হ'ল।"

আশুতোষ একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সে—সে—সেটা এ—এ—এক—টু ভা—ভা—ভাগ্যে—র ক—ক—কথা।"

বলাই। তাত বটেই—তাত বটেই।

শ্যাম। তারপর, আপনারা এমন অসময়ে কি মনে করে, এ দীনের বাটীতে পদার্পণ করেছেন বলুন?

আশু। আ—আ—আজ্ঞে আ—আ—আমা—র টা—টা—টা—কা—র জ—জ—জন্যেই আসা, আ—আ—আজ কিছু—চা— চাই-ই চাই।

শ্যাম। এ বিষয়ে এখন আমায় মাপ করবেন, উপস্থিত আমার

হাতে একেবারে কিছুই নাই, তবে এক কাজ করুন, আপনার সুদে আসলে আঠার 'শ' টাকা পাওনা হয়েছে, আর দুশো টাকা দিয়ে দু' হাজার টাকা পূরো করুন।

আশু। আ—আ—আর আ—আ—আমি আ—আ—আপ—নাকে টা—টা—টাকা দি—দি—দিতে পার্‌ব না, আ—আ—আপনাকে যা দি—দি—দিয়েছি সে—সে—সেই টা—টা—টাকাই আ—আ—আদায় হ'লে বাঁ—বাঁচি।

শ্যাম। কেন, আমি কি আপনাকে ফাঁকি দেব নাকি? অসময়ে ধার নিয়েছি, একটু সময় ভাল হ'লেই দেব। এতদিন অপেক্ষা কর্‌লেন, আর কিছুকাল দয়া করে একটু চেপে চলুন।

আশু। আ—আ—আর ক—ক—ত দি—দি—দিন চে—চে—চেপে থাক্‌ব—ব—বলুন? এ—এ—এই হৃ—হৃ—হৃষি—কে—কেশ বাবু আ—আ—আপনার ছে—ছে—ছেলের স—স—সঙ্গে, ওঁ—ওঁ—ওঁর মে—মে—মেয়ের বি—বি—বিয়ে দিতে চা—চা—চান। আ—আ—আমার কথা শু—শু—শুনুন, শী—শী—শীগ্‌—গীর এ—এ—এই বি—বি—বিয়েটা দি—দি—দিয়ে আ—আ—আমার দে—দে—দেনা শোধ ক—ক—করুন।

শ্যাম। আজ্ঞে, আমিও ত ঐ চেষ্টাতেই আছি, কিন্তু উপস্থিত তেমন সুবিধা হচ্ছে কৈ? হর বাবুর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল, তার পরে এই বলাই বাবুও দু'একটা সম্বন্ধ এনেছেন, তারা মোটে আড়াই হাজার টাকা দিতে চায়, এর চেয়ে কিছু বেশী পেলেই আমি ছেলের বিয়েটা দিয়ে ফেলি।

বলাই। তা, আমি যাঁদের কথা বল্‌ছি, তাঁদের আর একটু পাক দিলে কিছু বেশী আদায় হ'তে পারে?

আশু। ম—মা—মশা—ই—কি এ—এক—জ—জন ঘ—ঘ—ঘটক ?

বলাই। আজ্ঞে, যা বলেন, আমার কোন কাজ করতে আট্‌কায় না, যাতে দিন—আমি তাতেই রাজি।

আশু। ভা—ভা—ভাল, ভাল।

হৃষিকেশ বাবু এতক্ষণ তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আশু বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমার বিষয় কি হ'ল ?"

আশু। আ—আ—আজ্ঞে, আ—আ—আপ—নার ক—ক—কথা—ই—হ—হ—হচ্ছে।

হৃষিকেশ একটু কাণে কম শুনিতেন, তাই আশু বাবুর কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না, তিনি কহিলেন, "এ্যাঁ।"

আশু বাবু অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আ—আ—আপ—নার ক—ক—কথাই হ—হ—হচ্ছে।"

এবারেও তিনি আশু বাবুর কথা ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "এ্যাঁ।"

আশু বাবু একটু বিরক্ত হইলেন, তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া শ্যামচরণকে কহিলেন, "দি—দি—দিন ত শ্যা—শ্যা—শ্যাম বা—বা—বাবু, এঁ—এঁ—এঁকে একটু ভা—ভা—ভাল ক—ক—করে বু—বু—বুঝি—য়ে—দিন ত।"

শ্যাম বাবু বুঝিলেন, হৃষিকেশ একজন বধির, সেইজন্য তিনি অত্যুচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন, "তিন হাজার টাকা দিলেই বিবাহ দিতে পারি।"

হৃষিকেশ বাবু তাহাও ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "হাজার টাকা ? তা আমি দোব।"

ইহা শুনিয়া বলাইচাঁদ কৌশলে তাঁহাকে তিনটী অঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া কহিল, "তিন হাজার টাকা।"

হৃষিকেশ বাবু এবার বুঝিতে পারিয়া করজোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে, হাজার টাকার বেশী আর আমি কিছু দিতে পার্‌ব না, মেয়েটী বড় হয়েছে, আপনি দয়া করে আমায় কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করুন; আশু বাবু আমার অবস্থা খুব ভাল জানেন।"

শ্যাম। তা এ বিষয়ে আমি কিছু কর্‌তে পার্‌ব না, আমার এখন তিন হাজার টাকা চাই-ই-চাই, তবে ছেলের বিয়ে দিব।

হৃষি। বিয়ে দিবেন? আহা—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, তা ক'বে পাকা দেখ্‌বেন?

আশু। উ—উ—উনি তি—তি—তিন হা—হা—হাজার টা—টা—টাকা চান, বু—বু—বুঝ্‌লেন?

হৃষিকেশ একে কালা, তাহার উপর আশু বাবুর এ প্রকার বাক্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আবার কহিলেন, "এঁ্যা।"

আশু। তি—তি—তিন হাজার টাকা চা—চা—চাচ্ছেন।

হৃষি। এঁ্যা।

ইহাদিগের এরূপ অবস্থা দেখিয়া বলাইচাঁদ পূর্ব্ববৎ তিনটী অঙ্গুলী প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এর কমে হবে না।"

আশু। দে—দে—দেখু—ন শ্যা—শ্যা—শ্যা—শ্যাম বা—বা—বাবু! আ—আ—মার উ—উ—উপরোধ রে—রে—রেখে কি—কি—কিছু কম ক—ক—করুন।

শ্যাম। আপনার খাতিরেই তিন হাজার টাকা চেয়েছি, নতুবা আমি চার হাজারের কমে ওঁর সঙ্গে এ বিবাহের কথাই পার্‌তেম না।

আশু। ত—ত—তবে এ—এ—একা—ন্ত—ই—হ—হ—হবে না।

শ্যাম। না।

শ্যামচরণের এই "না" কথাটী শুনিয়া আশু বাবু একটু অপমান বোধ করিলেন। মনে মনে কিছু বিরক্তও হইলেন, তিনি আর কোন কথা না কহিয়া হৃষিকেশের হস্তধারণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে শ্যামচরণ কহিলেন, "চল্‌লেন?"

"আ—আ—আর কি কর্‌ব, আ—আ—আপ—নি আ—আ—.. মার টা—টা—টাকা শী—শী—শিগ্‌গীর শোধ ক—ক—কর্‌—বেন।" এই বলিয়া আশু বাবু হৃষিকেশের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর শ্যামচরণ কহিলেন,"দেখুন বলাইবাবু, আশুতোষ বাবু রেগে চলে গেলেন, বোধ হয় তাঁর টাকার জন্য এবার তিনি নালিশ কর্‌বেন!"

"কোন ভয় নাই, আমরা আপনার ছেলের বিয়ের খুব শীগ্‌গীর যোগাড় কর্‌ছি।" এই বলিয়া বলাইচাঁদ প্রস্থানোদ্যত হইবে এমন সময়ে হলধর ও হরিদাস বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলাইচাঁদ একটু অপ্রতিভ হইল, দু' এক পদ পশ্চাতে হঠিয়া বসিয়া পড়িল। শ্যামচরণ বিনীতভাবে কহিলেন, "আস্‌তে আজ্ঞা হয় ঠাকুর মশাই, প্রণাম হই।

হল। জয়স্তু! কল্যাণ হোক্‌।

হরি। এই যে বলাই বাবু, এখানে কি মনে করে?

বলা। না—না—এমন কোনও দরকার নাই, কেবল শ্যাম বাবুর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে এসেছিলেম।

হল। শুধু দেখা কেন? শ্যাম বাবুর ছেলের বিয়ের যোগাড় কর্‌তে এসেছ, হরবল্লভের মেয়ের বিয়ে যাতে না হয়, সেজন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমাদের কাশি বাবু ত এ বিষয়ে অগ্রী

হয়েছে, সে অনেককে টাকার লোভ দেখিয়েছে। শ্যামচরণ বাবুও তার কথায় নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌লে।

শ্যাম। আজ্ঞে, না—তা নয়! এখন আমার বিস্তর টাকার দরকার, তাই আমি হর বাবুর কাছে মোটে তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেম, তিনি উপস্থিত ঐ টাকা দিতে পার্‌লেন না বলেই ও সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

শ্যামচরণের এই কথা শুনিয়া হলধর একটু রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "শ্যাম বাবু, পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ উপায় করিবার ঘৃণিত আশা ত্যাগ কর, একবার সমাজের ও স্বজাতীর দিকে চাও, দেখ, বাঙ্গালী এই স্বার্থপরতামূলক প্রথার জন্য উৎসন্ন যাইতেছে, পরস্পরের হৃদয়ে সহানুভূতি না থাকায় আমাদের মধ্যে একতার একান্ত অভাব হইয়াছে, ভেবে দেখ, এই একতার অভাবেই আমরা কত দূর অপদস্থ, অসম্মানিত ও অবজ্ঞাত হইতেছি। ভাই ভাইয়ের বিপক্ষে দণ্ডায়মান, প্রতিবাসীদিগের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান, একে অপরের দুঃখে ম্রিয়মান নহে। আর অধিক দিন নিশ্চিন্ত থাকিও না, এস ভাই! আমরা পরস্পরে একতার সম্মোহন বলে বলীয়ান্ হইয়া একে অপরের দুঃখ ও অভাব অনুভব করিতে শিখিয়া সমাজের, স্বধর্ম্মের ও স্বজাতীয় উন্নতি সাধন করি।

শ্যাম। আজ্ঞে, আপনি যা বল্‌ছেন তা সত্য বটে, তবে কি না, দেনার জ্বালা বড় জ্বালা, দেনায় আমার মাথা বিক্রি হয়ে রয়েছে, এখন ঐ ছেলেটীর বিয়ে দিয়ে টাকার যোগাড় হ'লে, তবে আমার মান-সম্ভ্রম থাক্‌বে।

হল। বুঝ্‌লেম, তুমি একেবারে অর্থের দাস, মনুষ্যত্বহারা, তাহার উপর তোষামোদী বলাইচাঁদের উত্তেজনায় স্বধর্ম্মের শীতল স্নিগ্ধছায়া হইতে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িয়াছ; নচেৎ যে হরবল্লভ এক সমাজে

তোমার মান, মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কতবার তোমার পাওনাদারদিগকে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছে, তোমার ছেলেকে ডাক্তারী শিখাইবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই হরবল্লভের সহিত তুমি এমন অভদ্র ব্যবহার করিতে সাহসী হইতে না।

বলাই। এ দেখ্‌ছি আপনাদের এক অন্যায় জুলুম, ওঁর ছেলের বিয়েতে যদি বেশী টাকা পান, তা হ'লে উনি কেন অল্প টাকায় হর বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন? আপনি বৃথা ওঁকে দোষী কর্‌ছেন।

শ্যাম। বলুন ত বলাই বাবু! এতে আমার অপরাধ কি?

হর। শ্যামচরণ! তুমি অতি অকৃতজ্ঞ, তুমি যদি মানুষ হইতে, তাহা হইলে তোমার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইতে না, স্বার্থপরতার অন্ধতম আবর্ত্তে পড়িয়া নীচমতি কাশিনাথের কূট-পরামর্শে পরিচালিত হইতে না; বুঝিতে, হিন্দু গৃহস্থের কন্যাদান আজকাল কি বিষম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রতি গৃহ অন্নাভাবে করুণরোলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মুখে আহার, পড়নে বসন, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, পরের দাসত্ব ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য উপায়ান্তর নাই, সকলেই দিন আনে, দিন খায়, কাহারও প্রচুর অর্থ সংস্থান করিবার সামর্থ্য নাই; তাহার উপর এই কন্যাভারে ভারগ্রস্ত বাঙ্গালী, স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবার ভাবনায় আকুলচিত্তে, স্বজাতীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও অর্থাভাবে সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে পারিতেছে না। কি ভীষণ মর্ম্মান্তিকভাব! বাঙ্গালীর হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্রও ভ্রাতৃভাব নাই? বাঙ্গালী কি পরপদবিদলিত হইয়া একেবারেই পরের কষ্ট, পরের মান-মর্য্যাদা, রক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে? নতুবা হিন্দুর পবিত্র কন্যাদান প্রথায় এমন অর্থ আদান প্রদানরূপ কলুষিত ভাব প্রচলিত কেন? শ্যাম বাবু! একবার তোমার হীনস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশের ও সমাজের

দিকে চাও, দেখিবে শত শত হিন্দু রমণী, (তোমারই স্বদেশবাসিনী, জননী কন্যা-স্বরূপিণী আত্মীয়াগণ) এই স্বার্থপূর্ণ অর্থ আদানপ্রদানের নিষ্পেষণে পড়িয়া, অযোগ্য পাত্রের করে সমর্পিতা হওয়ায় আজ বৈধব্যের কি মলিনামূর্ত্তিতে অবস্থিতা রহিয়াছে। অর্থাভাবে ঐ সকল রমণীবৃন্দের অভিভাবকগণ, উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া বয়োবৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, ব্যাধিপ্রপীড়িতের করে স্ব স্ব কন্যা সমর্পণ করিয়া, নিজেরা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, নতুবা সমাজচ্যুত হইবার ভয়, জাতি যাইবার ভয়। কি শোচনীয় অধঃপতন? শ্যামচরণ! আমাদিগের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, পবিত্র সমাজ কি এতদূর হেয়, এতটা সঙ্কীর্ণ? তুমি যদি হিন্দু বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইতে চাও, তাহা হইলে আর মোহময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকিও না, সমাজের উন্নতি কামনা করিয়া, আর স্বার্থপূর্ণ নিগড়ে আবদ্ধ না থাকিয়া, তোমারই স্বদেশবাসী, স্বজাতীয় ভাই বন্ধুদিগের সাহায্যার্থ, ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হিন্দুর কন্যা সম্প্রদানে, অর্থ আদানপ্রদান প্রথা রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। স্বজাতীয় স্বজাতীয়কে না দেখিলে অপরে কে তাহার দুঃখ বুঝিবে? ভাই ভাইয়ের কষ্ট অনুভব না করিলে অপরে আর কে করিবে? এস ভাই! আজ হ'তে আমরা আমাদিগের পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষীয়দিগকে তরুতলবাসী করিয়া প্রচুর অর্থশোষণকারী ঘৃণিতভাব বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

শ্যামচরণ হলধরের এই সকল কথা শুনিয়া একবার বলাইচাঁদের মুখের প্রতি তাকাইলেন, তাহা দেখিয়া সে মুখভঙ্গি করিয়া হলধরকে বিদায় করিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "এ যে দেখ্‌ছি, ভট্টাচার্য্য মশাই বেশ বক্তৃতা কর্‌ছেন; শ্যাম বাবু এখন টাকার জন্য অস্থির, আর আপনি ওনাকে খুব স্বদেশ ও সমাজের কথা শোনাচ্ছেন।"

শ্যাম। তাইত, আমার টাকার বিশেষ দরকার, টাকা না হ'লে যে আর মান থাকে না।

হলধরের সহিত সমাগত হরিদাস বাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলেন নাই, তিনি শ্যামচরণের শেষ কথা শুনিয়া আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, "তা, তোমার আর টাকার দরকার হবে না, নিজে খেটে খাবার উপায় নাই, তার উপর নেশার কোনটাও বাকি নাই, আজ-কাল ছেলেটা যা দু' পয়সা রোজগার ক'রে এনে দিচ্ছে, সে সব তুমি নেশায় ফুঁকে দিচ্ছো, টাকার অভাবে সেদিন নিজের কোন্ বিদেশে মেয়েটার বিয়ে দিলে, তার ঠিক নাই, এখন ছেলের দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে রাশিকৃত টাকা চাইতে লজ্জা করে না?"

বলাই। লজ্জা আবার কিসের? ওনার ছেলে, উনি বেশী টাকা না পেলে বিয়ে দিবেন না, তাতে আপনাদের এত গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্বার কি?

শ্যাম। দেখ হরিদাস! তোমার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌ছ কেন ভাই? তুমি জান ত আমার কত টাকা দেনা।

হরি। হাঁ, তোমার দেনা আমি বেশ জানি, কিন্তু তোমার বদ্‌নামও দেশে খুব রটেছে, কেউ কেউ বলে যে তুমি টাকার লোভেই তোমার ছেলের প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে কৌশলে মেরেছ।

শ্যাম। কে বলে, এ্যাঁ? একথা কে বলে? একি সর্ব্বনেশে কথা!

হরি। সকলেই বলে—এ সব কথা ত আজকাল পাড়ায় পাড়ায় ঢিঢি হয়েছে; তার উপর তুমি যদি হরবাবুর সঙ্গে এরূপ অভদ্র ব্যব-হার কর, তা হ'লে দেশে তোমার মুখ দেখান ভার হবে।

বলাই। আপনার কোন চিন্তা নাই, শ্যাম বাবু! আমরা আপনার

ছেলের বিয়ে অন্যত্র ঠিক ক'রে দিব, টাকা আপনি যা চেয়েছেন, সেটা ঠিক পাওয়া যাবে, আপনার ছেলেটী খুব ভাল।

"আচ্ছা, আমরাও দেখ্‌ব বলাইচাঁদ, তোমার এ দর্প কত দিন থাকে? আমি এই আমার পবিত্র যজ্ঞোপবিত ধারণ ক'রে বল্‌ছি, যে যদি আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ সন্তান হই, যদি আমার ব্রহ্মণ্যদেবে যথার্থ ভক্তি থাকে, তা হ'লে শ্যামচরণের পুত্রের বিবাহ দিয়া আবার অর্থ উপায়ের আশা কথনই পূর্ণ হবে না, কাশিনাথের কলুষিত ও পাপ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত উদ্যম, উৎসাহ, অর্থব্যয় হরবল্লভের পুণ্যময় ধর্ম্মভাবময় কার্য্যের সংস্পর্শে ক্ষণেকেই ব্যর্থ হইবে। কাশিনাথ এই সমাজদ্রোহীতার জন্য অচিরেই অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইবে।" এই বলিয়া হলধর সক্রোধে হরিদাসের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর শ্যামচরণ কহিলেন, "এ্যাঁ, হলধর ঠাকুর আমার অভিসম্পাৎ ক'রে গেলেন?"

"যাগ্‌গে, ওতে কিছু যায়-আসে না, আমি সব ঠিক কর্‌ব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" এই বলিয়া বলাইচাঁদ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জোহেরা

> Who does the best his circumstance allows
> Does well, does nobly, angels could do no more. *Young.*

"এ কথা তবে সত্য ?"

পূর্ণিমাযামিনী, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, কাহারও সাড়া শব্দ নাই, জীবজন্তুনিচয় সকলেই নিদ্রার মোহনীয় ক্রোড়ে শায়িত ; কেবল স্থানে স্থানে দু' একটা সারমেয় প্রকৃতির শান্তিভঙ্গ করিয়া এক-একবার চীৎকার করিতেছে, কোথাও বিশাল তরুশিরে বসিয়া এক-একটি পেচক, স্বীয় শাবকগণের মুখ-বিবরে আহার ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগের ক্ষুৎ-পিপাসার কাতরতা দূর করিতেছে, কোথাও অসংখ্য ঝিল্লীরবে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময়ে এক তালপত্রাচ্ছাদিত কুটিরে এক-পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া মুসলমান রমণী পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টি তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। রমণীর নাম জোহেরা, রেজা খাঁ তাহার স্বামী।

জোহেরার কথা শুনিয়া রেজা খাঁ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সত্য জোহেরা ! একথা কখনও মিছা হ'তে পারে না, ইমান তার মৃতদেহ স্বচক্ষে দরিয়ায় ভেসে যেতে দেখেছে।"

জোহেরা। তবে সে মরেছে ? আহা, আর তার সে স্নেহভরা সম্ভাষণ, সে যত্ন, সে উৎসাহপূর্ণ আশ্বাসবাণী আর কখনও শুন্‌তে পাব না ; সে আমায় আপনার ছেলের মত ভালবাস্‌ত। সে আমায় তোমাকে ভয়, ভক্তি কর্‌তে, দেবতার ন্যায় আরাধনা কর্‌তে শিখিয়ে-

ছিল, সে থাক্‌তে আমায় একদিনের জন্যও এ সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌তে হয়নি। কিন্তু সর্দ্দার! একটি কথা বলি, অপরাধ মার্জ্জনা করো, তুমিই তার এই অপমৃত্যুর কারণ।

শুনিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে রেজা খাঁ কহিল, "হাঁ, জোহেরা! আমিই তার এ অপমৃত্যুর একমাত্র কারণ, বড় দুঃখ যে সে আমায় অধর্ম্মাচারী কাপুরুষ ভেবে এ সংসার ছেড়ে গিয়েছে, আমিও তাকে হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় দিয়েছিলেম,তখনত ভাবি নাই, যে জোবেদা এমন শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর করালকবলে পতিত হবে; জোবেদার সেই উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনে কৌতূহলবশে তখন আমি যেন আত্মহারা হয়েছিলেম; ভেবে-ছিলেম আল্লার ইচ্ছাপূর্ণ হোক, জোবেদা যে গর্ব্ব করে আমার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা কর্‌তে সাহস করেছে, দেখ্‌ব, তাহাতে সে কত দূর কৃতকার্য্য হয়। ভেবেছিলেম দেখ্‌ব, রমণী কখনও অধর্ম্মাচারী পুরুষকে ধর্ম্মপথে আন্‌তে পারে কিনা, দেখ্‌ব, জোবেদা যে বাল্যকাল হ'তে আমার সহিত সুশিক্ষা পেয়েছিল, তাতে সে আমার বিপক্ষে কিরূপ আচরণ করে; কিন্তু আমার এ মনের সাধ মনেই বিলীন হ'ল, জোবেদা আমাদের সকল মায়া, মমতা, স্নেহ ভুলিয়া আল্লার অনন্তধামে চ'লে গিয়েছে।"

জোহেরা। যা গিয়েছে, তা আর পাওয়া যাবে না, তুমি হেলায় যে রত্ন হারিয়েছ, তা শতজন্ম সাধনা কর্‌লেও আর পাবে না। আমি পায়ে ধরে কত মিনতি ক'রে তাকে এখান থেকে যেতে নিষেধ করেছিলেম, কিন্তু সে গর্ব্বভরে আমায় কত উপদেশ দিয়ে চ'লে গেল। আহা, যদি সে এখান থেকে না যেতো, তা হ'লে তাকে দস্যুর হাতে প্রাণ দিতে হ'ত না। কিন্তু সর্দ্দার! তুমি থাক্‌তে, তোমার সেই সব প্রবল প্রতাপ-শালী অনুচর থাক্‌তে, তোমার ঔরংকে অপরে মেরে ফেলে দরিয়ায় ফেলে দিলে, আর তুমি, নিস্তেজ নীরবভাবে রয়েছ? এ অত্যাচারের

কোনও প্রতিকার কর্‌লে না? যাও, উঠ, গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়া যাহারা তোমায় সর্দ্দার ব'লে সম্মান করে, তাদের সকলকে এ খবর দাও; জোবেদার প্রাণ হন্তারকের জীবনবায়ু যাতে না আর এক মুহূর্ত্ত এ জগতে প্রবাহিত হয়, তার উপায় কর।

রেজা খাঁ জোহেরার বাক্যে প্রাণে বড়ই কষ্ট অনুভব করিল, বলিল, "আমিই জোবেদার প্রাণহন্তারক, যদি আমি আজ নূতন জমিদারের পক্ষ অবলম্বন না ক'রে, তার প্রাণে কোনও কষ্ট না দিতাম, তা হ'লে সে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কখনও উদাসিনী হ'তে চাহিত না, আমিই তাহার জীবননাশের মূল। জোবেদার কাছে অনেক টাকা ছিল, কোনও অর্থ-লোভী তাকে মেরে ফেলে সেই সব চুরি করেছে, তারপর তাকে মেরে ফেলে তার মৃতদেহ দরিয়ায় ফেলে দিয়েছে; কিন্তু আমি এতে ততদূর বিস্মিত নহি, জোবেদা যে প্রাণ হারাবে, তা আমি আগেই জান্‌তেম, সে যদি এ রকমে প্রাণ না হারিয়ে, কোনদিন তার ইচ্ছামত আমার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হ'ত, তা হ'লে একটা বিস্ময়ের বিষয় বটে।"

জোহেরা। তোমার সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার কি সর্দ্দার? তুমি যখন নিজেই এ নূতন জমিদারের সংশ্রবে থাকা পাপ মনে কর্‌ছ, তখন আর কেন তার সাপক্ষে থাকা? দাও, তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে দাও, দিয়ে চলো, আমাদের পুরাণো মনিবের আশ্রয়ে যাই। এ পাপমতি জমিদারের জায়গায় থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে তোমায় সয়তান ক'রে তুল্‌বে, তোমার অনুচরেরা এখনও তোমায় ভয় ভক্তি কর্‌ছে বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তারা সকলেই তোমার কার্য্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কর্‌ছে; সময় ও সুবিধা পেলে তারা তোমাকে উপেক্ষা ক'রে পুরাণো জমিদারের নান্‌তেপুর জমি-দারীতে যাবে, সেদিন নাজের-আলীর মা আমায় এ কথা বলেছিল।

রেজা। যাবে কেন ? এখনই ত সব যাচ্ছে ; আমিও দেখ্‌ছি, দলে দলে দলে লোক এ গ্রাম ছেড়ে বড় বাবুর নান্‌তেপুর জমিদারীতে আশ্রয় নিচ্ছে। আমিও বুঝ্‌ছি—নূতন জমিদারের পক্ষে থাকায় আমার অনুচরেরা দিন দিন আমার উপর সন্দিহান হচ্ছে, কিন্তু যতদিন আমি জীবিত থাক্‌ব, স্পর্দ্ধা ক'রে বল্‌তে পারি, ততদিন এ রায়গড়ের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যে সে আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। তুমি আমায় এখনও কি চেন নাই ? জেনো জোহেরা ! যদি আবশ্যক মনে করি, তা হ'লে যে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র নাসেরুল্লাকে আমি এতদিন নিজ বক্ষে ধ'রে মানুষ করেছি, তাকেও বধ কর্‌তে আমি পশ্চাদপদ হ'ব না। কর্ম্মই আমার প্রধান অবলম্বন, সার ধর্ম্ম ; আমার এ কর্ম্মের পথে যে কেহ বাধা দিতে অগ্রসর হবে, মৃত্যু তাহার শিয়রে অবস্থিত।

জোহেরা। জানি সর্দ্দার ! আমি এতদিন তোমার পদসেবা করেও, যদি না তোমায় চিনে থাকি, তা হ'লে আমার নারীজন্মই বৃথা ; তবে এক কথা, কেন জেনে-শুনে আর এ জায়গায় বাস করি ? চল সর্দ্দার ! আমরা বড়বাবুর নান্‌তেপুর জমিদারীতে গিয়ে তাঁর আশ্রয়ে বাস করি।

রেজা। জোহেরা, জোহেরা ! তুমি জান না, যে গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করে এতকাল লালিত-পালিত হয়েছি, সে গ্রামের প্রতি ধূলিকণা, প্রতি বন জঙ্গলও আমার কত প্রীতিপ্রদ, নয়নের আনন্দদায়ক। আমি এ গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে পারি, তথাপি জীবনের শেষ পরমায়ু থাক্‌তে, কখনও জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে অন্যত্র বাস কর্‌তে ইচ্ছুক নহি। এখন আর আমায় অধিক বিরক্ত ক'র না, একবার ঘুমুতে দাও ; এইমাত্র জেনো, জোবেদা আমারই দোষে মরেছে। আমি তার অযোগ্য স্বামী, তাকে কবরে স্থান দিতে পারি নাই।

রেজা খাঁর এই কথা শুনিয়া জোহেরা আর কোন কথা কহিল না, ক্ষণকাল উভয়ে নিস্তব্ধ থাকিয়া শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর কোমনীয় ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল। তারপর যখন তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিল, যে দিনমণি পূর্ব্বাকাশ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে বিশ্ব জগতে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ফকিরণী

Onward, onward let us press
Through the path of duty,
Virtue is true happiness,
Excellence true beauty.

James Montgomery.

হরবল্লভের জমিদারী খরিদ করিয়া কাশিনাথ দিনকতক নানারূপ আমোদপ্রমোদে উন্মত্ত হইয়া বাড়ী আসেন নাই ; বিরাজমোহিনী পুত্রের এরূপ আচরণে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িতা হইয়া আজ অপরাহ্ণে লক্ষ্মীমণির সহিত সেই প্রসঙ্গ লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় এক ফকিরণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিরাজমোহিনী অতিশয় ভক্তিসহকারে কহিল, "কে মা তুমি ?"

ফকিরণী। আমি একজন পীরপ্যয়গম্বরের সেবিকা।

বিরাজ। তুমি কোথায় থাক মা ?

ফকিরণী। আমি সর্ব্বত্রেই থাকি, ধনী, নির্ধন, দীনদুঃখী সকলেরই ঘরে আমি আশ্রয় পেয়ে থাকি, তবে অধর্ম্মের ছায়া যেখানে দেখি, সে স্থান আমি বিষসদৃশ ত্যাগ করি! মা! আমি অনেক দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌ছি, আজকাল দেশময় লোকের হৃদয় হ'তে ধর্ম্মভাব ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অত্যাচার অবিচার কর্‌তে লোকে এখন বড় একটা কিন্তু বোধ করে না, বিশেষতঃ সাধারণ লোকে অর্থশালী ব্যক্তি-দিগের কুহকে প'ড়ে তাহাদের পাপপূর্ণ কার্য্যের প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস করো না, তার সাক্ষি এই রায়গড়ের নূতন জমিদার। তিনি মা! বড়ই

অধর্ম্মাচারী, তাঁহার অত্যাচারে রায়গড় ছেড়ে শত শত প্রজা চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে হর বাবুদের নানতেপুর জমিদারীতে আশ্রয় নিচ্ছে; এ সব দেখে-শুনেও তাঁর দুর্ব্বলচিত্ত অনুচরগণ তাঁর সহায়তা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না, আমি স্বচক্ষে দেখিছি মা! সেই নূতন জমিদার এক অনাথা আশ্রয়হীনা বালিকার উপর অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু সুখের বিষয়—শুন্‌লেম, তাঁর এ পাপ বাসনা ফলবতী হয় নাই, উপেন্দ্রনাথ নামে এক হিন্দু যুবক সেই বালিকাকে ধর্ম্মবস্তু হর-বল্লভ বাবুর বাড়ীতে রেখে এসে, তাঁর মান, মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। ফকিরণীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিরাজমোহিনী স্তম্ভিতা হইলেন, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূরণ যেন একেবারে রহিত হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে কহিলেন,"মা! এ সব খবর তুমি জান? যাহা হোক্, তোমার কাছে আমি কোন কথা লুকাব না, তুমি ফকিরণী, তোমায় দেখে আমার ভক্তি হচ্ছে। শোন, রায়গড়ের নূতন জমিদার আমারই পুত্র, কুক্ষণে তাকে আমি গর্ভে ধরেছিলেম, সে হ'তে আমার বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট হ'ল; এই আমার এমন ঘর আলো করা বৌ-মা থাকতে, সে এখন বাড়ী আসা পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে, দুগ্ধপোষ্য ছেলে মেয়ে দুটোকে একবারও চোখের দেখা দেখে না, দিনরাত কেবলই বদ্‌খেয়ালী কাজে বিব্রত; বৌ-মা আমার সোণার প্রতিমা, আহা—তার জন্য ভেবে ভেবে কালিমূর্ত্তি হ'য়ে যাচ্ছে। মা! তুমি তোমার পীরকে ধরে আমার ছেলেকে কোনও রকমে ভাল করতে পার?"

ফকিরণী। এই তোমার বৌ-মা! আহা সোণার প্রতিমাই বটে, মা! তুমি তোমার স্বামীকে ভাল ক'রে বোঝাতে পার না, স্ত্রী স্বামীর পাপ পুণ্যের অংশ ভাগিনী, তাঁর এ সব পাপে তোমাদের এ সংসারের যে বড় অমঙ্গল হবে মা! তোমার স্বামী সতী স্ত্রীলোকের উপর অত্যা-

চার কর্‌তে কুণ্ঠিত নহে, এ সব মহাপাপের পরিণাম তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও, দিয়ে তাকে সৎপথে আন্‌তে চেষ্টা কর।

লক্ষ্মীমণি ফকিরণীর কথা শুনিয়া কহিল, "তাঁকে সৎপথে আন্‌তে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তাতে কুফলই ফলেছে, আগে বরঞ্চ তিনি এক আধবার রাত্রে এ ঘরে আস্‌তেন, ও সব কথা বলাতে আর আসেন না। আগে যদিও তাঁর চরণ দর্শন পেতেম, এখন আর তা পাই না; মা! হিন্দু স্ত্রীর পতিই জীবনের সার অবলম্বন, তিনি যতই আমাকে অযত্ন করুন না কেন, তথাপি তিনি আমার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, আমি তাঁর নিত্যচরণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষিণী, এ সব কথায় যদি তাঁর বিরক্তি বোধ হয়, কাজ কি আর আমার ও সব কথায়? জল সতত অধোগামী, তাকে মুটোর মধ্যে চেপে ধরে রাখ্‌তে গেলে সে কোনদিক না কোন দিক দিয়ে বেড়িয়ে যায়। একে আমার স্বামীর চিত্তবৃত্তি পাপ-পূর্ণ, তার উপর তাঁর সঙ্গে যে সব অনুচর জুটেছে, তারাও সেই ধরণের; ঐ যে তুমি কোন্ অনাথা স্ত্রীলোকের কথা বল্‌ছিলে, তাকে চুরি ক'রে আন্‌বার ভার, রায়গড়ের একজন মুসলমান সর্দ্দার নিয়েছিল, শুনেছি তার অসীম ক্ষমতা, সে মনে কর্‌লে, আমার স্বামীর এ কদর্য্য কার্য্যে সহায়তা না ক'রে, তার পুরাণো মনিবের পক্ষ অবলম্বন কর্‌তে পার্‌ত, কিন্তু তা না ক'রে, সে তাঁর পুরাণো মনিবের সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছে।"

ফকিরণী। সে মুসলমান সর্দ্দারের নাম করো না, সে বড় অধার্ম্মিক, শুনেছি তার স্ত্রী তাকে সৎপরামর্শ দিতে গিয়েছিল, কিন্তু সে তা গ্রহণ করে নাই, তাই মনের দুঃখে ঐ মুসলমান সর্দ্দারের এক স্ত্রী তাকে ত্যাগ ক'রে উদাসিনী হ'য়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে অনেক টাকা-কড়ি থাকায়, ডাকাতে তাকে মেরে ফেলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে। সে যা হোক, ঐ অনাথা স্ত্রীলোক এখন তাঁর হাতছাড়া হয়েছে।

লক্ষ্মী। তা হ'লে কি হয়, সেই স্ত্রীলোক তার পুরাণো জমিদারের আশ্রয় পেয়েছে, এ খবর মুহূর্ত্তমধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেল ; সেই জন্য আবার সকলে পরামর্শ করে সেই অনাথার আশ্রয়দাতার বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে, তাঁকে জব্দ করবার জন্য আমার স্বামীর সহচরেরা কাল ঐ বৈঠকখানা ব'সে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছে, আমি গোপনে তাদের সে পরামর্শ শুনেছি। আরও বুঝেছি, এ কার্য্যের ভার সেই মুসলমান সর্দ্দারই নিয়েছে।

লক্ষ্মীমণির কথা শুনিয়া বিরাজমোহিনী কহিলেন, "এ সব কি কাজ মা! মানুষ যে মানুষের উপর এত অত্যাচার করতে পারে, তা আমি জানতেম না। হায়, আমি কুক্ষণে এ ছেলেকে পেটে ধরেছিলেম, ও হ'তে একদিনের তরেও সুখী হলেম না।"

ফকিরণী। ঐটি কেউ বোঝে না মা! ধর্ম্মের পথ বড়ই সঙ্কীর্ণ, মানুষ দেখেও দেখে না ; যা হোগ, আর দুঃখ ক'রে কি হবে? তোমার ঘরে যে স্বর্ণ-প্রতিমারূপিণী লক্ষ্মী বৌ রয়েছে, ওর মুখ চেয়ে তুমি ধৈর্য্য-ধর, স্থির জেনো মা! অধর্ম্মের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, যে মুসলমান সর্দ্দার তোমার পুত্রের সঙ্গে মিশে পুরাণো জমিদারের এ সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, তার অধঃপতন আসন্ন-প্রায়। ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষণে, অধর্ম্মাচারীদের ধ্বংস হ'তে আর বিলম্ব নাই—আমি এখন চল্লেম মা! পীরের পূজার সময় হয়ে আসছে।

লক্ষ্মী। তুমি যাবে? আহা, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে একটু মনে শান্তি পেয়েছিলেম, তুমি গেলে আবার যে ভাবনা, সে ভাবনাতেই হৃদয় আকুল হবে। তা মা! আবার ক'বে তোমার দেখা পাব?

ফকিরণী। পীর প্যয়গম্বর যদি কখনও সুদিন দেন, যদি তিনি

কখনও তোমার স্বামীর মত পরিবর্ত্তন করেন, তা হ'লে আবার আমি এখানে আস্‌ব, নচেৎ তোমাদিগের এ বিষাদিনী মূর্ত্তি দেখ্‌তে আস্‌বার আমার আর ইচ্ছা নাই।

বিরাজ। সেদিন কি হবে মা?

"কেন হবে না মা! ধর্ম্মে তোমার অচলা মতি রয়েছে, তার উপর তোমার বৌ-মার যে পতিভক্তি দেখ্‌লেম, তাতে তার ভাগ্যে পতি সম্মিলন হওয়া বিচিত্র নহে।" এই বলিয়া ফকিরণী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর লক্ষ্মীমণি কহিল, "কে মা! এ ফকিরণী, আমাদের মনের মধ্যে নব আশার সঞ্চার ক'রে দিয়ে গেল?"

বিরাজ। কি জানি মা! কে কোন্ সময়ে কি মনে করে আসে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পথিমধ্যে

Let our object be our country, our whole
country, and nothing but our country.

D. Webster.

"মামা, অত চ'ট কেন? একটা কথাই শোন না।"

বৈশাখ মাস, বেলা আটটা বাজিয়াছে, ইহারই মধ্যে পূর্ব্ব গগনে অরুণের স্মিতাভাস দিগ্‌দিগন্তে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; জীব জন্তুনিচয় আলস্য ত্যাগ করিয়া নবোদ্যমে আপনাপন কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমন সময়ে রুদ্রপুরের এক প্রশস্ত পথ দিয়া কতিপয় যুবক একটি ক্ষীণ-কায় ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বোধন করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। ঐ ক্ষীণকায় ব্যক্তির নাম হরেকৃষ্ণ দাস, সে জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিল, লোকে তাহাকে হোরে হোরে বলিয়া ডাকিত। হরেকৃষ্ণ, আশৈশবকাল হইতেই বিবাহ করিতে একেবারেই বিতশ্রদ্ধ ছিল; কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে সে একেবারে রাগান্বিত হইত, এজন্য লোকে তাহাকে রাস্তায় দেখিলে ঐ বিবাহের কথা কহিয়া, তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিত; হরেকৃষ্ণের আর একটি স্বভাব এই যে, কেহ তাহাকে "মামা" বলিয়া ডাকিলে সে আপনাকে বিষম অপদস্থ বোধ করিত। তাহার আত্মীয়দিগের মধ্যে তাহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিবার কেহ ছিল না, কিন্তু লোকে তাহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতে বড় ভালবাসিত, ইহাতে হরেকৃষ্ণের রাস্তায় ভ্রমণ করা বড় দায় বলিয়া মনে হইত। আজ সে যখন প্রাতঃকালের সুশীতল

স্নিগ্ধ পবিত্র বায়ু সেবন করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, এমন সময়ে কতিপয় যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে একজন তাহাকে বলিতেছিল, "মামা, অত চ'ট কেন? একটা কথাই শোন না।"

এই কথা শুনিয়া হরেকৃষ্ণ রাগান্বিত হইয়া কহিল, "কে তোর মামা? দেখ্, ফের যদি ওকথা বল্‌বি, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি।"

তাহাকে রাগান্বিত দেখিয়া আর একটি যুবক কহিল, "ভাল না হয়, মন্দই হবে, তবু তোমায় "মামা" বল্‌তে ছাড়্‌ছি না, আহা, "মামা" নামটী কি সুমিষ্ট?"

২য় যুবক। "তাইত কি সুমিষ্ট, যেন কচি নিমপাতা, বল ভাই, একবার সকলে "মামা" "মামা" বল।"

এইরূপে হরেকৃষ্ণ চতুর্দ্দিক হইতে মামা মামা রব শুনিয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, "কি বল্‌ব, আমি একা। তা নৈলে তোদের এক ঘুষিতে মেরে ফেল্‌তেম; দাঁড়া তোদের নামে আজ আমি হর বাবুর কাছে নালিশ কর্‌ছি। ও কথা বলার মজা দেখাচ্ছি।"

ইহা শুনিয়া প্রথম যুবক কহিল, "মামা! ও কাজটী ক'র না, তোমায় বড় ভালবাসি মামা।"

হরে। দেখ্, তবু তোরা ও কথা বল্‌বি?

২য় যু। নাহে, থাক্, মামাকে আর এখন মামা বলো না।

হরে। আবার তুমিও ও কথা বল্‌ছ?

২য় যু। খুড়ি, ভুলে গিয়েছি, তা খুড়ো, তোমার বিয়ে ক'বে হবে বল দেখি?

হরেকৃষ্ণ এবার একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "যবে টাকায় সাড়ে সাত মণ ক'রে আম-কাট বিক্রী হবে; আমার বিয়ে হবে রুদ্রপুরের

শ্মশানে—আম-কাটের সঙ্গে, তোমরা সবাই আমায় খাটে ক'রে নিয়ে গিয়ে চারিধারে আম-কাট সাজিয়ে, তার মধ্যে আমায় শুইয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিও, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সেইখানে তাদের সঙ্গে প্রেম কর্‌ব।"

৩য় যু। আমরা তখন মামা মামা বলে চেঁচাব?

হরে। তা, তখন যত পার ও কথা বলো, এখন ও নামটি এখানে মুখে এনো না।

১ম যু। আচ্ছা খুড়ো! তুমি বিয়ে কর্‌তে এত গর্‌রাজি কেন?

হরে। এ আর বুঝ্‌ছ না? আজকাল দেশময় মেয়ের বিয়ে দিতে কেমন নাকাল হ'তে হয় দেখ্‌ছ ত? দেশে সব বড় বড় মাথাওলা লোক রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের হিন্দু-সমাজের চিরন্তন প্রথা বজায় রেখে তার উৎকর্ষসাধন করতে কারও বড় প্রবৃত্তি হয় না, সবাই স্ব স্ব প্রধান, কেউ পনের বৎসরে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়; আবার আজকাল একটা বিধবা বিবাহের হুজুকে কেউ কেউ ক্ষেপেছে। বাবা! আইবুড়ো মেয়ে পার করা চুলোয় গেল, তারা বিধবা বিবাহের জন্য ব্যাকুল দেখ্‌ছি।

৩য় যু। ঠিক বলেছ মামা!

হরে। দেখ, আবার ও কথা বল্‌ছ?

৩য় যু। না—না—খুড়ি! তুমি ঠিক বলেছ খুড়ো! তবে একটা কথা আছে; যাঁরা হিন্দুর আচার ব্যবহার, নিয়ম পদ্ধতি বজায় রেখে চ'লেন, তাঁরা কখনও বিধবার বিবাহ দিতে বড় একটা মত দেন না; খুড়ো! আমাদের সমাজে এখন কোন নেতা না থাকলেও আমাদের দেশাচারটা বড় সহজে কেউ উঠিয়ে দিতে পার্‌বে না। আমাদের আর্য্য-মনীষীরা যেরূপ চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া সনাতন হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন, তা কখনও সহজে শিথিল হ'বার নয়।

৪র্থ যু। ঠিক বলেছ ভায়া! যাক্, ও সব কথা যেতে দাও, এখন একটা গান গাও ত মামা!

হরে। আবার ঐ কথা?

৪র্থ যু। থুড়ি—ভুলে বলেছি, কিছু মনে করো না, একটা এখন গাও ত শুনি।

হরে। আমি গানের কি জানি বল।

৪র্থ যু। যা জান, তাই ভাল, তোমার গলার আওয়াজ বড় মিষ্ট, সেই রামপ্রসাদি সুরে একটা গাও।

হরেকৃষ্ণ সঙ্গীতবিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিল, সে কোনও আপত্তি না করিয়া একটি গান গাহিল।

সে গীত সমাপ্ত হইলে যুবকেরা তাহাকে আর একটি গীত গাহিতে অনুরোধ করিতেছে, এমন সময়ে ক্ষ্যান্তমণি নাম্নী একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সেই স্থানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "চুলোয় যাক্, নির্ব্বংশ হ'ক, আমাকে কি না এমন কথা বলে!"

সহসা ক্ষ্যান্তমণিকে তথায় ঐরূপে চীৎকার করিতে শুনিয়া একটি যুবক কহিল, "কি হয়েছে তোমার? কাকে অত গালাগালি দিচ্ছ?"

ক্ষ্যান্তমণি তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল, "এঁ্যা, আমাকে কি না এমন কথা বলে! নির্ব্বংশ হ'ক, ওলাউঠা হ'ক, দাঁড়াও, এই আমি বোস মশাইকে এই কথা বলিগে। ছি! ছি! কি ঘেন্নার কথা মা!"

ইহা শুনিয়া হরেকৃষ্ণ কহিল, "আরে মাগি! তুই কাকে এত গালাগালি দিচ্ছিস্, তোর হয়েছে কি?"

ক্ষ্যান্ত। এই যে আমায় এমন কথা বলেছে, তাকেই গালাগালি দিচ্ছি, সে নির্ব্বংশ যাক্, তার ওলাউঠা হ'ক; এই চল্লেম, আমি বোস মশাইকে বল্‌তে চল্লেম।

১ যু। কি বল্‌বে? আমাদেরই বল না, আমরা না হয় তোমায় সঙ্গে ক'রে বোস মশাইয়ের কাছে যাব; তোমায় কে কি বলেছে?

"কি ঘেন্নার কথা মা! সে আর কি বল্‌ব, নির্ব্বংশ হ'ক্, উচ্ছন্ন যাক্। আমরা গরীব দুঃখী লোক, পরের বাড়ী চাকরী করে খাই, আমায় কি না মিত্তির বাবু ডেকে পাঠিয়ে তার বাগান বাড়ীতে যেতে বলে? টাকার লোভ দেখায়? উচ্ছন্ন যাক্, তার টাকায় আগুন লাগুক। ওর ওলাউঠা হ'ক—এই চল্‌লেম,আমি বোস মশাইকে এ কথা বল্‌তে চল্‌লেম।" এই বলিয়া ক্ষ্যান্তমণি তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সে প্রস্থান করিলে পর প্রথম যুবক কহিল,"এ মাগীটা কে বল দেখি— কেবল ত কতকগুলো গালাগালি দিয়ে গেল। ব্যাপারখানা কি?"

হরেকৃষ্ণ। আহা, ওকে আর চেন না? ও যে ঐ ও পাড়ার দত্তেদের বাড়ী চাক্‌রী করে, ওর নাম ক্ষ্যান্ত। বোধ হয়, কাশি বাবু ওকে কোন একটা কু-মৎলবে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই ও কাশি বাবুকে অত গালাগালি দিচ্ছে; যা হোক্ বাবা, দেখতে দেখতে কাশি বাবুর অত্যাচারের মাত্রাটা খুবই বেড়ে উঠ্‌ছে।

১ম-যু। উঠুক গে, এদিকেও ভট্টাচার্য্য মশাই ও বোস মশাই ওকে দমন কর্‌তে পেছপা নহেন, দৈবাৎ বোস মশাই ও রকম সর্ব্বস্বান্ত না হলে এতদিনে কাশি বাবুকে এক ঘরে হ'তে হ'ত।

২য়-যু। চুপ্ চুপ্; ঐ যে ভট্টচার্য্য ও বোস মশাই এদিকে আস্‌-ছেন, সঙ্গে হরিহরও রয়েছে।

৩য়-যু। ও হরিহরটা কে বল দেখি।

হরে। ঐ যে রায়গড়ের দীননাথ চাটুর্য্যের ছেলে, আসামের চা বাগানে কাজ কর্‌ত? বোস মশাই ওর মা ও বৌকে নিজ সংসারে আশ্রয় দিয়েছেন, হরিহর নিজেও এখন সেখানে আছে।

তাহারা যখন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে হরবল্লভ, হলধর ও হরিহর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া হরেকৃষ্ণ ও যুবকগণ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল, তাহা দেখিয়া তাঁহারাও তাহাদিগকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। অতঃপর হলধর কহিলেন,"তোমরা সব দেশের কিছু খবর রাখ? না পথে দাঁড়িয়ে কেবল গণ্ডগোল কর? আমার দশটা বাঙ্গালীকে একত্রে দেখ্‌লেই একটা বিবাদের আশঙ্কা হয়, অন্য জাতিরা দশজনে মিলে এক মত হয়ে কার্য্যসম্পাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু আমরা দশজনে মিলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে, পরস্পরের মতানৈক্য হেতু তাহা পণ্ড করিয়া ফেলি।"

ইহা শুনিয়া একটি যুবক কহিল, "আজ্ঞে, আমরা আপনাদেরই আজ্ঞাধীন, আমাদের আপনারা যখন যেমন আজ্ঞা করিবেন, আমরা তদ্দণ্ডেই তাহা পালন করিব, আপনারা আমাদের নেতৃস্থানীয়।"

যুবকগণ। আমরা আপনাদের দাসানুদাস।

ইহা শুনিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "তোমরাই আমাদিগের ভবিষ্যের ভরসা; যুবকবৃন্দ! আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই, সকলেই একবার আমাদের দেশের শোচনীয় অধঃপতনের বিষয় ভাবিয়া দেখ, বোঝ, আমাদের হৃদয় হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রভাব কিরূপে ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে; ভারতের যে সকল আর্য্যমনীষীগণ ধর্ম্মভাবময় পুণ্যময় কর্ম্মানুষ্ঠানে ও সদুপদেশে হিন্দু সমাজের সজীবতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সেই পবিত্র হিন্দুসমাজে যথেচ্ছাচারিতা ভাব আনয়ন করিয়া আমাদিগের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছি। পরস্বাপহরণ, পরদারগমন হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া কথিত, কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে আজ দেখ, আমাদিগের দেশে ব্যভিচার স্রোত কিরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। যে

ভারত একদিন সতীত্বের প্রভামণ্ডিত আদর্শভূমি বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতাম, যথায় প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্যললনাবৃন্দের বিচরণস্থল ছিল, সেই ভারতে—আমাদিগের পুণ্যময় ধর্ম্মভাবময় সেই পবিত্র ভারতে—আজ ব্যভিচার স্রোত প্রবাহমান দেখিয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। দেশের চতুর্দ্দিকে একবার তোমরা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যমনীষীগণের স্থাপিত, ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত টোল, ধর্ম্মভবন বিলুপ্তপ্রায়, দেবমন্দির ভগ্ন, লোকের হৃদয়ে ধর্ম্ম গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন; আমাদিগের সমাজ —ধর্ম্ম-বর্ম্মে আবৃত হিন্দুর পবিত্র সমাজ—আজ ব্যভিচারে পরিপূরিত। হিন্দুর তীর্থস্থান, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের পবিত্র ধাম কাশী, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন, কলির প্রত্যক্ষ পুণ্যস্থল শ্রীক্ষেত্র, কলিকাতার পীঠস্থান কালীঘাট, এ সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিবে, তথায় আজ কি ভীষণ পাপের স্রোত প্রবাহিত। ধর্ম্মস্থলে, পুণ্যস্থলে ঠগ ও ব্যভিচারী ব্যক্তিগণ আমাদিগেরই মাতা ও কন্যা স্বরূপিনী হিন্দুললনার প্রতি পাপপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। হে যুবকবৃন্দ! তোমরাই ইহার প্রতীকার কর, দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে এ ব্যভিচার দমনে বদ্ধপরিকর হও। এস, আমরা পরস্পরে বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া, এক মনে এক প্রাণে সমাজ ও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনে, হিন্দুর পবিত্র সমাজ শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিয়া এই জননী জন্মভূমির মুখোজ্জল করি।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া যুবকগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এস, আমরা জননী জন্মভূমির মুখোজ্জল করি।"

হলধর কহিলেন, "এস যুবকবৃন্দ! আমরা জ্ঞানী ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ মহাত্মাগণের মধুর উপদেশ সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব

রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই ; এস, আমরা আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, গরিমা, জ্ঞান ও বিবেকালোকের উজ্জ্বল পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত হিন্দু সমাজের উন্নতি কামনায় প্রাণ, মন, ধন উৎসর্গ করিতে নিরত হই।"

এইরূপে যখন পথিমধ্যে তাঁহারা কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় কালাচাঁদ ও হরিদাস বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস বাবু বলিলেন, "হরবাবু, আবার এক বিপদ্ উপস্থিত। আপনার এই দুঃসময়ে নির্লজ্জ কাশিনাথ আপনার গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের দাদামহাশয় চণ্ডীরাম বাবুকে আপনার বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছে, তিনি বলিতেছেন, আপনি আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সতীশকে ফাঁকি দিয়াছেন, তাই তিনি দৌহিত্রের পক্ষ হইতে আপনার নামে আদালতে নালিশ রুজু করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে সতীশ কতদূর কি করিয়াছে, তাহা আপনি অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

হরবল্লভ এই কথা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "হরিদাস বাবু! আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আমার জমিদারী ও বিষয়-সম্পত্তি ঋণের দায়ে হারাইলেও বসতবাটীখানি এখনও বিনষ্ট হয় নাই, পাছে ঐরূপ একটা কোন গোলযোগ হয়, সেইজন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ চারুর পুত্র, সতীশের নামে তাহা যথাবিধি লেখাপড়া করিয়া দিয়াছি। আর নান্‌তেপুরের জমিদারী বিক্রয় করিয়া আমার "গৌরীদান" করিব ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু কি জানি, কিসের জন্য শত শত ব্যক্তি এ অধমের মুখ চাহিয়া রায়গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ নান্‌তেপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদিতন্ত্রে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। আমি আর সেই

নানৃতেপুরের জমিদারী বিক্রয় করিতে পারিতেছি না, তাই ভাবিতেছি, বুঝি বা আমার পিতৃপাশে প্রতিশ্রুতি বিফল হয়। আর সময় নাই, অতি অল্পকাল অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে গৌরীর বিবাহ দিতে না পারিলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, এ প্রাণ থাকিতে তাহা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না; আমি এখন দীনহীন, আমার আর কোনও উচ্চাভিলাষ করা সাজে না, আমার ন্যায় দীনহীনের ঘরে কোনও পাত্রের সহিত গৌরীর বিবাহ দিয়া আমার প্রতিজ্ঞাপালন করিব। এখন আমার সম অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা করা অতি আবশ্যক।"

কালা। দুরাচার কাশিনাথ আপনার সহিত কি শত্রুতাই না করিতেছে? সে-ই শ্যামচরণ বাবুকে উত্তেজিত করিয়া তাহার পুত্রের সহিত গৌরীর বিবাহ দিতে দেয় নাই।

হর। ইহাতে আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি, শ্যাম বাবু যদ্যপি পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রভূত অর্থ পান, সে স্থলে আমি তাঁহার সে অর্থলাভের পথে প্রতিবন্ধক হইতে ইচ্ছা করি না; ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যাহা কিছু করেন, সে সকলি জীবের মঙ্গলের জন্য। বোধ হয়, করুণাময় পরমেশ্বর আমার মঙ্গলের জন্যই কাশিনাথের দ্বারা ও বিবাহ-সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া হলধর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "হরবল্লভ! তুমি আর কাশিনাথকে ক্ষমা করিও না, সে ক্ষমার অযোগ্য। যে অসহায়া স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার প্রতি তোমার সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত নহে, তুমি ত জান, আমি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া গৌরীর সুপাত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া ঐ কাশিনাথের জন্যই

বিফল মনোরথ হইয়াছি; তুমিও ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ। যে সমাজদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, পরস্ত্রীর প্রতি অত্যাচার প্রয়াসী, সে ক্ষমার অযোগ্য। তুমি গৌরীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, গৌরী তোমার কোনও বড় ঘরের গৃহলক্ষ্মী হইয়া তোমার মুখোজ্জ্বল করিবে; তুমি পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিয়াছ, পরোপকার করা তোমার জীবনের মহাব্রত। যে পরের জন্য ভাবে, স্বয়ং ভগবান্ তাহার জন্য ভাবিয়া থাকেন।"

"আশীর্ব্বাদ করুন, ব্রাহ্মণের শ্রীচরণরেণু আমার একমাত্র ভরসা।" এই বলিয়া হরবল্লভ ভক্তিভরে হলধর ও হরিহরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

হরিহর কহিল, "আপনি আমার কুল-মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আমি কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করেন। আপনি আমার আশ্রয়দাতা, ভয়ত্রাতা, আপনার মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আর আমার সেই সুদূর আসামে গিয়া পরের অধীনে দাসত্ব করিবার স্পৃহা নাই, যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে আমি আপনার সংসর্গে থাকিয়া শান্তিসুখে কালযাপন করিব।"

তাঁহারা যখন পরস্পরে এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ফকিরণীর সহিত একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী তাঁহাদিগের প্রতি তাকাইয়া রহিল; হরবল্লভ ফকিরণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কে মা তুমি! কি উদ্দেশ্যে এ বৃদ্ধের সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ? তোমরা কোথায় যাইবে?"

ফকিরণী কহিল, "মহাত্মন! আমরা আপনাকেই অন্বেষণ কর়-

ছিলেম, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সুদূর কলিকাতা হ'তে আপনার সন্ধানে এসেছেন, পথ ঘাট জানা না থাকায় অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে গ্রামের চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে ওনার দেখা হ'তে আমি এই পথ দিয়ে আপনারই বাড়ী যাচ্ছিলেম, যা হ'ক, আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হ'ল, ভালই—আপনি এনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন, আমি চল্লেম।"

হরবল্লভ কহিলেন, "কে মা তুমি এ ফকিরণী বেশে আমায় ছলনা করিতে আসিয়াছ ? তুমি আমার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছ, যদি আমার দ্বারা তোমার কোনও উপকারের প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে অনুমতি কর, আমি প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে স্বীকৃত আছি।"

"আমি দীনহীনা স্বধর্ম্মপালিনী সামান্যা ফকিরণী, উপস্থিত আপনার সমীপে আমার কিছুই চাহিবার নাই,তবে আল্লা যদি কখনও দিন দেন, তবে একদিন আমি আপনাকে আমার পরিচয় জানাব ও আমার এই পরিশ্রমের পুরস্কার চাহিব, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।" এই বলিয়া ফকিরণী দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর হরবল্লভ বাবু সমাগত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কহিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার ন্যায় বিজ্ঞ, পক্ককেশধারী, প্রবীণ ব্যক্তি এ অধমের অনুসন্ধান করিতে সুদূর কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন ; এক্ষণে আপনার অভিলাষ জ্ঞাপন করুন।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনার নামই হরবল্লভ বসু ?"

হর। আজ্ঞা, হাঁ।

বৃদ্ধ। আমার নাম কিশোরী মোহন ঘোষ ; আমার সহিত আপনার স্বর্গীয় পিতার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। আমি বহুকাল সপরিবারে ভাগলপুরে গিয়া বাস করিতেছিলাম, সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া

আপনার পিতার অনুসন্ধান করাতে, আপনাদের পারিবারিক দুর্ঘটনাদি অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। রামহরি বাবু আমায় কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহারই যত্নে ও অর্থ সাহায্যে আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কার্য্যে দু' পয়সা সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় পরহিতব্রতী পরিবারের বিপদ্ শুনিয়া কাহার হৃদয়ে না সহানুভূতি জাগিয়া উঠে? আমি আমার স্বর্গীয় বন্ধু, রামহরি বাবুর পুণ্য স্মৃতি লইয়া একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রুদ্রপুরে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে ঐ ফকিরণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহার মুখে আমি আপনার উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হইয়াছি। হরবল্লভ বাবু! আপনি আমার অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ, আমি আপনাদের দ্বারা নানারূপে উপকৃত, আমার কথা রাখুন, আপনি আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ প্রদান করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

হরবল্লভ বাবু সহসা কিশোরী মোহন বাবুর মুখে এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব ও ফকিরণীর দ্বারা তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কহিলেন, "মহাত্মন! আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনাকে আর আমি অধিক কি বলিব? আপনি যখন আমার কন্যাদায় ও অপরাপর সমস্ত বিষয়ই অবগত হইয়াছেন, তখন আমি আপনার এ বিবাহ-প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অভিমত প্রদান করিতেছি। আপনি হৃদয়বান্ মহৎ ব্যক্তি, আপনার এ উদারতায় আমি আপনার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার এ স্বার্থত্যাগপূর্ণপুত্রের বিবাহ দান যেন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পরিগৃহিত হয়, ঈশ্বর আপনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুন।"

হলধর কহিলেন, "ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন; ধন্য

আপনার স্বজাতি বাৎসল্য ! ধন্য আপনার স্বার্থত্যাগ !! কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালীর এ ঘোর দুর্দ্দিনে, যে দিন আপনার ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমরা আমাদিগের আপনাপন পুত্রের বিবাহ দিয়া, স্বজাতির ও স্বদেশ-বাসীর উপকার করিতে শিখিব, সে দিন ভারতের কি শুভদিন ! সে দিন বুঝিব, ভারত-গগনের অস্তমিত সুখ-রবি আবার পূর্ব্বাকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া ভারতের তিমির নাশ করিবে। আমাদিগের এ ঘোর বিপদে আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সংসর্গ লাভ করিয়া আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম।"

কিশোরীমোহন হলধরের পদধূলি স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া কহিলেন, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করি-তেছি। ঠাকুর ! আপনারা জানেন না যে, আমি রামহরি বাবুর দ্বারা কতদূর উপকৃত, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সদৃশ ; যখন আমি যৌবনের শেষ পদার্পণে আমার উন্নতির সমস্ত আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অর্থহীন অবস্থায় বসিয়াছিলাম, তখন এই হরবল্লভ বাবুরই পিতা আমায় অর্থ সাহায্য করিয়া, আমার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। তাঁহার সাহায্যে যখন আমি প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমি তাঁহার উপকারের প্রত্যুপকার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে-ছিলাম। এক্ষণে রামহরি বাবু স্বর্গগত, আপনারা আমার বিষয় কেহ কিছুই অবগত নহেন, কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময়, তিনি আমার অন্তরের ভাব জানেন, তিনি আমার আজ এ প্রত্যুপকার করিবার সুযোগ দিয়াছেন, আমি হেলায় তাহা হারাই কেন ? হরবল্লভ বাবু ! আমায় আপনার বাড়ীতে লইয়া চলুন, আমি আজই আমার পুত্রের বিবাহ স্থির করিব, আজ বড় শুভদিন।"

"আসতে আজ্ঞা হয়, আপনার পদধূলিতে আমার বাড়ী পবিত্র

হইবে।" এই বলিয়া হরবল্লভ সাদরে তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

হলধর অকস্মাৎ এইরূপে গৌরীর বিবাহ স্থির হইতে দেখিয়া কহি-লেন, "জয় ধর্ম্মের জয়, ঈশ্বর মঙ্গলময়!"

উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী তাঁহার স্বরলহরীর অনুকরণ করিয়া কহিল, "জয় ধর্ম্মের জয়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শান্তিময়

He most lives who thinks most, feels the
noblest, acts the best. *Philip Bailey.*

মানুষের পাপ কার্য্যের কথা কথনও লুকান থাকে না, তাহা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকণার ন্যায় ধীরে ধীরে দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃতি লাভ করে। যে পাপী, সে চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নিজ পাপ কাহিনী ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, পুণ্যের উজ্জ্বল আলোক হইতে দূরে, বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া সে ক্রমে ক্রমে পাপের আঁধারময় কুক্ষিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মানব-সমাজে বিচরণ করা আর তাহার সাজে না, কেননা দশে তাহার নিন্দা করে, দোষ সংশোধন করিতে উপদেশ দেয়, এই জন্য পাপী যে, সে দশের সংস্রব ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় চিত্তবৃত্তি অনুরূপ পাপ সহচরের আনুকূল্যে একটি দল গঠন করিয়া সাধারণ মানব সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে। আমাদিগের কাশিনাথ এই প্রকৃতির লোক; মতিলাল, দয়াময়, বলাইচাঁদ তাঁহার পাপ সহচর। ইহারা আপন দল পুষ্টি করিবার মানসে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা মুসলমান সর্দ্দার রেজা খাঁকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া হৃদয়ে অনেকটা আশা ও ভরসা পাইয়াছিল; তৎপরে ইহারা বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও হরবল্লভ বাবুর বিপক্ষে প্রকাশ্যভাবে আর কাহাকেও উত্তেজিত করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে বলাইচাঁদ নানারূপ চাতুরিজাল বিস্তার করিয়া শ্যামচরণকে বহু অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার পুত্রের সহিত গৌরীর বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল।

শ্যামচরণ বাবু হরবল্লভের দ্বারা আর কোনও সাহায্য পাইবার আশা নাই বিবেচনা করিয়া তিনি কাশিনাথের দলভুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে লোকে তাঁহাকে যথোচিত নিন্দা করিতে লাগিল, তাঁহার পাওনাদারগণ আপনাপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য জোর তাগাদা করিতে লাগিল, আশু বাবু হৃষীকেশের কন্যার সহিত শ্যামচরণের পুত্রের বিবাহ দিতে না পারিয়া, তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইজন্য শ্যামচরণ কাশিনাথ বাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা সাহায্য লইয়া পাওনাদারদিগকে, প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট ঋণ পুত্রের বিবাহ দিয়া পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শান্তিময় ডাক্তারী পরীক্ষায় এস্, এম্, এস্ উপাধি পাইয়া কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিত। এই অর্থই উপস্থিত শ্যামবাবুর সংসার নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। শান্তিময় কলিকাতায় অবস্থিতি করিলেও লোক পরম্পরায় পিতার এইরূপ অশিষ্ট ব্যবহার শুনিয়া আজ স্বীয় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শান্তিময় বাটীতে আসিলে পাড়ার যাবতীয় লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত, কেননা সে পরোপকারী, পরের দুঃখে দুঃখী ছিল; কিন্তু আজ শান্তিময়ের আগমনে পাড়ার লোকজন ত দূরের কথা, তাহার সহপাঠী যুবকবৃন্দের মধ্যেও কেহ তাহাকে দেখিতে আসিল না। শান্তিময় ইহার কারণ বুঝিল, ভাবিল যে হরবল্লভ বাবুর সহিত পিতার অশিষ্ট আচরণেই সে পাড়া প্রতিবাসীদিগের সহানুভূতি হারা হইয়াছে। এই ভাবিয়া সে পিতার উপর অভিমান করিয়া মাতৃপাশে উপনীত হইয়া কহিল, "মা, বাবা নাকি দুরাচার কাশীনাথ বাবুর সহিত যোগদান করিয়া আমাদের চিরোপকারী হরবাবুর বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন?"

শৈলবালা পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "না বাছা, ইঁনি তাঁর সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ ত করেননি, তবে কাশী বাবু তোমার বিয়ে দিইয়ে পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় ক'রে দেবেন ব'লে, উনি হরবল্লভ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে গররাজি হয়েছেন। উনি বলেন, যে আজ-কাল পাওনাদারেরা বড়ই জ্বালাতন করছে, এ অবস্থায় তোমার বিয়েতে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতেই সব ঋণ শোধ কর্‌বেন। হরবল্লভ বাবুর কাছ থেকে তোমার বিয়েতে ইনি মোটে তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন, তা তিনি সে টাকাও দিতে পারেন নি; হরবাবু নিতান্ত দৈন্যদশায় পড়েছেন।"

এই কথা শুনিয়া শান্তিময় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মা, পিতা জন্মদাতা, তাঁকে আমি অন্তরের সহিত ভক্তি করি, তাঁর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আমি কোনরূপ বাক্‌বিতণ্ডা করিতে পারি না, আর করিবার ইচ্ছাও নাই; কিন্তু মা! তুমি আমার দেবীস্বরূপিণী, তোমারই অনন্ত করুণা, স্নেহ ও মমতা বলে আমি এই শ্যামল ধরাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তোমার নিকটে কোনরূপ উপদেশের কথা বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র, তবে আমি শতবার তোমার কাছে ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা বলিতে পারি, বড় হ'লেও, এখনও মা! আমি তোমার সেই স্নেহের শান্তি। তুমি রাগ ক'রোনা, বাবা এলে তাঁকে একটু বুঝিয়ে ব'ল, যে হরবল্লভ বাবুর এ ঘোর বিপদে আমাদের তাঁর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া ঘোর অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। হরবল্লভ বাবুর সাহায্যে, আমি বাল্যে পাঠশিক্ষা করেছি, তিনি আমায় ডাক্তারী শিখাইতে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারই কৃপাগুণে আমি এখন উপস্থিত জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন সেই কলিকাতায় পরের অধীনে চাকুরি করিতেছি। এ অবস্থায় তাঁহার বিপক্ষে কোন কাজ করা কি আমাদের সাজে? বিশেষতঃ আমার বাবার কি

সাজে ? দুরাচার কাশি বাবুর পাপ সংসর্গে গিয়া নিশ্চয়ই বাবার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ; নতুবা এরূপ ঘৃণিত আচরণ করিতে তাঁহার একটুও শঙ্কা বা ঘৃণাবোধ হইল না কেন ? মা ! হরবল্লভ বাবুকে আমি অন্তরে অন্তরে ভক্তি করি, যথেষ্ট মান্য করি। কেন না তাঁহারই শিক্ষা ও উপদেশে আমি আমার চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি, যৌবনের প্রথম পদার্পণে, তিনিই আমার উৎসাহ ও উদ্যমবৃদ্ধি করিয়া আমার প্রাণে প্রাণে মহৎ কার্য্য-কলাপের কমনীয় সুখময় ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন ; দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাথা আতুরদিগের চিকিৎসা বিধানের জন্য আমায় তিনি ডাক্তারী পড়িতে উপদেশ দেন, তাঁহার বাক্য আমি শিরোধার্য্য করিয়া এই অনন্ত কর্ম্মমালাপূর্ণ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। তারপর আমার স্ত্রী বিয়োগ হইলে আমি আর বিবাহ করিব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু যখন তোমরা সকলেই আমায় আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে এবং স্বয়ং হরবল্লভ বাবু আমায় স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, তখন আমি বিবাহ করিব না বলিয়া মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেও কেবল হরবল্লভ বাবুর উপর আন্তরিক শ্রদ্ধাবশতঃই আবার বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম ; কিন্তু বাবা আমার সে বিবাহে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার এই অন্যায় ব্যবহারে পাড়ার সকলেই আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছে। কাল যখন সন্ধ্যার সময়ে আমি বাড়ীতে আসিতেছিলাম। সেই সময়ে আমাদের প্রতিবাসীরা, শুধু প্রতিবাসী কেন ? আমার বাল্যকালের সহপাঠিগণও, যাহারা আমায় দেখিলে দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সাদরসম্ভাষণ সহকারে আলিঙ্গন করিত, তাহারা আমায় দেখিয়া ঘৃণাপ্রযুক্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। তখন আমি তাহাদিগের সেইরূপ ব্যবহারের

অর্থ বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, বাবা হরবল্লভ বাবুর সহিত অতি কদর্য্য ব্যবহার করাতেই আমার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। মা! আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কাশিনাথ বাবুর সহিত হরবল্লভ বাবুর মনোমালিন্য ভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, একদিকে ধর্ম্মের আদর্শ মূর্ত্তি, অন্যদিকে পাপের বিভীষণ প্রতিকৃতি; একদিকে পুণ্য, অন্যদিকে পাপ,একদিকে আলোক, অন্যদিকে আঁধার, এই পাপপুণ্যের, ধর্ম্মাধর্ম্মের সংঘর্ষণে, অধর্ম্মের অধঃপতন, পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় হরবল্লভ বাবুর বিপক্ষতাচরণ করিলে আমাদের যে কলঙ্ক রটিবে, তাহা ইহজীবনে কখনও অপনীত হইবার নয়।"

শৈলবালা কহিলেন, "শান্তি! তুমি ঠিক বলেছ, হর বাবুর মেয়ের সহিত তোমার বিয়ে না দেওয়া বড়ই অন্যায় হয়েছে; আমি তখনই তাঁকে বলেছিলেম যে, "এ কাজ তোমার ভাল হচ্ছে না," তা আমার কথা কে শোনে? আহা হর বাবু আমাদের কতই না উপকার করে-ছেন, তাঁর মনে কষ্ট হ'লে আমাদের কি ভাল হবে? যা হোক্ বাবা, আমরা শীঘ্র তোমার একটি বিয়ের যোগাড় ক'রে ফেল্‌ছি, তাঁকে বলে না হয় কিছু কম টাকাতেই রাজি করাব।"

শান্তি কহিল, "আবার বিবাহ? মা! আর তোমরা আমায় বিবাহ কর্‌তে অনুরোধ করো না; আমি এই তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করে শপথ কর্‌ছি যে, ইহজীবনে আর আমি কখনও বিবাহ কর্‌ব না। বার বার অর্থ লালসায় পর কন্যার পাণিগ্রহণ করা আমার বিবেক বুদ্ধির বিরুদ্ধ। একবার ত আমার বিবাহ দিয়াছিলে, যে জন্য বিবাহ করা, সে ধন ত ভগবান্ আমায় দিয়েছেন, "নীলা" বেঁচে থাক্‌লে বংশ রক্ষা হবে, তা হ'লেই হ'ল। মা! আমার সামান্য বুদ্ধিতে বেশ বুঝিতেছি, বাঙ্গালী এই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াই অকুলপাথারে

পড়ে; তাহাদের সেই তরঙ্গান্বিত সংসার-সমুদ্র হইতে আর উঠিবার শক্তি থাকে না, চক্ষের সম্মুখে কত অত্যাচার, অনাচার হইতে থাকে, কত অধর্ম্মজনিত পাপ কলুষিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, বাঙ্গালী আমরা— এই সংসার-সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গাভিঘাতে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া তাহা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি না। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন আমি তোমার ঐ পদরেণু প্রভাবে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি।"

মাতাপুত্রে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে কামিনীমণি নাম্নী একটি ত্রিংশৎ বর্ষীয়া বিধবা একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কামিনীমণি শ্যামচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা, শান্তিময়ের ভগ্নী, শিশুটী শান্তির সবে ধন একমাত্র পুত্র "নীলমণি," বয়স দেড় বৎসরমাত্র। কামিনীমণি পার্শ্বের গৃহে বসিয়া শান্তিময়ের সকল কথা শুনিতেছিল, এক্ষণে শান্তিময় "আর বিবাহ করিব না," বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সে ত্বরিতপদে সেই স্থানে আসিয়া কহিল, "সে কি শান্তি! তুমি আর বিয়ে না কর্‌লে চলে? তোমার এই অল্প বয়স, এখন বিয়ে না কর্‌লে সংসারে মন টিক্‌বে কেন? ছেলে মেয়েও ত তেমন নাই।"

শুনিয়া শান্তি কহিল, "ছেলে নাই কেন? ঐ নীলমণি ত রয়েছে, তুমি ওকে মানুষ কর্‌লে ও একদিন-না-একদিন তোমাদের দুঃখ ঘুচাবে।"

কামিনী কহিল, "এর আবার ভরসা; 'একটা বেটা ও বেটা, আর একটা টাকাও আবার টাকা।' তুমি ও সব ছেলে মানুষী বুদ্ধি ছেড়ে দাও, দিয়ে আবার বিয়ে কর, বাবা তোমার শীগ্‌গীর বিয়ের ঠিক কর্‌ছেন।"

শান্তিময় ভগ্নীর কথা শুনিয়া কহিলেন, "কেন দিদি! একটাতে কি কিছুই নির্ভর করা যায় না? এই অসীম অনন্তব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র

সূর্য্যদেব কি জগতের সমস্ত অন্ধকার নাশ করেন না? আঁধারময় রজনীতে, ঐ সুনীল আকাশে চাঁদ যদি মেঘ ঢাকা পড়ে, তা হ'লে অসংখ্য নক্ষত্রনিচয় কি এক চাঁদের শতাংশের একাংশও আলোক বিতরণ করিতে পারে? লোকে কথায় বলে "এক চাঁদে জগৎ আলো।" তুমিই ত দিদি! নীলার লালনপালনের ভার নিয়েছ, ওকে তুমি নিজের ছেলের মত যত্ন কর, তোমারই চেষ্টায় ও শিক্ষাগুণে ওর চরিত্র গঠন হবে। পুত্রের চরিত্র সৃষ্টি মায়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; নীলা আমার মাতৃহারা হ'লেও তোমাদের স্নেহহারা নহে, তোমাদের আদর্শ চরিত্রে তাকে মানুষ ক'রে তোমার সুশিক্ষার পরিচয় দাও, তা হ'লেই হ'ল, আমায় আর বিবাহ করতে অনুরোধ ক'র না।"

কামিনী। নীলাকে আমি যথাসাধ্য মানুষ করতে চেষ্টা পাব, কিন্তু ভাই! তুমি বিয়ে না করলে আমার মেয়ে কি ক'রে পার হ'বে? তার বয়স ত কম হ'ল না, এই দশ বৎসরে পড়ল ব'লে; বাবা বলেছে যে তোমার বিয়েতে একটা থোক্ টাকা পেলেই আমার মেয়ে পার ক'রে দেবে।

শান্তি। দিদি! তোমার কথা শুনে আমার হাসি পায়, বাবার আমার চারিদিকেই দেনা, যেদিকে চাও, দেখিবে পাওনাদারেরা অর্থের জন্য সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার মুখের প্রতি তাকাইয়া আছে, সেই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে বাবা হয় ত কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে গৃহাদি বিক্রয় করাইয়া, তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ ঠিক করবেন, তাহাতেই তিনি সমস্ত ঋণদায় হ'তে মুক্তিলাভ করবেন, তোমার কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করবেন; এ কি কুহকিনী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাবা আমার তোমাদের সকলকে আশ্বাস দিতেছেন! দিদি! ঠিক জেনো, বাঙ্গালী এই কন্যাদান প্রথায় অর্থ আদানপ্রদান

করিয়া দিন দিন হিন্দুর পবিত্র বিবাহ কার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলতা সংঘটন করাইতেছে। এ নীচ ঘৃণিত প্রথা যতদিন না আমাদের সমাজ হ'তে দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের কাহারও মঙ্গল নাই। ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই চিন্তা করিবার বিষয়। আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি, ভেবেই মা'র ঐ পবিত্র চরণ স্পর্শ ক'রে আর বিবাহ করব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি এ প্রতিজ্ঞাপালনে কখনও পশ্চাৎপদ না হই। দিদি! তুমি তোমার মেয়ের জন্য ভেবো না! বাবার ঋণের জন্য চিন্তা করো না, ঐ সকল ঋণদায় হ'তে বাবাকে নিষ্কৃতি করবার জন্যই আমি মা'র সমীপে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি; যদি আত্মোৎসর্গে কখনও পরোপকার করা যায়, তা হ'লে আমার আশা একদিন-না-একদিন পূর্ণ হবে। স্থির জেনো, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যাহা কিছু করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। এক্ষণে আর আমি এখানে থাকিয়া কালবিলম্ব করব না, বেলা প্রায় চারটা বাজে, এ সময়ে আমি একবার হরবল্লভ বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর এ দুর্দ্দিনে কেন উপকারের চেষ্টা করি।

শৈলবালা কহিলেন, "যাও বাছা, তাই যাও, তাঁকে বুঝিয়ে বলো যে কাশি বাবুই ওনাকে অধর্ম্মের পথে নিয়ে গিয়েছেন; আশীর্ব্বাদ করি, তিনি তোমায় যেন স্নেহের চোখে দেখেন, আর কোন অপমানের কথা না বলেন।"

"না মা, তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ, তথায় মানাভিমান স্থান পায় না, তোমাদের আশীর্ব্বাদে তিনি আমায় অবশ্যই প্রীতির চক্ষে দেখ্‌বেন, এখন আমি চল্‌লেম, বাবা এলে তাঁকে তোমরা বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বলো।" এই বলিয়া শান্তিময় তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর শ্যামচরণ বাবু শশব্যস্তে সেইস্থানে আসিয়া কহিলেন,

"গিন্নি! গিন্নি! শান্তি কোথায় গেল? সে বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে তোমাকে এতক্ষণ কি বল্‌ছিল বলত।"

শৈল। সে সব কথা তুমি শুনেছ?

শ্যাম। আড়াল থেকে কতকটা শুনেছি বটে, তবে ভাল রকম সব কথা বুঝ্‌তে পারি নাই।

শৈল। বোঝ, তুমিই একবার বোঝ, পাপের কি শোচনীয় পরিণাম, তোমার হৃদয়ে পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থাকায় তুমি সাহস ক'রে ধর্ম্মভাবাপন্ন ছেলের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে পার্‌লে না; আড়াল থেকে চোরের মত তার কথা শুন্‌ছিলে।

শ্যাম। তার উদ্দেশ্য আছে, গিন্নি! তার উদ্দেশ্য আছে।

কামি। শান্তি হরবাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছে; বাবা! তুমি হরবাবুর মেয়ের সঙ্গে শান্তির বিয়ে না দিয়ে ভাল কাজ কর্‌লে না, সকলের কাছে নিন্দার ভাগী হ'লে।

শ্যাম। তা' হ'লেম ত বয়েই গেল। আমি এই শান্তির বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে এসেছি, রুদ্রপুর গ্রামের কালীকৃষ্ণ দত্ত, সে সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রলোক, আর পাওনাও মন্দ হবে না, নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে; কাশি বাবু স্বয়ং এই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে দিয়েছেন, এ সময়ে শান্তি আবার হরবল্লভ বাবুর কাছে গেল কেন?

শৈল। তোমাকে অধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ পথ থেকে ধর্ম্মের প্রশস্ত পথে নিয়ে আস্‌বার জন্য। শান্তি আমার পা ছুঁয়ে শপথ করেছে যে, সে আর ইহজীবনে কখনও বিয়ে কর্‌বে না, তুমি আর তার বিয়ের জন্য কোন কথা আমায় বলো না।

শ্যাম। এঁ্যা, এঁ্যা, একি কথা বল্‌ছ! সর্ব্বনাশ! শান্তি বিয়ে কর্‌বে না কি! আমি যে কাশি বাবুর কাছে তার বিয়ের সব কথা ঠিক

করে ফেলেছি ; এখন শান্তি বিয়ে কর্‌ব না বল্‌লে যে আমায় বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হবে, আমার কথার খেলাব হবে।

শৈল। কথার খেলাব হবে ব'লে তোমার যদি এত ভাবনা, তা হ'লে তুমি হরবাবুর মেয়ের সঙ্গে যে শান্তির বিয়ে দেব ব'লে কথা দিয়েছিলে, সেটা খেলাব কর্‌তে একটু লজ্জা বোধ হ'য় নাই ? হরবাবু আমাদের অদিনে কত উপকারই না করেছেন, এই ও বৎসরে তোমার ছোট মেয়ের বিয়েতে তিনি প্রায় তিন চার শ' টাকা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর এই অসময়ে, তুমি কাশি বাবুর দলে মিশে বড়ই অন্যায় করেছ। শান্তি সেজন্য বড়ই বিরক্ত হয়েছে, সে কিছুতেই আর বিয়ে কর্‌ব না বলেছে ; শান্তি বলে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থ ও সামর্থ্য দানে সহায়তা করা স্বজাতীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তা না ক'রে তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে ঘোরতর অন্যায় করেছ।

কামিনী। হাঁ, বাবা ! হর বাবুর মেয়ের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দিলেই ভাল হ'ত।

শ্যাম। এখন ত আর কোন উপায় নাই। শুনেছি কলিকাতা হ'তে কে একজন উকীল এসে হরবল্লভ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ ঠিক করেছে ; সে এক পয়সাও নেবে না, এখন আমি কি করি ? আমার একুল ওকুল দু'কুল গেল। হায়, হায়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হলধরের অভিসম্পাত আমার হাতে হাতে ফলে গেল।

শৈল। ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ? সে কি ? কিসের জন্য ?

শ্যাম। হলধর ভট্টাচার্য্য আমায় হরবল্লভ বাবুর মেয়ের সহিত শান্তির বিবাহ দিবার জন্য অনেক বুঝাইলেও আমি বলাইচাঁদ নামক এক ব্যক্তির আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি, সেজন্য হলধর ক্রোধপরতন্ত্রে আমায় অভিসম্পাত দিয়াছিল যে, "পুত্রের বিবাহ

দিয়া তোমার অর্থ উপায়ের আশা কখনই ফলবতী হইবে না।" হায়, হায়, এখন আমার উপায় কি গিন্নি? তুমি শান্তিকে ভালরূপে বুঝিয়ে বিবাহ করতে বল, তা না হ'লে আমি ধনে প্রাণে মারা যাব। লোকের কাছে আমার মুখ দেখান ভার হবে, পাওনাদারেরা আমার বাড়ীঘর নিলাম ক'রে নেবে; তারপর কাশিনাথ বাবু একথা শুনলে আমায় যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা দিবেন, তোমরা তাঁকে চেন না, তিনি ভয়ানক দুর্দ্দান্ত লোক, তাঁকে রাগালে আর আমার রক্ষা নাই। এদিকে হর-বল্লভ বাবুর মেয়ের বিবাহও স্থির হয়েছে, তাঁর কাছেও আর আমার মুখ দেখাবার পথ নাই। এখন আমি কি প্রকারে আমার ঋণ পরিশোধ করি? দেনা—দেনা—চারিদিকেই আমার বিস্তর দেনা; শান্তির বিবাহ দিতে না পারলে আমি কেমন ক'রে এ সব দেনা পরিশোধ করব?

শৈল। কিসের দেনা? দেখ, অধর্ম্ম ক'রে কখনও সংসার চলে না, তুমি একটু নিজে নিজে বুঝে দেখ, এই যে তুমি এতকাল ঘরে বসে রয়েছ, কোথা হ'তে দু' পয়সা ঘরে আনবার জন্য একবারও চেষ্টা কর না, ছেলে যা' দু' পয়সা রোজগার ক'রে এনে তোমার হাতে দেয়, সে সব তুমি খরচ ক'রে ফেল—তোমার ছাই ভস্ম নেশাতেই নষ্ট কর;—শান্তি আমার সোনার ছেলে, তাই তোমাকে কিছু বলে না, কিন্তু সে কোন কথা না বললেও তুমি তার হাত খরচের জন্য কি কিছু টাকা দিতে পার না? তার চলে কিসে? তারও ত প্রাণে সখ আছে; আহা, বাছা আমার সংসার নিয়েই ব্যস্ত। অমন লক্ষ্মী বউ-মা ছিল, এক-দিনের তরেও শান্তি আমার তাকে কোন ভাল জিনিস দিতে পারে নি, আর তুমি ছেলের সেই মুখে রক্ত ওঠা রোজগার নিয়ে, নিজের নেশাতেই উন্মত্ত হয়ে থাক। এই যে এমন একটা বিধবা মেয়ে ঘরে রয়েছে, তার বার-ব্রত,ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য একটা পয়সাও কি তুমি তাকে দিতে পার

না? ও কি তোমার সংসারে কেবল পরিশ্রম কর্‌তেই রয়েছে? আর আমি? আমার কি হাত তুলে কিছু খরচ করতে সাধ হয় না? নিজের মেয়ের বিয়ে কোন "ধাপ ধাড়া গোবিন্দপুরে," দিয়ে ছেলের দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে এক রাশ টাকা চাইতে লজ্জা করে না? দেখ, তুমি আর কখনও কোন ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দিয়ে অভিসম্পাতের ভাগী হ'য়ো না।

শ্যাম। তাইত! এখন আমি তবে কি করি? গিন্নি, তুমি আর একবার ভাল ক'রে শান্তিকে বুঝিয়ে বিয়ে কর্‌তে বল, তা নৈলে আমিই আবার বিয়ে কর্‌ব বল্‌ছি।

শৈল। পোড়া কপাল আর কি!

কামি। বাবা! শান্তি আর কিছুতেই বিয়ে কর্‌বে না, সে মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করেছে, আর বলেছে যে, সেই রোজগার ক'রে তোমার সব দেনা শুধ্‌বে, আমার মেয়ের বিয়ে দেবে, এখন হ'তে তুমি আর পরের কাছে দেনা ক'র না।

"এ্যাঁ! তবে সে একেবারেই আর বিয়ে কর্‌বে না? তাইত! এক রাশ টাকা আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে? উঃ, পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা!" এই বলিয়া শ্যামচরণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শৈল। এখন আর ভেবে কি কর্‌বে? ছেলে উপযুক্ত হ'লে তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করা উচিত, শান্তি ফিরে এলে তার সঙ্গে তুমি একটা ভাল যুক্তি ক'রে কাজ কর, সে কাশিনাথ বাবুর সংস্রবে আর যেও না।

শ্যামচরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "উঃ! পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা, গিন্নি! আমার হাতছাড়া হয়ে গেল; হল-ধরের অভিসম্পাত আমার হাতে হাতে ফলে গেল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বড় বৌ

As the ancients
Say wisely, have a care o' th' main chance,
And look before you ere you leap;
For as you sow y'are like to rape. *Butler.*

"এতদিনে আমার মনের আশা পূর্ণ হ'ল।"

সুষুপ্তা যামিনী—চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। প্রকৃতি স্থিরা, অনন্ত-অম্বরে শশাঙ্কদেব কান্তিময় জ্যোছনা রাশি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তীর্ণ করিয়া উৎফুল্ল অন্তরে আপন সঙ্গীদল নক্ষত্রনিচয়সহ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সরোবরে কমলিনী সতী মুখ ঢাকিয়া প্রিয়তম পতি তপনদেবের উদয় পথ চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে এক দ্বিতলস্থ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক পঞ্চত্রিংশ বর্ষীয়া স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টি বলিতেছিল।

পাঠক! এ স্ত্রীলোকটীকে চিনেন কি? ইনিই আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত হরবল্লভ বাবুর পত্নী, নাম প্রভাতকুমারী।

হরবল্লভ পত্নীর ঐ কথাগুলি শুনিয়া কহিলেন, "কি আশা প্রিয়ে?"

প্রভাতকুমারী কহিল, "নাথ, আজ বহুদিন হ'তে আমি তোমায় একটা কথা বল্‌ব মনে কর্‌ছি, কিন্তু সময় ও সুযোগ না পাওয়াতে তা তোমার কাছে প্রকাশ কর্‌তে পারিনি; তুমি আমার ইহকাল পরকাল, জীবন সর্ব্বস্ব, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, সে কথা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল ব'লে, আমি ভরসা করে এতদিন বল্‌তে পারি নাই।"

হর। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার অন্তরে কি এমন ভাব জাগ-

য়িত আছে প্রভা! বল, যদি তাহা ন্যায়ানুমোদিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার আশা পূর্ণ করিতে প্রয়াশ পাইব।

প্রভাত। আজ ভগবান্ আমার সে আশা পূর্ণ করেছেন, তাই তোমায় বল্‌ছি; দেখ, তুমি যখন মা'র কাছে গৌরীর বিবাহ সেই শ্যাম বাবুর ছেলের সঙ্গে স্থির কর্‌ছিলে, তখন আমি তার সঙ্গে গৌরীর বিবাহ না দিবার জন্য তোমায় একবার বল্‌ব মনে করেছিলেম; দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ দিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কাল গৌরীর বিবাহ কলিকাতায় স্থির হওয়ায় আমি এত দিনে আমার মনের কথা আজ প্রকাশ কর্‌লেম। নারায়ণ, আমার আশা পূর্ণ করেছেন; তিনিই গৌরীদানের বিষম চিন্তা দূর ক'রে আজ তোমার ঐ অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দেখাইয়াছেন। নাথ, আমি বহু দিনের পরে তোমার হাসি মুখ দেখে আজ হৃদয়ে বড়ই আনন্দ বোধ কর্‌ছি।

হর। প্রভা! সকলই তাঁহার ইচ্ছা; মা'র আশীর্ব্বাদে, প্রিয় সুহৃদ ব্রাহ্মণ হলধর খুড়োর আশীর্ব্বাদে ও পিতৃপুণ্যে আমি "গৌরী-দান" রূপ বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার আশা পাইয়াছি। আর বিলম্ব না—কাল ২৪শে বৈশাখ, বড় শুভদিন, তিথি নক্ষত্র, সমস্তই শুভ, এই শুভ দিনে আমরা কালই কলিকাতায় গিয়া পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। আগামী ২৯শে বৈশাখেই আমার গৌরীদান করিয়া বাবার অভিলাষ পূর্ণ করিব। কিন্তু প্রভা! আমি যে আজ একেবারেই নিঃস্ব, সামান্য অর্থব্যয়েও অপারগ; পিতৃপুণ্যে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ প্রিয়বন্ধু কিশোরী বাবু গৌরীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিতেছেন। বড় সমস্যার কথা! তিনি এই বিবাহে আমার উপস্থিত সামর্থ্যানুযায়ী অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; আমিও তাহাই করিতে

প্রতিশ্রুত হইয়াছি। কেবল গৌরীর গাত্রে যে সকল অলঙ্কার আছে, তাহা দিয়াই আমি তাহাকে সম্প্রদান করিব ; কিন্তু এ বিবাহ উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ যে ব্যয় করিব, তাহার সংস্থানও দেখিতেছি না। কি করি, কাহার নিকটে এ প্রাণের কথা জানাই ?

প্রভাত। তাই ত নাথ ! ভগবান্ আমাদের এমন দুরবস্থায় ফেলেছেন যে, ক্রমে ক্রমে আমাদের দিন চলা ভার হ'য়ে উঠ্‌ছে। যাহা কিছু ছিল, এ ক' মাস তুমি ঘরে ব'সে থাকায়, তাহাও নিঃশেষ হ'য়ে গেল। এখন উপায় কি ?

হর। উপায় নারায়ণ, তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করাই এখন আমাদের একমাত্র মুক্তির-উপায় ; নান্‌কেপুরের জমিদারী হইতে যে কিছু খাজনা আদায় করিব, এরূপ আশাও নাই, তথায় সমস্ত রেওতই অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে।

প্রভাত। দেখ, ছোট বৌ আজ আমাকে গৌরীর বিয়েতে খরচ কর্‌বার জন্য তার গায়ের গহনা দিতে চেয়েছিল, সে বল্‌ছিল যে, মিছা কেন ও সব গহনা এখন সিন্ধুকে তোলা থাকে, এ সময়ে তুমি সেই গুলি বেচে গৌরীর বিয়ে দাও। এখন তোমার বড় অভাব, এ সময়ে এ গহনা বেচ্‌তে আপত্তি কি ? ভগবান্ আমাদের কি এমন দুরবস্থায় রাখ্‌বেন ? একদিন-না-একদিন আবার তোমার সুদিন হবে। তখন তুমি তাকে সকলের আগে গহনা দিও, উপস্থিত সে তার গহনা স্বেচ্ছায় দিতে চেয়েছিল।

এই কথা শুনিয়া হরবল্লভ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "দিতে চেয়ে ছিল কেন প্রভা ! আজ সন্ধ্যার পর মা'র হাত দিয়া সে সকল গহনা আমার কাছে পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি তাহা নিতে পার্‌লেম না, মাকে বুঝিয়ে তার গহনা তাকেই ফিরিয়ে দিতে বলেছি, সে

সব সতীশের বিয়ের সময় তার বৌকে দেবার জন্ত তুলে রাখাই ভাল। ঠাকুরপো! তুমি কি বোঝ না, সংসারে বড় হওয়ার কত জ্বালা? বড় যে, সে নিজের সুখ, দুঃখ স্বার্থের দিকে তাকাইলে সংসার চলে না, অধর্ম্মে লিপ্ত হ'তে হয়। এ সংসারে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ আমি, আমার উপরে তোমাদের সকল ভার ন্যস্ত, এ অবস্থায় যাহাতে তোমাদের প্রাণে তৃপ্তি, হৃদয়ে শান্তি, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, সেরূপ কার্য্য সমাধান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার সংসারে সুকুমারমতি বালক বালিকারা সহাস্যমুখে খেলা করিতে করিতে ক্ষুধা পাইলে ছুটিয়া আসিয়া যখন সতৃষ্ণনয়নে আমার মুখের দিকে চায়, তখন তাহাদিগকে আমার দারিদ্র্যতার কথা বলিয়া হতাশচিত্তে ফিরাইয়া দিতে পারি কি? আমি দারিদ্র্যের ঘোর অন্ধতম আবর্ত্তে পড়িলেও এখনও কর্ত্তব্যচ্যুত হই নাই। ছোট বৌ-মা আমার সংসারে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, চারুর অবর্ত্তমানে তাহার পুত্র কন্যার সুখ দুঃখের ভার আমার উপর, তাহাদের সকল অভাব, অভিযোগ, ব্যয়ভার বহন করা আমার কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় আমি কখনও কি সেই অনাথা বিধবার স্বাপ্য ধন গ্রহণ করিয়া গৌরীর বিবাহে ব্যয় করিতে পারি? উপস্থিত সময়ে তুমি আমার কন্যাদিগের অপেক্ষাও চারুর পুত্র কন্যাদের সমধিক স্নেহ করিবে। আমার এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে, আমার কন্যাদিগের মুখ চাহিবার পূর্ব্বে তুমি চারুর-স্ত্রী-পুত্র কন্যাদিগের যাহাতে না কোনরূপ অন্নবস্ত্রের কষ্ট হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কেন না, তোমার প্রাণে কোনও একটি কষ্ট বা দুঃখের কথা উদয় হইলে তুমি সেই কষ্টের কথা আমার কাছে প্রকাশ করিয়া তাহা লাঘব করিতে পার, কিন্তু ছোট বৌ-মা'র প্রাণে যদি কোনরূপ দুঃখের কথা উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার সেই দুঃখ জানাইবার আর কে আছে? হিন্দু নারী স্বামীর জীবিতাবস্থায় তাঁহারই অধীনে

থাকে, স্বামীর অবর্ত্তমানে শ্বশুর, ভাসুর অথবা পিতা, ভ্রাতার অধীন হয়। ছোট বৌ-মা'র বিবাহ হওয়া অবধি এই সংসারেই থাকিতে ভাল বাসে, পিত্রালয়ে যাইবার নামও করে না। এখন তাহার বৈধব্যাবস্থায় তাহাকে মা'র সহিত পূজা, আহ্নিক, ধর্ম্মকর্ম্মে চিত্ত সমর্পণ করিতে দেখিয়া আমি বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। চারু তাহার চরিত্রবলে স্বীয় স্ত্রী পুত্র-কন্যার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। প্রভা! তুমিও তোমার আদর্শচরিত্রে এ সংসারের উন্নতিসাধন করিতে সচেষ্ট হও; তোমার উপরে এ সংসারের ভবিষ্যৎ ভার নির্ভর করিতেছে, মা বৃদ্ধা হয়েছেন, তিনি তোমাকে এ সংসারের সকল ভার অর্পণ করিয়া কেবল ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত হ'তে চান, আজ বাদে কাল তুমি একজন গৃহিণী হবে, পাঁচজনের লালনপালনের ভার তোমার উপর নির্ভর করিবে। তুমি এ সংসারের বড়-বৌ, যাহারা তোমার ছোট, প্রাণ থাকিতে কখনও তাহাদের হিংসা করিও না, কখনও স্বার্থের দিকে তাকাইও না, স্বার্থ-ত্যাগ না করিলে বড় হইতে পারিবে না,দশের নিকটে অপদস্থ ও নিন্দার পাত্রী হবে।"

প্রভাত। প্রাণেশ্বর! গুরু তুমি, আমি তোমার শিষ্যা। তোমার ও পাদপদ্মে মতি থাক্‌লে অবশ্যই আমার গতি হবে; আমি মতিহীনা নারী, না বুঝে ছোট-বৌএ'র গহনা নেবার কথা বলেছি, সেজন্য আমার অপরাধ হয়েছে, আমার ত আর কোনও গহনা নেই যে, তাহাই বিক্রী কর্‌তে দেব।

হর। তোমারও গহনা বিক্রী করা আমার উচিত নয়, তবে কি করিব, কোন উপায় না থাকায় অফিষের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়া তোমার সে সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়াছি, সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। গৌরীর বিবাহ হইলে আমি নান্‌তেপুরে গিয়া কৃষিকর্ম্মের

উন্নতিসাধন করিতে প্রয়াস পাইব। বাণিজ্যে আমার অবনতি ঘটিল, দেখি, এবার কৃষিকর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিলে যদ্যপি কোনও প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

প্রভাত। হবে, অবশ্যই হবে; মা তোমায় মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করেছেন, তুমি তাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের দুঃখ ঘুচিয়ে আবার এ সংসারের উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে। দেখ, ভাল কথা একটা মনে পড়েছে, ঠাকুরের কাল হ'লে পরে তুমি আমাকে যে একটা আংটী দিয়েছিলে, সেটা এখনও আছে, আফিষের দেনা শোধ্‌বার সময় সেটা বিক্রী করা হয়নি,এ সময়ে সেটা বেচ্‌লে হয় না? আর আমায় যে তুমি হাত-খরচের জন্য সময়ে সময়ে দু'-এক টাকা দিতে, আমি তা হ'তে ছ'খানি গিনি জমিয়েছি, তুমি এখন সেই গিনি ক'খানি নাও, এ'তে তোমার কিছু উপকার হ'তে পারে।

এই কথা শুনিয়া হরবল্লভ বাবু প্রভাতকুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "প্রভা, প্রভা, তুমি এ কি বলিতেছ? আমি কবে কোন্ সময়ে তোমার হাত-খরচের দু'-একটি টাকা দিয়াছিলাম যে, তা হ'তে তুমি ছয়খানি গিনি জমাইয়াছ? প্রিয়ে, ধন্য তোমার সঞ্চয়শীলতা জ্ঞান! আমার আজ এ দুর্দ্দিনে তোমার ঐ ছয়খানি গিনি আমার বহু উপকার সাধিবে; উহাতেই কল্য আমরা পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব, আর কলিকাতা যাইবার সময়ে তুমি আমার সেই আংটীটি দিও; হলধর খুড়োকে দিয়ে সেইটি কোন মাড়োয়ারীর কাছে বিক্রয় করিব। তাঁহারা হীরা জহরৎ পাথরের জিনিষ ভালরূপ চিনেন। ঐ আংটী আমার একজন মাড়োয়ারী বন্ধু আমায় উপহার দিয়াছিলেন, দেখি, যদি ঐ আংটীতে কিছু টাকা পাওয়া যায়।"

"যা ভাল বোঝ কর, আমি তবে এখনই মা'র কাছে গিয়ে তোমা-

দের কলিকাতা যাবার আয়োজন করি, আর বেশী রাত নাই, ভোর হ'য়ে আস্‌ছে।" এই বলিয়া প্রভাতকুমারী ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর হরবল্লভ স্বীয় গৃহস্থিত একখানি দশভূজার চিত্র প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "জয় জগদম্বে! তোমার শ্রীচরণই এখন আমার একমাত্র ভরসা; দুর্গতিনাশিনি! এ অধম সন্তানের প্রতি এত বিরূপা কেন মা? একবার মুখ তুলে চাও, আমার গৌরী-দান ব্রত উদ্‌যাপনের সকল ভার যে তোমার পাদমূলে ন্যস্ত করিয়াছি। নৃমুণ্ড-মালিনি! তোমার ঐ ভয়ঙ্করী ভীমামূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে অসীম সাহসের উদ্রেক হয়; মা! তোমায় প্রণাম করি, কোটি কোটি প্রণাম করি। শিবাণি! আর আমায় এ দারিদ্র্যের আঁধারময় ঘোর আবর্ত্তে কত দিন ফেলিয়া রাখিবে? দিন যে যায় মা! একবার সময় দাও, আমি নিশ্চিন্তমনে তোমার ও শ্রীপাদপদ্মে মতি রাখিয়া এক-বার দেশের জন্য, দশের জন্য ও আমাদের সমাজের জন্য ভাবি।" এই বলিয়া তিনিও সেই শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিপদের সূচনা

Think all you speak, but speak not all
you think. *Delarme.*

হরবল্লভ বাবু যখন শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন বিমল কান্তিময় শশধরের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল; তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দর্শনে নক্ষত্র-নিচয় অনন্তনীলিমাময় নভস্তল হইতে একে একে অন্তর্হিত হইতেছিল। উষারাণী শ্বেতশুভ্র বসনাবৃতা হইয়া ধীরে ধীরে জগতে অবতীর্ণা হইয়া চিরপ্রিয় প্রভাতের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন, চঞ্চল সরসীবক্ষে কুমুদিনী সতী অলিকুলের অবিরত গুঞ্জনে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল আননে বাল তপনের প্রিয় সম্ভাষণ পাইবার জন্য বেশভূষা করিয়া তাঁহার উদয় পথ চাহিয়াছিল। ক্ষণপরে প্রভাত আসিয়া জগতে আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিলেন, তাঁহার আগমনে বিশ্ববাসিগণ প্রফুল্লিত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে পশুপক্ষীনিচয় সানন্দভরে উচ্চকলনাদসহকারে তাঁহার আগমন সকলকে জানাইতে লাগিল। কোথাও বায়সকুলের কা কা ধ্বনি, কোথাও কোকিলের কুহুতান, কোথাও কুক্কুটের বিকট শব্দ, কোথাও সারমেয়কুলের চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রভাত-সমীরণ কি মধুর ভাবময়! ইহাতে শান্তি আছে, তাপ নাই, কামনা আছে, বিরাম নাই, এ সময়ে সকলেই একবার নিখিল বিশ্বস্রষ্টার চরণ-ধ্যানে ক্ষণকালের জন্যও প্রাণ সঁপিয়া থাকে। প্রকৃতি হাস্যময়ী, পূর্ব্ব-

গগণে অরুণের স্মিতাভাস ধীরে ধীরে জগতে প্রকাশমান হইতেছে, তাহা দেখিয়া জগৎবাসিগণ অলস অবশ তনুতে যেন নবশক্তি সঞ্চয় করিয়া আপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত হইতেছে; ঐ দেখুন পাঠকপাঠিকা, রুদ্রপুর গ্রামে আজ এই প্রভাতোদয়ে গ্রাম্য কুলাঙ্গনাগণ একে একে পুষ্করিণীতটে সমবেত হইয়া কেহ দন্তে মিশি লাগাইতেছে, কেহ সরসীতে অর্দ্ধ অবগাহনাবস্থায় স্বীয় বসনাচঞ্চল কাচিতেছে, কেহ পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া জল রাশিতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলাইয়া একটি কলসী জলপূর্ণ করিয়া আবার তাহা চল্ চল্ ছল্ ছল্ তল্ তল্ শব্দে খালি করিতেছে—বুঝি বা তাহার সে জলটুকু পছন্দ হইল না।

এমন সময়ে পদ্মমণি নাম্নী একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কুলাঙ্গনাগণ সাবধান হইয়া যে যাহার কার্য্য শেষ করিতে লাগিল, তাহারা পদ্মমণিকে একটু শ্রদ্ধা ও ভয় করিত; কেন না সে প্রত্যহ প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে যখনই সময় ও সুযোগ বুঝিত, তখনই প্রতিবাসীদিগের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সকল ঘরের কথা লইয়া আলোচনা করিত। এজন্য গ্রাম্যবধূগণ তাহার নিকটে কোথায় কে নূতন জিনিষ আনিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইয়া তাহারা আপনাপন স্বামীর সমীপে নিত্য নূতন আবদার করিয়া বসিত; পদ্মমণি আজ সরসীতটে আসিয়া কহিল, "ওলো! আর শুনেছিস্ তোরা ?"

তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া কেহ তাহাকে পদ্মদিদি, কেহ পিসী, কেহ ঠাকুরাণী সম্বোধন করিয়া কহিল, "কি খবর বল না।"

পদ্ম। ওমা! তোরা কিছুই খবর রাখিস্ না, হর বাবুর মেয়ের যে সেদিন পাকা দেখা হ'য়ে গেছে, আজ হর বাবু কল্কেতা গিয়ে বরকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বেন।

ইহা শুনিয়া একটি যুবতী কহিল, "এত অনেক দিনের জানা কথা, এ খবর আমাদের হীরে পিসী তোমার আগে জানিয়েছে; আর ঐ ঘোষেদের শান্তি যে হর বাবুর কাছে এসে তার বাপের উপর রাগ কর্‌তে বারণ করেছে, তাও আমরা জানি। সে আর বিয়ে কর্‌বে না বলেছে।"

পদ্মমণি কহিল, "বটে, বটে, আহা অমন পুত কেবল তার বাপের জন্ম আর বিয়ে কর্‌লে না, শ্যাম বাবু কেবল টাকা টাকা ক'রেই পাগল; বাপ্, এবার তার টাকা আদায়ের আশায় ছাই পড়েছে; বেশ হয়েছে। মিন্‌ষেকে আমি গৌরীর সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দিতে কত সেধেছি, তা তখন আমার কথা শোনা হয়নি।"

ইহা শুনিয়া আর একটি যুবতী কহিল, "তা যেমন সে তখন কা'রও কথা শোনেনি, এখন তার উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে, গৌরীর মত মেয়ে আমাদের পাড়ার মধ্যে ক'টা পাওয়া যায়?"

আর একজন কহিল, "তাই ত! আহা, কি নাক, কি চোখ, কি মুখের গড়নটি, যেন লক্ষ্মী। এমন মেয়ে দেখে কার না পছন্দ হয়?"

পদ্ম। মেয়ে দেখেই সে কল্‌কেতার বাবু এক পয়সা না নিয়ে তার ছেলের সঙ্গে গৌরীর বিয়ের কথা ঠিক করেছে।

এইরূপ নানা কথা লইয়া তাহারা সেই স্থানে আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রভাতে সরসীতট—পল্লীগ্রামস্থ কুলাঙ্গনাগণের এক অপূর্ব্ব সংযোগস্থল। পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের পথ বহিয়া কৃষকমণ্ডলী কেহ লাঙ্গল স্কন্ধে, কেহ আরামদায়িনী হুক্কা সুন্দরীর সেবা করিতে করিতে, কেহ পথভ্রমণে অপটু বলদের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া, তাহার প্রাণের অলসতা ঘুচাইয়া আপনাপন কৃষিক্ষেত্রাভিমুখে চলিতেছে। বিশ্ববাসিগণ সকলেই স্বীয় কর্ম্মে নিরত হইয়াছে, সাধু ও সৎ

যিনি, তিনি আপনার চিত্তশুদ্ধি করণোদ্দেশে ঈশ্বরের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া প্রাণে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, অসৎ যে, সে পরকুৎসা, পরনিন্দা, পরগ্লানি ও পরের অনিষ্ট চিন্তায় স্বীয় মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তপনদেব ধরার উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিলেন, স্বচ্ছসলিলা কুলুকুলুপ্রবাহিনী শ্যামতটিনীর উচ্ছ্সিত জলতরঙ্গ অরুণের কিরণসম্পাতে হীরক সম্পৃক্ত মণিরত্নাদির ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছে। এমন সময়ে নানা জাতীয় কুসুম ফলবৃক্ষরাজিপরিশোভিত উদ্যান-বাটীকায় বসিয়া কাশিনাথ বাবু মতিলাল, দয়াময় ও বলাইচাঁদের সহিত হরবল্লভের বিপক্ষে এক বিষম ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন; উদ্যানটী বেশ পরিষ্কার, সুদূরব্যাপী, তাহার প্রবেশ দ্বারে দুইটী দ্বারবান্ নিযুক্ত ছিল, তাহারা অপরিচিত লোকদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিত না। কাশিনাথ এই নিভৃত উদ্যান-বাটীকায় অবস্থিতি করিয়া আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করিতেন, কিন্তু আজ যেন তাঁহার প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, মন বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ, মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ পরিদৃশ্যমান। তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলাইচাঁদ কহিল, "আপনি কেন বৃথা ভাব্‌ছেন, আজ আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি কর্‌ব, হরবল্লভ বাবু, হলধর ঠাকুর আজ প্রভাতে কল্‌কেতার সেই পাত্রকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে গেছে, এইবার আমাদের উত্তম সুযোগ হয়েছে।"

কাশিনাথ কহিলেন, "সুযোগ? এখনও সেই সুযোগ? রাশি রাশি অর্থব্যয়, অপরিমিত পরিশ্রম, অজস্র লোকবল পাইয়া তোমরা এখনও সেই সুযোগের অন্বেষণ করিতেছ? তোমরা আজও সহায় সম্পত্তিহীন হরবল্লভকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিলে না? কিন্তু সে এই হীন অবস্থায় পড়িয়াও আমাদের অভীষ্টসাধনের পথে পদে পদে কণ্টক

স্থাপন করিতেছে। সেদিন সে আমার জমিদারী হইতে পলায়িত দুই-জন স্ত্রীলোককে স্বীয় বাটীতে আশ্রয় দিয়া আমাদের বড় সাধের আশায় নৈরাশ করিয়াছে, আর সেই প্রসঙ্গ লইয়া হরবল্লভ সেদিন প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া অসংখ্য যুবকদিগকে আমার বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছে। তাহারা সকলেই আমার শত্রু, আমি দেখিতেছি, দিন দিন হরবল্লভ দরিদ্র হইয়াও চারিধার হইতে সাহায্যলাভ করিয়া তাহার সমস্ত শক্তি আমার বিপক্ষে নিয়োজিত করিতেছে। বলাইচাঁদ, মতিলাল, দয়াময়! তোমরা আর নিশ্চিন্ত মনে আমাকে কিসের প্রবোধ দিতেছ? একবার ভালরূপে চিন্তা করিলে বুঝিবে, ঐ যুবকবৃন্দ আমার কিনা অনিষ্টসাধন করিতেছে। উহাদের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথ নামে এক যুবক কুহকমন্ত্রে ভুলাইয়া লীলাবতীকে আমার পর করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে আমি এতকাল প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে, মান, সম্ভ্রম দানে এই সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণে প্রাণে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার জন্য অপরিসীম শক্তি ক্ষয় করিয়া আসিলাম। যাহার মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য কায়মনপ্রাণে সতত সেই ফুল্লকমলিনীসম প্রফুল্লময়ী চারু চন্দ্রাননের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতাম, সে আজ আমায় ত্যাগ করিয়া অন্য এক যুবকের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিল? আমার অপরিমেয় অর্থরাশি বৃথা অতলস্পর্শী সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করা সার হইল? মতিলাল! এ অপমানের প্রতিদান কৈ? তোমরা থাকিতে আমি একটা সামান্য বারাঙ্গনা সমীপে এরূপ অপদস্থ হইব? ইহাতেও হরবল্লভের সহায়তা থাকিতে পারে। আর না—ধ্বংস কর, শীঘ্র ধ্বংস কর, হরবল্লভের অস্তিত্ব শীঘ্র এ ধরাতল হইতে লোপ করিতে না পারিলে আমার উপায়ান্তর নাই। তার পর লীলাবতীর সদর্প ভ্রুকুটি-কুটিলনেত্রের সেই অবজ্ঞাসূচক চাহনীর প্রতিশোধ চাই, সে জানে না

যে, কাশিনাথ কিরূপ শক্তিসম্পন্ন জমিদার; সর্ব্বশেষে শ্যামচরণের দর্প চূর্ণ করিতে হইবে। পাপিষ্ঠ গুপ্তভাবে আমার সংসর্গে আসিয়া আমাদের সকল অভিসন্ধি জানিয়া গিয়াছে; সে ধূর্ত্ত, শঠ এখন কেবল পুত্রের দোহাই দিয়া হরবল্লভের পক্ষ-সমর্থন করিতে চাহে; কিন্তু আমি তাহাকে এই অর্ব্বাচীনতার প্রতিফল দিব। তাহার প্রত্যেক পাওনাদার-দিগকে উত্তেজিত করিয়া তাহার বাড়ী-ঘর সমস্তই নিলামে বিক্রয় করিবার আয়োজন করিয়াছি; দেখি, তাহার উপযুক্ত পুত্র কিরূপে পিতার মান-মর্য্যাদা রক্ষা করে।"

বলাইচাঁদ কহিল. "আজ্ঞে, শ্যামচরণ বাবুর ততটা দোষ নাই, তার ছেলেই এতটা কাণ্ড করেছে, সে একেবারেই বিয়ে কর্‌তে নারাজ। যা হোক্, এ সকলের জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই, আপনার কথামত আমরা সমস্ত উদ্যোগ করেছি, আজ রাত্রেই আমরা হরবল্লভের বাড়ীতে আগুন দিব। হরবল্লভ বাবু বাড়ী নাই, অপরে কেহ ইহার বিন্দু-বিসর্গ কিছু জানে না। আর এই কার্য্যের ভার স্বয়ং রেজা খাঁ নিয়েছে। সে হরবাবুর বাড়ী-ঘর ভালরূপই জানে, আমি তাকে কিছু বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে এই কাজে রাজি করিয়েছি। হরবল্লভের দর্প আজ চূর্ণ হবে. সে বুঝ্‌বে যে, আপনি কিরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি, অথচ এ কাজে যে আমরা লিপ্ত আছি, এ কথা কেউ জান্‌বে না।"

কাশি। রেজা খাঁ এ কাজে মত দিয়েছে ?

মতি। আজ্ঞা হাঁ; রাজি হবে না ত কি ? জগতে টাকা থাক্‌লে কিনা কর্‌তে পারা যায় ? এ দুনিয়ায় সকলেই অর্থের দাস। এই টাকার জন্য শ্যামচরণের সংসারে কলহবহ্নি জ্বলে উঠেছে; টাকায় আপনার লোক পর হয়, পর আপনার হয়। যে অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনি আজ এই ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রাসাদে বসিয়া একবার ইঙ্গিত করিলে অসংখ্য

জনসমাগম করিতে সমর্থ, সেই অর্থের অভাবে হরবল্লভ আজ বাড়ী ছাড়া হইয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতার কোন অজানিত ব্যক্তির অনুকম্পাভিক্ষায় বিব্রত। এই কন্যাদায়—বাঙ্গালীর এক মহাদায়, অর্থাভাবে সুধু হরবল্লভ কেন, বাঙ্গালার সমস্ত কন্যাকর্ত্তাই ব্যতিব্যস্ত। কন্যাদায় অপেক্ষা বাঙ্গালীর এমন আর অন্য কোন দায় নাই, ইহা পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদির অপেক্ষা বিষম। বাপ মার শ্রাদ্ধে পরের তোষামোদ কর্‌তে হয় না, নিজের ক্ষমতানুসারে তিলকাঞ্চন ক'রেও শুদ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু কন্যাদায়ে আজ-কাল পাত্রের অভিভাবককে পণ দিতে না পার্‌লে, আর মেয়ে পার হ'বার উপায় নাই। এইজন্য বাঙ্গালী দিন দিন ঋণজালে জড়িত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছে।

দয়া। ঠিক কথা, আমরা এই দুর্ব্বলতার সূত্র ধরিয়া এ গ্রামের কাহাকেও অর্থে, কাহাকেও সামর্থ্যে বশীভূত করিয়া হরবল্লভ বাবুর "গৌরী-দান" কার্য্যে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়াছি। কিন্তু দৈব তাহার উপর বড়ই সুপ্রসন্ন, কলিকাতার সেই উকীল আসিয়া তাহাকে সাহায্য না করিলে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি সুদূরপরাহত হইত।

বলাই। দেখ, হলধর ঠাকুর, হর বাবুর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার কর্‌ছে, সে বামুনের ইচ্ছা, যেন কেউ ছেলের বিয়েতে টাকা না নেয়; তা ওর উদ্দেশ্য ভাল। এ কাজ আমাদের সঙ্গে যদি মিলেমিশে কর্‌ত, তা হ'লে আমরাও ওদের যথাসাধ্য সহায়তা কর্‌তেম। দেশে অনেক বাবু ভাই বিদ্যমান আছেন, তাঁরা যদি একবার হলধর ঠাকুরের মত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ ক'রে বাঙ্গালীর এই কন্যাদান প্রথায় অর্থ আদানপ্রদান রহিত কর্‌তে বদ্ধপরিকর হ'ন, তা হ'লে দেশের লোকের একটা উৎসন্ন যাবার পথ বন্ধ হয়। দেশের লোকের মধ্যে একে অপরের কষ্ট ও দুঃখ দূর কর্‌তে না শিখ্‌লে, হাজার

রাজনৈতিক আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন আর হিন্দু মুসলমানে একত্রে সম্মিলন কর্‌বার চেষ্টাতে বাঙ্গালীর কোনও উন্নতি হবে না।

কাশি। যাক্, এখন ও বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে একটা কাজের কথা কও। দেখ, দিন চলিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরমায়ুও ক্ষয় পাইতেছে, এ অবস্থায় কেন আমরা আজকাল করিয়া বৃথা সময় ক্ষয় করি? হরবল্লভ আমার শত্রু, সে দেশের ও দশের প্রীতিভাজন হইলেও আমার পরম শত্রু, দুরাত্মা আমায় সমাজের ভয় দেখাইয়া এক ঘরে করিতে চায়। দেখি, তাহার এই দুরভিসন্ধি কেমন করিয়া পূর্ণ হয়। বন্ধুগণ! তোমরা আর কালবিলম্ব করিও না, আজই রাত্রে হর-বল্লভের গৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ কর, ইহাতে তোমরা কোনরূপ ভীত হইও না। আমি তোমাদিগের সহায়, ইহাতে যত অর্থ ব্যয় হয়, আমি অকাতরে করিব; প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর পশ্চাদপদ হইও না।

বলাই। না, কিছুতেই না, এ প্রাণ থাক্‌তে নয়; আজ রাত্রে এখানে রেজা খাঁ ঐ কাজ শেষ কর্‌বে, আর আমরা তার কয়েকটা লাঠীয়াল নিয়ে হরবল্লভ ও হলধর ঠাকুরের বাড়ী আস্‌বার পথে লুকিয়ে থাক্‌ব, একটু সুবিধা পেলেই তাদের আজ প্রাণে মার্‌ব।

কাশি। অতি উত্তম পরামর্শ, তবে সকলে প্রস্তুত হও, উপস্থিত চল, আমরা একবার রেজা খাঁর বাড়ী যাই, তাকে আরও কিছু টাকা দিয়ে আসি, রেজা খাঁ এ কাজ শেষ কর্‌লে আমার বাসনা পূর্ণ হয়।

"নিশ্চয়ই, আহা, রেজা খাঁ বড় ভাল লোক, আমরা তার বাড়ী গেলে সে যে কোথায় বসাবে সেজন্য ব্যাকুল হয়, আজ আপনি স্বয়ং সেখানে হাজির হ'লে, সে আপনাকে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে।" এই বলিয়া দয়াময় সকলের সহিত একত্রিত হইয়া রেজা খাঁর বাটীতে গমন করিল। কাশি-

নাথ মান, মর্য্যাদা ধর্ম্মাধর্ম্মভাব হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া হরবল্লভের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করত রেজা খাঁর সেই পর্ণকুটীরে স্বয়ং উপনীত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জা বা অপমান বোধ করিলেন না। তিনি বিদ্বেষবিষে জর জর চিত্তে হলধর ও হরবল্লভের ন্যায় ব্যক্তির প্রাণসংহারে উদ্যত হইলেন। হায় মোহ! তুমি দুর্ব্বল জীব হৃদয়ে কি অমিতপ্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্তকর। তোমার অপ্রতিহত শক্তিবলে চরাচরে সকলেই পরাজিত; ধন্য তুমি, তোমার লীলা বুঝা ভার।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুহাসিনী

Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he has done his best.

Sydney Smith.

আজ প্রভাতেই হরবল্লভ বাবু হলধরের সহিত কায়স্থকুল রীতি অনুযায়ী কলিকাতায় কিশোরীমোহন মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছেন, বরপক্ষীয়দিগের আশীর্ব্বাদ ইতিপূর্ব্বেই মিত্র মহাশয় শেষ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আজ তাঁহারই আলয়ে বেশী লোক সমাগম হইয়াছে। হরবল্লভ বাবুর বাড়ীতে গৌরীর বিবাহের আয়োজন চলিতেছে। অপরাহ্নে সংসারের নিত্য কার্য্য সমাপন করিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী আজ নাতিনীর বিবাহে একটি একটি করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যনিচয়ের ফর্দ্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ প্রভাতকুমারীর দ্বারা লিখাইয়া লইতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সুহাসিনী এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া গৌরীর সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর করিবার জন্য ময়দা মাখাইয়া দিতেছে। গৌরী শান্ত ও স্থিরভাবে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া ময়দা মাখিতে মাখিতে কহিল, "উঃ, বড় লাগে যে কাকী-মা!"

সুহাসিনী কহিল, "তা অমন লাগে, আজ বাদে কাল পরের ঘরে যাবে মা! একটু সহ্য করতে শিখ, দেখ বাছা, বিয়ে হ'লে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে সব সময়ে শ্বশুর শাশুড়ীর, ঠাকুর-ঝীর মন যোগাবে, কখনও তাঁদের

কথার উপর কথা কয়ো না; তাঁরা যা যা বল্‌বেন, মন দিয়ে শুনো। আর তোমার বরকে খুব ভয়, ভক্তি, মান্য কর্‌বে, কখনও তাঁর অমতে বা অজ্ঞাতে কোন কাজ কর্‌বে না, তিনি তোমার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন। তিনিই তোমার জীবন মরণের পথে প্রধান সহায়। তুমি তাঁকে দেবতা ব'লে দিবারাত্র মনে মনে ভাব্‌বে, স্ত্রীলোকের স্বামীই গতি, স্বামীপদধ্যান করাই নারীর একমাত্র মুক্তির উপায়। তুমি এই রকমে থাক্‌লে সবাই তোমাকে ভালবাস্‌বে, আর তোমার বাপ মা'র মুখ উজ্জ্বল হবে। বুঝ্‌লে?"

গৌরী লজ্জায় মুখখানি অবনত করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ।"

এইরূপে যখন সুহাসিনী গৌরীকে ময়দা মাখাইতে মাখাইতে সদুপদেশ দান করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় কাঞ্চনলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া সুহাসিনী কহিল,"তুমি কাপড় কাচ্‌তে যাচ্ছ, তা হ'লে গৌরীকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও, গা হাত ধুয়ে আস্‌বে।"

"আমি ওকে নিয়ে যাব বলেই এসেছি, এস ভাই এস।" বলিয়া কাঞ্চনলতা গৌরীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া পুকুর ঘাটে গেল। হরবল্লভ বাবুর বাটীর সংলগ্ন উদ্যানের পার্শ্বেই একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল, তাহাতেই তাঁহার পুরমহিলাগণ স্নান ও অন্যান্য জলকার্য্য সম্পন্ন করিত। কাঞ্চনলতা তাহার শাশুড়ী ও হরিহর এক্ষণে হরবল্লভ বাবুর বাটীতেই অবস্থান করিতেছিল। গৌরী প্রস্থান করিলে পর প্রভাতকুমারী হাতে কয়েকখানি কাগজ লইয়া সুহাসিনীর সমীপে আসিয়া কহিল, "এই দেখ ছোট-বৌ! গৌরীর বিয়েতে মা এই ফর্দ্দ লিখিয়েছেন।"

সুহাসিনীর বয়স সপ্তবিংশ বর্ষ হইবে, সে প্রভাতকুমারীর অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, তথাপি প্রভাতকুমারী যখন যাহা করিত, তাহা সে সুহাসিনীকে না বলিয়া বা না দেখাইয়া করিত না, তাহাদিগের মধ্যে

বেশ মনের মিল ছিল। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতাভাব উভয়েরই মনের মধ্যে স্থান পাইত না।

সুহাসিনী ফর্দ্দ দেখিয়া কহিল, "তোমার বেশ লেখা দিদি! যেন মুক্তার মত; তা বড়ঠাকুর এসে এ সব কাল কিনে দেবেন, তার পরে আমরা একে একে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেব, এখন বেলা প্রায় চারটা বাজে, তুমি চুল বাঁধগে।"

প্রভাতকুমারী কহিল, "না, আজ আর চুল বাঁধ্‌ব না, ঘরে অনেক কাজ প'ড়ে আছে, সে সব আগে শেষ করতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া সুহাসিনী কহিল, "দিদি! তুমি রোজ রোজ চুল বাঁধ না কেন, তা কি আমি বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কেন আমার জন্য এত কষ্ট কর? পাছে আমি তোমায় চুল বাঁধ্‌তে ও গহনা পরে থাক্‌তে দেখ্‌লে প্রাণে কষ্ট পাই, তাই তুমি চুল বাঁধ না, তোমার গহনা না হয় আজ-ই নাই, কিন্তু যখন ছিল, তখনও ত তুমি গহনা পরে আমার সাম্‌নে দাঁড়াতে না, একখানা ভাল কাপড়ও পর্‌তে না? দিদি! আমি ত ছেলে মানুষ নই, তুমি আমার জন্য দুঃখ ক'রো না, আমার কপাল পুড়েছে, পূর্ব্বজন্মে আমি কত পাপ ক'রেছি, তাই এ জন্মে এই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তুমি সেজন্য কেন কষ্ট কর দিদি? আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করব। স্বামীই রমণীর সোহাগ, সম্পদ ও বৈভবের আকর। আমি যখন সেই স্বামী-সম্মিলন সুখে বঞ্চিতা হয়েছি, তখন কি ছার আমার বিলাস, বসন, অলঙ্কার পরিবার বাসনা? কি ছার এ নশ্বর সুখ-সম্ভোগ কামনা? যেদিন আমি জীবনের সার অবলম্বন পতিধনে হারিয়েছি, সেদিন হ'তেই আমি সব বিলাসিতা ত্যাগ ক'রে মা'র অবলম্বিত পবিত্র ধর্ম্ম-কর্ম্মে চিত্ত সমর্পণ করেছি। দিদি! তুমি আমায় এ সাদা থান কাপড় পর্‌তে দেখে মনে মনে এত

দুঃখ পাও কেন? আমি বুঝেছি, বিধবার এই সাদা ধপ্‌ধপে থান কাপড় পরাই ভাল; এ কাপড় পর্‌লে, আমার প্রাণে এক পবিত্র ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি, আমার জীবনের সমস্ত সাধ, কামনা, লালসা ত্যাগ ক'রে এই সাদা ধপ্‌ধপে থান কাপড়ের মত আমার প্রাণ ও চরিত্র নির্ম্মল থাকা অতি আবশ্যক। তুমি আমায় নিরাভরণা অবস্থা দেখে এত কষ্ট পাও কেন? আমি এই বেশই বড় ভাল বোধ করি; যেদিন আমি তাঁর মৃত্যুতে মা গঙ্গায় স্নান ক'রে আমার শাঁখা-শাড়ী-সিন্দুর ত্যাগ করেছি, সেই দিন অবধি আমি আমার অলঙ্কার পর্‌বার সাধও জলাঞ্জলি দিয়েছি। মা ও বড়ঠাকুর যেমন তীর্থপর্য্যটনে গিয়ে বৃন্দাবনে নারিকেল, গয়ায় শ্রীফল, শ্রীক্ষেত্রে দাড়িম্ব দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে তাদের আস্বাদনের সাধ ইহজন্মের মত ত্যাগ করেছেন, আমিও তেমনি সেই শ্মশানক্ষেত্রে মা ভাগীরথীকে মনে মনে সাক্ষ্য ক'রে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা সেই পরম গুরু পতির উদ্দেশেই অলঙ্কার পর্‌বার সাধ এ জন্মের মত ত্যাগ করেছি। দিদি! দেবতার নামে আমি যে জিনিষ উৎসর্গ ক'রে এই নিরাভরণা অবস্থায় দিনযাপন করছি, সেজন্য তুমি প্রাণে কিছুমাত্র দুঃখ ক'রো না; আমি অনেক পুণ্যে তোমার মত স্নেহময়ী জা, মা'র মত গুণময়ী শাশুড়ী পেয়েছি। বড় ঠাকুর আমায় বাপের ন্যায় স্নেহ, মা'র মত ভক্তি করেন। তাঁর যত্নে, স্নেহে, মমতায় আমরা একদিনের জন্যও কোন অভাব বোধ করি না। তোমরা নিজের ছেলেদের না খাইয়ে আমার ছেলেমেয়েকে খেতে দাও। বড় ঠাকুর আমার মেয়ে সুশীলার জন্য তিন হাজার টাকা ব্যয় ক'রে তার ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তিনি আজ গৌরীর বিয়েতে টাকার জন্য কতই না ভাব্‌ছেন। আমি তাঁকে যে গহনা বিক্রী কর্‌তে দিয়েছিলেম, তা তিনি ফিরিয়ে দিলেন কেন?"

প্রভা। সে গহনা বোন্! তুমি সতীশের বৌ-এর জন্য রেখে দাও, তিনি বলেছেন, গৌরীর বিয়েতে খুব অল্প টাকা খরচ কর্‌বেন, যদি কোন রকমে টাকার একান্ত যোগাড় না হয়, তা হ'লে তোমার গহনা নেবেন, সেজন্য তুমি কিছু মনে দুঃখ ক'রো না। আমার কাছে পাঁচখানা গিনি ছিল, তিনি সেই গিনি নিয়েই আজ পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে গেছেন, আর একটি আংটীও আমার বাক্সে ছিল, তিনি সেইটী বিক্রী ক'রে কিছু টাকার আয়োজন কর্‌বেন।

সুহাসিনী। ঈশ্বর করুন, যেন ঐ আংটীতেই তার অভাব মত টাকার যোগাড় হয়। দিদি, আমার বোধ হয়, বাবা যে সেদিন বিষয় ভাগের কথা তুলে বড়্‌ঠাকুরের প্রাণে কষ্ট দিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি আমার গহনা নিলেন না। বাবার সে কথার জন্য তোমাদের কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হয়; বড়্‌ঠাকুরের এই দুর্দ্দিনে বিষয় ভাগের কথা নিয়ে আলোচনা করা বাবার ভাল হয়নি; মা বেঁচে থাক্‌লে তিনি কখনও বাবাকে এ সব কথা তুল্‌তে দিতেন না। যা হোক্ দিদি! এতে আমার কোন অপরাধ নাই, আমি সতীশকে দিয়ে বাবাকে এ সব কথা আর কখনও তুল্‌তে নিষেধ করেছি।

প্রভা। না বোন্! তিনি তোমায় ভাল রকম জানেন, তুমিই এ সংসারের লক্ষ্মী, তোমার চরিত্রে ও ব্যবহারে আমরা কেন, এ পাড়ার সকলেই তোমার গুণ গায়; তুমি যে মা'র কাছে দিবারাত্র থেকে বার-ব্রতে ধর্ম্ম-কর্ম্মে চিত্তনিবেশ ক'রে মা'র ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছ, এতে তোমার সুযশঃ দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নারীকুলে তুমিই ধন্যা! তোমার উজ্জ্বল আদর্শ চরিত্রের অনুকরণ কোন্ হিন্দু-বিধবা-নারী না আকাঙ্ক্ষা করে?

তাহারা যখন উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে

তথায় কতিপয় প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল; তন্মধ্যে কিরণবালা নাম্নী একজন কহিল, "কইগো ছোট-বৌ! আজ যে পাঁচটা বেজে গেছে, তবু তোমার মহাভারত পড়্‌বার আয়োজন দেখ্‌ছি না, বিয়ে বাড়ী ব'লে আজ থেকেই বই পড়া বন্ধ হ'ল নাকি?"

"না বামুন-দিদি! তোমরা সব এসেছ, এইবার পড়া আরম্ভ কর্‌ব।" এই বলিয়া সুহাসিনী সম্মুখস্থ একটি ছোট আলমারি হইতে একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত বাহির করিয়া লইল। প্রভাতকুমারী সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাহাকেও ঠাকুর-ঝী, কাহাকেও ময়রা-মসী, কাহাকেও তেলি-পিসী, কাহাকেও তামলি-দিদি ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া সাদরে বসিতে অনুরোধ করিল। কিরণবালা আমাদিগের পরিচিত হলধর ভট্টাচার্য্যের বিধবা কন্যা, হরবল্লভ বাবুর বাড়ীর পার্শ্বেই হলধরের বসবাটী; প্রত্যেকদিন অপরাহ্নকালে অনেক প্রৌঢ়া বিধবা ও সধবা স্ত্রীলোক আপনাপন কার্য্য সমাপন করিয়া এইরূপে হরবল্লভের বাটীতে সুহাসিনীর নিকটে মহাভারত, রামায়ণ পাঠ শুনিতে আসিত। সুহাসিনী সেই মহাভারতখানি লইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সমাগতা স্ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোন্‌খান্‌টা পড়া হ'বে বল দেখি।"

ইহা শুনিয়া তাহারা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল, তখন গিন্নী মানদাসুন্দরীকে খোঁজ হইল। কিরণবালা তাঁহাকে ডাকিতে যাইবে, এমন সময়ে মানদাসুন্দরী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানদাসুন্দরীর সমস্ত রামায়ণ, মহাভারত এক প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি নিজে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামীর (রামহরি বাবুর) মুখে অধিকবার ঐ সকল পুস্তক পাঠ শুনিয়া নিজে সমস্ত পুস্তকের ভাবাংশ অপরকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সুহাসিনী পুস্তক পড়িতে পড়িতে কোনও স্থান ভালরূপে উচ্চারণ করিতে না পারিলে, মানদাসুন্দরী তাহা বলিয়া দিতেন। তিনি তথায় আসিলে সুহাসিনী কহিল,"তোমাদের মনে নাই, আজ যে শান্তিপর্ব্বের 'ধর্ম্মফল কথন' পড়্‌বার কথা।"

তখন সকলেই কহিল, "হাঁ, হাঁ, বটে বটে।"

মানদাসুন্দরী কহিলেন, "পড় না মা! ঐখান হ'তেই ত আজ পড়্‌বার কথা, কাল 'পাপ ও নরকের কথা' পর্য্যন্ত হয়েছে।"

তখন সুহাসিনী মহাভারত পাঠ আরম্ভ করিল, প্রভাতকুমারী তাহাই শুনিতে বসিল, আর চুল বাঁধিতে গেল না। কাঞ্চনলতা ও গৌরী মহাভারত পাঠ শুনিয়া দ্রুতপদে সেই স্থানে আসিয়া এক-একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রেজা খাঁ

It is excellent
To have a giant's strength, but tyrannous
To use it like a giant.

Measure for Measure, ii. 2.

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সুহাসিনী মহাভারত পাঠ করিলে পর যখন সন্ধ্যাসুন্দরী তিমির বসনাবৃতা হইয়া ধীরে ধীরে জগতকে অনন্ত আঁধারে ছাইয়া ফেলিল, তখন সেই সকল স্ত্রীলোকবৃন্দ যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিল, চতুর্দ্দিক্ হইতে সন্ধ্যাকালীন মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি প্রতিশ্রুতি হইতে লাগিল, নবোঢ়া বালিকাগণ কোথাও প্রদীপ হস্তে দেবমন্দিরে আলো দিতে ছুটিয়াছে, কোথাও ভাগীরথীর তটে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে বেদ পাঠ করিতেছেন, স্থানে স্থানে দেবমন্দিরে পুরোহিতগণ আরতি কার্য্যে নিরত থাকায় ঘড়ী, ঘণ্টা, কাঁসর, ডঙ্কা ইত্যাদি বাজনা-বাদ্যে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীর-তর হইয়া আসিল, গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ জনকোলাহল নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল; কৌমুদীপূরিতা যামিনীর নক্ষত্রময় গগণে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছিলেন, তাহাও অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বপশ্চিম কোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিয়াছিল, রাত্রি বৃদ্ধির সহিত সেই মেঘখানির নিকটে আরও অনেকগুলি মেঘ দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই হাস্যময়ী যামিনীকে ঘোর আঁধারে ঢাকিয়া ফেলিল। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে, হরবল্লভ ও হলধর আজ আর বাড়ী ফিরিবেন না, একথা কুলপুরোহিতের মুখে মানদাসুন্দরী অবগত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি

নির্ভাবনায় নিদ্রাদেবীর কোমলক্রোড়ে ঘুমাইতেছিলেন; কিন্তু তিনি একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কাশিনাথ আজ হরবল্লভের বিপক্ষে কি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। অনন্ত অম্বর জলদমালায় ছাইয়া ফেলিয়াছে, যে দিকে চাও, তথায় কেবল আঁধার, নিবিড়তর ঘোর আঁধার—এই অনন্ত অন্ধকারে চারি-ধারে দৃষ্টি চলে না, কেবল অসংখ্য ঝিল্লীরবে কর্ণপটহ বধির হইয়া যাই-তেছে, ক্রমে রজনী আরও ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিল, চতুর্দ্দিক হইতে ভীম প্রভঞ্জন বহিল, আকাশে কড়্ কড়্, হড়্ হড়্ শব্দে মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী উঁকি মারিয়া ক্ষণেকেই অন্তর্হিতা হইতেছিল। এমন সময়ে রেজা খাঁ হরবল্লভ বাবুর বাটীর সংলগ্ন তৃণাচ্ছাদিত গোয়ালার পশ্চাদ্ভাগের একটি প্রান্তরে এক দীর্ঘাকার লগুড়স্কন্ধে উপনীত হইয়া ভাবিল, "কি ভীষণ দুর্য্যোগময়ী রজনী! এখন সকলেই নিদ্রিত, সকলেই চিন্তাশূন্য প্রাণে যে যাহার আলয়ে অবস্থিত, আর আমি এ কি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি? কি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের ভার আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে! যে বড় বাবুকে আমি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করিতাম, যাঁহার মঙ্গল আমি জীবনে মরণে কামনা করিতাম, যে বংশের অপার স্নেহ মমতায় আমার পিতৃকুল আজ সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, যাঁহাদিগের বদান্যতায় আমি আজ সর্দ্দার নামে অভিহিত, কোন প্রাণে আমি সেই বড় বাবুর সর্ব্বনাশ সাধন করি? কাশিনাথ বাবুকে আমি কত বুঝাইলাম, তিনি ত আমার কথা শুনিলেন না, তিনি ত আমার কথা মানিলেন না, তাঁহার হুকুম আমায় তামিল করিতে হইবে, তাঁহার কঠোর আদেশে আজ আমায় বড় বাবুর বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে, তাঁহার অপরাধ? তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত
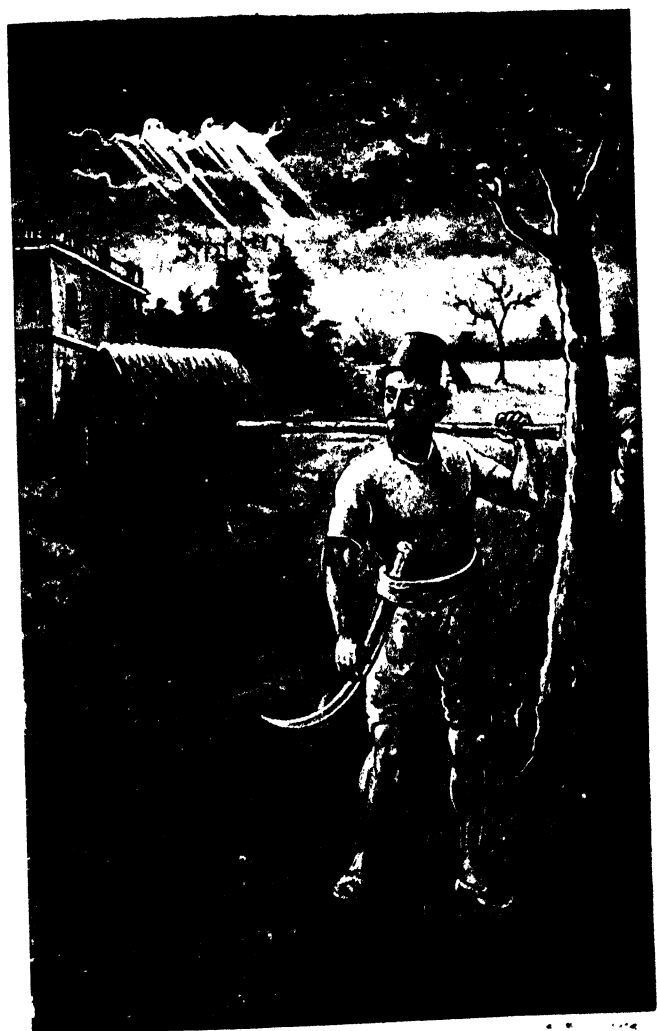
জমিদারের হস্ত হইতে সতীকে ছিনাইয়া লইয়া, তাহাকে নিজ আবাসে স্থানদান করিয়াছেন। আর আমার উপরে এ আদেশ কেন? না আমি একজন প্রবলপ্রতাপশালী সর্দার, তাঁহার অধীনস্থ প্রজা; তাহার উপর কাশি বাবু আমায় এই কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন, কেন? না, পাছে আমি এ কার্য্যে অসম্মত হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হই। আল্লা! এ দুনিয়ায় তুমি কি বিচার কর? তুমি যদি ন্যায়বান্ হও, তাহা হইলে তোমার ঐ অনন্ত আকাশ হইতে আজ আমার মাথায় একটি বজ্র-নিক্ষেপ কর, আমি হাসিতে হাসিতে মরি। না—না—কেন? যে কার্য্যের জন্য জোবেদা আমায় অধার্ম্মিকজ্ঞানে সদর্পে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে, যে কার্য্যের জন্য আজ আমি সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়াছি, সে কার্য্য ত সহজ নয়, সে কার্য্য সমাপন করিতে প্রাণে সাহস চাই, হৃদয়ে বল চাই; আল্লা! হৃদয়ে বল দাও, বাহুতে শক্তি দাও। আমি আর স্থির থাকিতে পারি না; এ দুনিয়ায় বিশ্বাস-যোগ্য কে? বড় বাবু! বড় বাবু! আপনি কোথায়? একবার দেখে যান, আপনার বিপক্ষে কি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, তাহার মধ্যে আপ-নার বড় স্নেহের সেই রেজা খাঁ কি বিষম কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে। জোবেদা, জোবেদা, তুমি আজ মৃতা, আমি তোমার নিকটে চির অবিশ্বাসী রহিলাম, তুমি আমায় কৃতঘ্ন জানিয়া, অতি হেয়জ্ঞান করিয়া সদর্পে আমায় ত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু জেনো, আমি অকৃতজ্ঞ নহি, কৃতঘ্ন নহি, তোমার প্রেতযোনী যেন আজ আমার কার্য্য দেখিয়া সহানুভূতি করে; যেন বুঝে, দুনিয়ায় রেজা খাঁর ন্যায় শত সহস্র নরাধম বিদ্যমান আছে। আজ আমি যদ্যপি বড় বাবুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান না হইয়া এ ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের ভিতরে না থাকিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার অপেক্ষা অন্য কোনও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, অর্থলোভে আজ বড় বাবুর বাড়ী

এতক্ষণে অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিত। আমি তাঁহার অনেক নিমক খাইয়াছি,তাই আজ আমি তাঁহার অবিদ্যমানে এই প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত। কাশি বাবুর প্রদত্ত লক্ষ মুদ্রাও রেজা খাঁ ভ্রূক্ষেপ করে না।"

এই কথা বলিয়া রেজা খাঁ যেমন দু'-এক পদ অগ্রসর হইবে, এমন সময়ে একটি বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত এক গৌরবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট যুবক তাহার নয়নসম্মুখে পতিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রেজা খাঁ গম্ভীরস্বরে কহিল, "কে তুমি?"

যুবক তাহার কথায় কোনরূপ ভীত বা বিস্মিত না হইয়া কহিল, "তুমি কে? এ ঘোর নিশীথে কিসের উদ্দেশ্যে এ হেন স্থানে সমাগত?"

রেজা খাঁ কহিল, "আমি একজন প্রভুপরায়ণ সামান্য ভৃত্য, প্রভুর কল্যাণ কামনায় প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত; আমার নাম রেজা খাঁ।"

যুবক এই কথা শুনিয়া একটু হাস্যসহকারে কহিল,"রেজা খাঁ! তুমি ত ঘোর অবিশ্বাসী, তোমার উপরেই না কাশিনাথ বাবু আজ হরবল্লভ বসুর বাড়ীতে আগুন লাগাইবার ভার দিয়াছে? ভাল, আমি তোমার সেই কু-কার্য্যে বাধা দিবার জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; আমি তোমার শত্রু, তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মনে করিও না, তুমি সর্দ্দার বলিয়া আমি তোমার ঐ ভীমকায় মূর্ত্তি দর্শনে বিন্দুমাত্রও ভীত হইয়াছি। যদি তোমার জীবনে মমতা থাকে, তাহা হইলে এখনই এ স্থান ত্যাগ কর, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই তোমাদিগের ষড়্‌যন্ত্রের গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়া আমি তোমাকে তোমার অনুচরদিগের সহিত পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিব।"

রেজা খাঁ যুবকের মুখে এই অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, "কে এ ব্যক্তি? এ ঘোর নিশীথে রেজা খাঁর বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়? নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি আমাদিগের সকল অভি-

সন্ধি অবগত হইয়া আমার উপর ঘোর অবিশ্বাস হেতুই পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি যদি বড় বাবুর মিত্র হ'ন, তাহা হইলে আমারও মিত্র, আমাদিগের উভয়েরই যখন উদ্দেশ্য এক, তখন ইহার কাছে আর বৃথা আত্মভাব গোপন করি কেন ?" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে প্রকাশ্যভাবে কহিল, "দেখুন, আপনাকে আমি এ অন্ধকারে ভালরূপ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আপনার কথাবার্ত্তায় আপনাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কি যথার্থই আমাদিগের সকল ষড়্‌যন্ত্রের কথা অবগত আছেন ? তা যদি হয়, তাহা হইলে আর আপনার কাছে গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, আমি আপনাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি হরবল্লভ বাবুর শত্রু নহি, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য, কেবল বাহ্যভাবেই হর বাবুর শত্রুতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, অন্তরে নহে। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস না হয়, এই আমি মস্তক পাতিয়া দিতেছি, আপনি ইহা এই মুহূর্ত্তেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলুন ; আমি মৃত্যুকালে বড় বাবুর অসময়ে একজন মিত্র দেখিয়া সুখে মরি।"

ইহা শুনিয়া যুবক কহিল, "তুমি হরবল্লভ বাবুর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য বলিয়া আমার কাছে পরিচিত হইলে, তোমার ব্যবহারও প্রকৃত বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় দেখিতেছি। তোমার উপর আর আমার কোনও সংশয় নাই ; আমি হরবল্লভ বাবুর একজন মিত্র—আমার নাম উপেন্দ্রনাথ।"

রেজা খাঁ যুবকের পরিচয় পাইয়া একটু আশ্বস্তচিত্তে কহিল,"উপেন্দ্রনাথ ! যিনি কাশি বাবুর রক্ষিতা লীলাবতীকে বহু অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আপন করায়ত্ত করিয়াছেন, আপনি কি সেই উপেন্দ্রনাথ ?"

উপেন্দ্রনাথ কহিল, "হাঁ, দুর্ব্বৃত্তকে দমন করিতে হইলে বল অপেক্ষা কৌশলের অধিক প্রয়োজন, তুমি যেমন তোমার প্রভুর মঙ্গল কামনায়

বাহ্যভাবে তাঁহার সহিত শক্রতা করিলেও অন্তরে অন্তরে তাঁহার স্বাপক্ষে থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই ঘোর ঘন মেঘাচ্ছন্নময়ী যামিনীতে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া এ হেন স্থানে সমাগত, আমিও তদ্রূপ। কাশিনাথ শুধু আমার শত্রু নহে; আমার পরম বন্ধু হরবল্লভের শত্রু, দেশের শত্রু, দশের শত্রু, পবিত্র হিন্দু-সমাজের শত্রু। সে ব্যভিচার-বহ্নিতে দিন দিন ইন্ধনরূপ লালসাহুতি প্রদান করিতেছিল; সে ঐ লীলাবতীর প্রেমে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাহার গর্ভধারিণী জননী ও সাধ্বী সতী স্ত্রীর প্রাণে এক অসহনীয় যাতনা প্রদান করিতেছিল। লীলাবতীর আবাস-গৃহই দুরাচার কাশিনাথ ও তাহার অনুচরদিগের প্রধান মন্ত্রণাস্থল ছিল, তাই আমি সর্ব্বাগ্রেই ঐ লীলাবতীকে কাশিনাথ বাবুর বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আমি তাহাতে কৃতকার্য্যপ্রাপ্ত করিয়াছি।"

রেজা। আপনি একজন যথার্থ উদ্যোগী পুরুষ, আপনার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসনীয়, আপনার এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমি আপনার নিকটে ক্রীতদাস হইয়া রহিলাম; কিন্তু আপনি অতি সাবধানে থাকিবেন, আপনাকে হত্যা করিবার জন্য কাশিনাথ বাবু চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার সৌভাগ্য যে, এ পর্য্যন্ত কেহই আপনাকে চিনিতে পারে নাই।

উপেন্দ্র। মানুষ মানুষের কি অনিষ্ট করিতে পারে? তুমি যদি আজ অকৃতজ্ঞ হইয়া হরবল্লভ বাবুর বাটীতে অগ্নি সংযোগ করিতে, তাহা হইলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইত না। জেনো, ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়; ঐ দেখ, যিনি তোমার আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি ন্যায় ও অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারক, তিনি ঐ তোমার মস্তকোপরি অনন্ত অম্বরে স্তরে স্তরে স্তরে জলদমালা পুঞ্জিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার

অধর্ম্মজনিত উদ্যমের ফলে, তোমার সমস্ত আয়োজন পলকে পণ্ড হইয়া যাইত, অবিরল বারিধারা বর্ষণে এখনই ধরণী প্লাবিতা হইত।

রেজা। বুঝ্‌লেম, আপনি জ্ঞানী, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্। ধর্ম্মবীরের জয়শ্রী সর্ব্বদাই তাঁহার করতলগত, আপনি আমার অপেক্ষা বহু গুণে গুণবান্। আপনার বন্ধুত্বের অনুপম তুলনা স্বার্থপর মানব-সমাজে অতীব বিরল। তাই আমি আপনাকে আপনার পরম মিত্র বড় বাবুর উপকারের জন্য আর একটি কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি, আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন কি?

উপেন্দ্র। কি করিতে হইবে বল, হরবল্লভ বাবুর উপকারের জন্য আমি প্রাণদানেও প্রস্তুত আছি।

রেজা। আজ রাত্রে আমি এস্থানে আসিয়া বড় বাবুর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিবার ভার গ্রহণ করায়, বলাইচাঁদ নামে কাশিনাথ বাবুর এক অনুচর, আমার নিকট হইতে দশজন লাঠীয়াল লইয়া বড় বাবু ও বামুন মশাইয়ের (রেজা খাঁ হলধরকে বামুন মশাই বলিয়া ডাকিত) প্রাণসংহারের চেষ্টায়, তাঁহাদিগের ফিরিয়া আসিবার পথে অপেক্ষা করিতেছে; সম্ভবতঃ তাহারা রুদ্রপুরের ষ্টেসনেই অবস্থিত আছে। আমি আমার অনুচরদিগকে তাঁহাদিগের কেশ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছি। যাহাতে তাঁহারা এখন নিরাপদে বাড়ীতে পৌঁছিতে পারেন, সেজন্য আমি ঐ সকল লাঠীয়াল পাঠাইয়াছি, তাহারাও অবশ্য আমার অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিবে, তবে এ সময়ে আপনি যদি সে স্থানে গিয়া আমার অনুচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের নেতা হ'ন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। কি জানি, যদি অর্থলোভে আমার দলভুক্ত কোন ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করে, আপনি থাকিলে তাহা সংঘটন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

উপেন্দ্র। উত্তম, আমি ইহাতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমার অনুচরগণ কেমন করিয়া আমায় বিশ্বাস করিবে?

"এই আমার অঙ্গুরী গ্রহণ করুন, ইহাতেই আমাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে, ইহা দেখিলে আমার অনুচরেরা আপনাকে আমার ন্যায় ভয়, ভক্তি ও মান্য করিবে। আপনি বলাইচাঁদের নিকটে আমার প্রধান সহযোগী হোসেন আলি খাঁ নামে পরিচয় দিবেন, তাহা হইলে সে কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া রেজা খাঁ স্বীয় হস্তাঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া উপেন্দ্রনাথকে প্রদান করিল।

"তবে তুমি এ স্থলে অবস্থিতি কর, আমি এখনই রুদ্রপুর ষ্টেসন অভিমুখে যাইতেছি।" এই বলিয়া উপেন্দ্রনাথ তথা হইতে গমনোদ্যত হইলে রেজা খাঁ কহিল, "আপনি আজ আমার নিকটে যেরূপে পরিচিত হইলেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমাকে কিছু অর্পণ করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব; দয়া করিয়া কিছু দান করিবেন কি?"

"আমার নিদর্শন দান করিবার আবশ্যক নাই, তবে তোমার অনুরোধে আমি এই অঙ্গুরী তোমায় অর্পণ করিলাম, যদি কখনও আমি আবার তোমার সহিত দেখা করি, তাহা হইলে এই অঙ্গুরীর দ্বারাই আমরা পরস্পরে পরিচিত হইব।" এই বলিয়া উপেন্দ্রনাথ একটি অঙ্গুরী রেজা খাঁকে প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

রেজা খাঁ সযত্নে তাহা নিজ অঙ্গুলি মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটি মশাল জ্বালিয়া উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে নিজ মনে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিল।

তখন নভোস্থিত নীরদশ্রেণী হইতে অনর্গল বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। বনস্থলী প্রকম্পিত করিয়া হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দে মেঘ ডাকিতেছিল, হুহু শব্দে ঝড় বহিল, রেজা খাঁ এই সময়ে বৃষ্টিতে সিক্ত হইবার আশঙ্কায়

যেমন এক বিশালাকার কদম্ব তরুতলে আশ্রয় লইবার জন্য অগ্রসর হইবে, অমনি একটি বৃহৎ শাখা ঐ বৃক্ষচ্যুত হইয়া সহসা তাহার শিরো পরি পতিত হইল। ইহাতে রেজা খাঁর মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে রুধিরাপ্লুত দেহে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইল; তাহার উপর সেই অবিরাম ধারায় বারিবর্ষণ, মেঘগর্জ্জন, ভীমবজ্র নিনাদ ও ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনীর খেলায় সেই গভীরা যামিনী এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল। আর রেজা খাঁ জনমানবশূন্য ভীষণ প্রান্তরে একাকী সংজ্ঞাশূন্য, নীরব, নিস্তব্ধভাবে শায়িত রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পিতা-পুত্রে

Walk
Boldly and wisely in the light thou hast,
There is a Hand above will help thee on.

Philip Bailey.

কাশিনাথ মিত্র যেমন রেজা খাঁর দ্বারা হরবল্লভের সর্ব্বনাশসাধনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি শ্যামচরণকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার পাওনাদারদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এ জগতে অর্থহীন অবস্থায় জীবিত থাকা অপেক্ষা মানবের মরণই মঙ্গল; যাঁহার অর্থ নাই, তিনি জ্ঞানী, পণ্ডিত ও সবিবেচক হইলেও লোকে তাঁহাকে আদর করে না। তাঁহার হৃদয়াকাশে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-রবি সমুজ্জ্বল থাকিলেও তাহা দারিদ্র্য-মেঘে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া সেই অত্যুজ্জ্বল ভাস্কর-প্রভা বিকশিত হইতে পায় না। অনন্ত আঁধারেই তাহা আবৃত থাকে। শান্তিময় শ্যামচরণকে কাশিনাথের সংস্রব হইতে দূরে অবস্থিতি করিবার জন্য বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিলে এবং তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া আর বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তিনি নিরুপায় হইয়া পুত্রের মুখ চাহিয়া হরবল্লভ বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কাশিনাথ তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরিণামে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নানারূপ কূটপরামর্শ দিতে লাগিলেন। এই আশু বাবু একদিন শ্যামচরণের নিকটে তাঁহার বন্ধু হৃষীকেশের কন্যার বিবাহ দিবার মানসে শ্যামচরণের কৃপাপ্রার্থী হইলে, তিনি বলাইচাঁদের

প্ররোচনায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিলেন। আশুতোষ বাবু সেই অপমানের জন্য শ্যামচরণের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কাশিনাথের মন্ত্রণায় তাঁহার অর্থ আদায়ের জন্য শ্যামচরণের নামে উচ্চ আদালতে নালিশ করিলেন ; ফলে দেনার দায়ে শ্যামচরণ বসতবাটী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সামান্য তালপত্রাচ্ছাদিত ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া বসবাস করিতেছিলেন। শান্তিময় পিতার এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে নিজ কর্ম্মস্থান হইতে কিছুকাল অবসর লইয়া পিতৃসন্নিধানে অবস্থিত ছিল। শ্যামচরণ বসতবাটী বিক্রয় করিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু শান্তিময় তাঁহাকে নানারূপ উৎসাহ দান করিয়া তাঁহার প্রাণে নব নব আশার সঞ্চার করিয়া দিত। আজ প্রাতঃকালে শান্তিময় একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি কবিতা পুস্তক পাঠ করিতেছিল, পড়িতে পড়িতে তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, সে উৎফুল্লচিত্তে "আমি" শীর্ষক নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করিল।

এ মহা অবনীমাঝে, বিচিত্রমোহন সাজে,
আমি কেবা না পাই সন্ধান।
বৃথা কাজে ঘুরে মরি, আমি আমি আমি করি,
আমি টানে লয়ে যায় প্রাণ॥
কোথা হ'তে এনু আমি, ভাবি তাই দিবাযামী,
কে মোরে পাঠা'ল হেন স্থান ?
আমি আমি আমি বলি, হই সদা উতরোলি,
আমার সকলি হয় জ্ঞান॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, মোহময় সব দেখি,
আমার আঁখির কিছু নাই।

তবু যে কি মায়ামন্ত্রে, অন্তরের হৃদিতন্ত্রে,
আমি আমি এ কোন্ বালাই ॥
বুঝিয়াছি ওহে বিভু, তোমারি এ ছল প্রভু,
আমার আমিত্ব মোহ করিয়া বিনাশ।
তব তত্ত্ব হৃদিমাঝে করহ বিকাশ ॥

এইরূপে যখন শান্তিময় পুস্তক পাঠ করিয়া হৃদয়ে পরম প্রীতি অনুভব করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় শ্যামচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শান্তিময় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, শ্যামচরণ সেই প্রকোষ্ঠে পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া কহিলেন, "শান্তি! কুক্ষণে আমি বলাই-চাঁদের পরামর্শে কাশিনাথকে মিত্রজ্ঞানে তাহার শরণাপন্ন হইয়া আমার দেনার কথা পাড়িয়াছিলাম। আমি তখন বুঝি নাই যে, সে আমায় এতদূর অপদস্থ করিবে। উঃ! যেদিন আমি বসত্বাটী ত্যাগ করিয়া আসি, সেদিন আমার প্রাণে যে কি এক মর্ম্মান্তিক যাতনা হইয়াছিল, তাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কে জানিবে; আমার এখন চৈতন্য হইয়াছে, আমি বৃথা কার্য্যে অর্থের অপব্যয় করিয়াই এ সংসারের এমন দুর্গতি করিয়াছি।"

শান্তি কহিল, "সেজন্য আর এখন অনুশোচনা বৃথা। যা হ'বার তাহা হইয়াছে। আমাদের বাড়ী বিক্রয় হইলেও এখনো আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হই নাই; আমাদের সর্ব্বাগ্রে এই ঋণদায় হ'তে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে। না হয়, আমরা সকলেই এক বেলা আহার করিব, শতগ্রন্থি বসন পরিব, তথাপি ঋণদায়ে আর জড়ীভূত থাকিব না। আপনাকে আমি আর কি বলিব? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নীরোগ-শরীরে কিছুকাল জীবিত থাকিয়া আমাদের অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করিতে পারি? আপনি কাশিনাথ বাবুকে আর কিসের ভয় করেন?"

এইরূপে যখন পিতা-পুত্রে কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদিগের দ্বারে আসিয়া কে ডাকিল, "শ্যাম বাবু! শ্যাম বাবু বাড়ী আছেন?"

তাহা শুনিয়া শ্যামচরণ শান্তিময়ের মুখের প্রতি চাহিলেন, শান্তিময়ও পিতার মুখের প্রতি তাকাইল। ইতিমধ্যে আগন্তুক দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া কহিল, "শ্যাম বাবু বাড়ী আছেন? শ্যাম বাবু?"

শান্তিময় আগন্তুককে এইরূপ ঘন ঘন দ্বারে আঘাত করিতে দেখিয়া ও তাহার বিকট চীৎকার শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে পিতার অনুমতি না লইয়া সদর দরজা খুলিয়া দিতে অগ্রসর হইবে, এমন সময়ে দেখিল যে, রুদ্ধ দরজায় সবলে ধাক্কা দেওয়ায়, উহা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল, আর একটি বলিষ্ঠ চত্বারিংশৎ বর্ষীয় পুরুষমূর্ত্তি ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

শ্যামচরণ তাঁহার গৃহদ্বার এইরূপে ভগ্ন দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "মাণিক বাবু! আপনার একি ব্যবহার?"

শান্তিময় কহিল, "আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, জানেন?"

আগন্তুক বিনীতভাবে কহিল, "অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনাদের কোনও সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় একটু জোরে ধাক্কা দিতেই দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ইহাতে বিশেষ লজ্জিত হইলাম, তবে আপনারা পিতা-পুত্রে যখন বাড়ীর ভিতরে রয়েছেন, তখন একটু সাড়া-শব্দ দিলে আর এরূপ ঘটিত না। যা হোক্, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

শান্তি। আমি আর আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, যে হেতু আপনি আপনার দুষ্কার্য্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্যাম। বোধ হয়, আপনি টাকার তাগাদায় এসেছেন; তা দেখুন, আপনি আমার উপস্থিত অবস্থার বিষয় ত সব অবগত আছেন, এখন কিছুদিনের জন্য আমায় সময় দিন, আমি একেবারে নিঃসম্বল হ'য়ে পড়েছি, নিজের সংসার চলা দায়। বিশেষতঃ বাড়ী-ঘর বিক্রী হওয়ায় আমি একেবারে মৃতবৎ আছি; আপনি দয়া করুন, এ সময়ে আর তাগাদা কর্‌বেন না।

মাণিক বাবু তাঁহার এই কথা শুনিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে কহিল, "কি জানেন শ্যাম বাবু! দয়া মায়া অন্য বিষয়ে চলে, তবে টাকার বেলায় ওটি আর থাকে না। দু' দিন আগে যখন আপনি ছেলের বিয়েতে টাকা নেবার কোট করেছিলেন, তখন কি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মুখ চেয়েছিলেন? এখন আর আমি আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে ইচ্ছা করি না, আমার পাওনা আজই চুকিয়ে দিন, তা না হ'লে আমি আপনার নামে আদালতে নালিশ কর্‌ব।

শ্যাম। তাতে আপনার লাভ কি? আমি প্রকৃতপক্ষেই কপর্দ্দক শূন্য, নালিশ কর্‌লে কিছু আদায় হবে না।

মাণিক। না হয় জেলে দেব, দিন কতক জেলে থাকৃলে আপনার মত লোকের কিছু শিক্ষা হবে।

এই কথা শুনিয়া শান্তিময় তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিল, "মাণিক বাবু, আপনি আমাদের স্বজাতি। এ সময়ে আর কষ্ট দিবেন না, আপনার প্রাপ্য টাকার অধিকাংশই পরিশোধ করা হইয়াছে, কেবল তিন শত টাকামাত্র বাকী আছে, এ অল্প টাকার জন্য আর আদালতে যাইবেন না, উহাতে আপনার কিছু-না-কিছু ব্যয় হইবে। আমরা যখন নিজে নিজেই ও টাকা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইতেছি, তখন আদালতের সাহায্য লইবার আবশ্যক কি? আমি আপনাকে আমার

মাসিক আয় হইতে কুড়ি টাকা হিসাবে দিয়া সর্ব্বাগ্রে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।"

মাণিক। আপনাদের উপর আর আমার বিশ্বাস নাই। এক্ষণে নগদ টাকা চাই, তা না পেলে আমি আপনার গুণধর বাপকে জেল খাটিয়ে ছাড়্‌ব।

শান্তিময় মাণিকলালের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। ভাবিল, হরবল্লভ বাবুর নিকটে তাহাকে লইয়া গিয়া এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়া লইবে, তাঁহার অনুরোধ কেহ এড়াইতে পারিবে না; কিন্তু হায়! পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে, হরবল্লভ বাবু তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য আজ দেশছাড়া হইয়াছেন, তবে উপায়? কি প্রকারে সে পিতাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে, এই ভাবনায় আকুল হইয়া অবশেষে মাণিকলালের পদতলে পড়িয়া জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিল, "মাণিক বাবু! আপনি ধনবান্, তিন শত টাকায় আপনার কিছু যায়-আসে না, ইহার জন্য আর আমাদিগকে অপদস্থ করিবেন না, আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমরা অনাহারে থাকিয়াও সর্ব্বাগ্রে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।"

মাণিকলাল সক্রোধে কহিল, "ও সব ভেক্ রেখে দিন; আমার টাকা চাই—নগদ টাকা—কড়্‌কড়ে তিন শত টাকা। আর আমি আপনাদের কোন কথা শুন্‌তে চাই না, এখন আমার টাকা দিবেন কি না বলুন শ্যাম বাবু?"

শ্যামচরণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল আকুলপ্রাণে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে তথায় হরিহর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শান্তিময়কে মাণিকলালের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া কহিল, "ব্যাপার কি শান্তিময়?"

শান্তিময় হরিহরকে দেখিয়া একটু শশব্যস্তে উঠিয়া কহিল, "হরিহর, আজ আমরা মহাবিপদে পড়িয়াছি, এই মাণিক বাবু আমাদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা পান। তাহারই জন্য ইনি আজ বিশেষ তাগাদা করিতেছেন, কিন্তু ভাই, যথার্থ-ই আমরা এখন কপর্দ্দকহীন।"

হরি। কত টাকা পান?

মাণিক। আজ্ঞে, তিন শ' টাকা, আর তার সুদ; তবে উপস্থিত একেবারে আসল টাকাগুলো পেলে আমি সুদ ছেড়ে দিতে রাজি আছি।

মাণিকলাল জানিত যে, শ্যামচরণের এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব, এইজন্য সে সুদের টাকা ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একটু উদারতা প্রকাশ করিল। তাহা শুনিয়া হরিহর কহিল, "ভাল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে তিন শত টাকা দিব।"

হরিহরের কথা শুনিয়া শান্তিময়ের মুখ প্রফুল্ল হইল, সে তাহাকে বিনয় করিয়া কহিল, "ভাই, ভাই, তোমার এ উপকার আমি এ জীবনে ভুলিব না, আজ হ'তে আমি তোমার ক্রীতদাস জানিবে।"

হরি। কি ছার সামান্য তিন শত টাকা শান্তিময়! তোমার উপরে আমার আশ্রয়দাতা মহানুভব হরবল্লভ বসুর অটুট বিশ্বাস, তুমি তাঁহার প্রীতিভাজন, বিশ্বস্ত, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য স্বীয় প্রাণদান করিতে পশ্চাদপদ নহি। এ জগতে পরোপকার করা অপেক্ষা পুণ্য নাই, আমি তোমার এ সামান্য উপকার করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিতেছি। এক্ষণে চল, অগ্রে আমি তোমার টাকা দিয়া, পরে গত রাত্রে কাশিনাথ বাবুর বিষম অত্যাচারের কথা বলিব।

শান্তি। গত রাত্রে কাশি বাবুর অত্যাচার?

হরি। হাঁ, আমা হেন অযোগ্যের করে হর বাবু তাঁহার বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছেন; গত রাত্রে কাশিনাথ হর বাবুর বাড়ীতে আগুন লাগাইবার জন্য আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। অজস্রধারে বৃষ্টি পড়ায় দুরাত্মার এ দুরভিসন্ধি বিফল হই-য়াছে। আজ সকালে উঠিয়া দেখি, হর বাবুর বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটা প্রকাণ্ড কদম গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছে, আর সেখানে কতক-গুলো মশাল ও রক্তের ছড়াছড়ি। অনুসন্ধানে অবগত হলেম যে, রেজা খাঁ কাল রাত্রিতে মস্তকে বিষম আঘাত পাইয়াছে, সে এখন শয্যাশায়ী। বোধ হয়, রেজা খাঁ-ই কাশি বাবুর নিকটে বহুল অর্থলাভ করিয়া এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মই হর বাবুকে এ বিপদে রক্ষা করিয়া-ছেন, আমরা কাল এ বিপদের কথা আদৌ জানিতে পারি নাই।

ইহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, মাণিকলাল কহিল, "এঁ্যা, কি সর্ব্বনাশ, বলেন কি ?"

হরি। ভাল, ইহার প্রতিকার করা হইবে। ব্যাধ এবার আপ-নার জালে আপনি আবদ্ধ হইয়াছে, আর চিন্তা নাই, এবারে আমরা কাশিনাথকে সমুচিত শিক্ষা দিব। চল, আমরা একবার রেজা খাঁর কাছে গিয়ে এ বিষয়ের সকল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করি।

মাণিক। আগে আমার টাকা দিন, তার পরে যা হয় করবেন।

হরি। আমার সঙ্গে আসুন, যদ্যপি আপনার টাকার জন্য কিছু লেখা-পড়া থাকে, তাহাতে সহি করিয়া শ্যাম বাবুকে দিবেন।

ইহা শুনিয়া মাণিকলাল পকেট হইতে একখানি হ্যাণ্ডনোট বাহির করিয়া কহিল, "এই হ্যাণ্ডনোট আছে, টাকা পাইলে আমি ইহাতে সহি করিব, তবে সুদের টাকাটা ছেড়ে দেব ব'লে ফেলেছি, তাতে অনেক টাকা ক্ষতি হ'ল।"

"আপনার কথামত কাজ করুন," বলিয়া হরিহর শান্তিময়কে লইয়া মাণিকলালের টাকা দিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। মাণিকলাল সুদের টাকা নষ্ট হইল, ভাবিতে ভাবিতে হরিহরের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া তাহার পশ্চাদানুধাবন করিল, আর অর্থকৃচ্ছ্র বৃদ্ধ শ্যামচরণ পুত্রের এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুলাভ সন্দর্শন করিয়া ও হরিহরের পরহিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বলাইচাঁদের পরিণাম

Conquer we shall, but we must first contend ;
'Tis not the fight that crowns us, but the
end. *Herrick.*

অপরাহ্ণকাল, তখনও সুনীলাম্বরে আদিত্যদেব অস্তমিত হন নাই, সারাদিন কমলিনীর সহিত প্রমোদালাপে নিরত থাকিয়া এখন নিস্তেজ ও প্রভাহীন অবস্থায় পশ্চিম গগণপ্রান্তে অস্তাচলগামী হইয়াছেন, এমন সময়ে হরবল্লভ বসু ও হলধর ভট্টাচার্য্য কলিকাতা হইতে স্বীয় গৃহাভি-মুখে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন।

হর। আপনার উপকার আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না, আপনি একবার আমার সেই অফিসের ঋণ পরিশোধ করিতে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া আমার জমিদারী বিক্রয় করিয়াছিলেন, এবারেও আমার কন্যাদায়কালে আমার একটি সামান্য অঙ্গুরী আশাতীত মূল্যে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। আপনি এরূপ না করিলে আমি কখনও এত অধিক মূল্যে সেই অঙ্গুরী বিক্রয় করিতে পারিতাম না।

হল। হরবল্লভ! ইহাতে তুমি বিস্মিত ও আমাকে এতদূর সম্মানিত করিতেছ কেন? তোমার এ কন্যাদায়কালে আমি কখনও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারি? তোমারই যত্নে আমি আমার কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিয়াছি। তুমি অপার স্নেহ ও দয়াগুণে গ্রামের সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিরই হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছ; তুমি দেশের জন্য, দশের

জন্য, প্রাণপাত-পরিশ্রম ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক দাম্ভিক কাশি-নাথের প্রতিকূলাচরণ করিয়া যে সৎ সাহস ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছ, তাহা আমাদিগের এই অধঃপতিত বাঙ্গালা দেশে অতি বিরল। তোমার সেই অঙ্গুরী আমি কেবল তোমারই অতুল কীর্ত্তিগুণে সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি তোমার প্রস্তাবমতে তোমারই সেই পরিচিত মহাজন বাল্‌কিষণ মতিচাঁদের নিকটে অঙ্গুরী বিক্রয় করিতে যাইলে, তিনি তোমার নাম শুনিয়াই উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ অঙ্গুরীতে একটি বহু-মূল্য নীল পাথর আছে, তাহার এক কার্য্যকরী গুণে উহা সকলের পক্ষে সমান ফলদায়ক নহে, কেহ বা উহাতে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে, আবার কেহ বা সকল সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়া পথের কাঙ্গাল হয়। তিনি এই পাথরের ও একখণ্ড হীরার জন্যই ঐ অঙ্গুরী স্বেচ্ছায় সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছেন।

হর। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি, ভগবান্ যদ্যপি কখনও দিন দেন, তাহা হইলে আবার আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে চলুন, আমরা বাড়ী গিয়া গৌরীর বিবাহের সমস্ত আয়োজন করি। এ বিবাহে গ্রামের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিবার ভার আপনার উপরে রহিল, এ সহস্র মুদ্রা লাভ আমার ধারণাতীত, কেবল আপনাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদেই আমি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে আমার "গৌরী-দান" ব্রত উদ্যাপিত হইবে।

হল। তোমার কথামত আমি গৌরীর বিবাহে গ্রামের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিবার ভারগ্রহণ কর্‌লেম, কিন্তু হরবল্লভ! এবার আর কাশিনাথকে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যক নাই ; এতকাল হইতে আমরা তাহাকে যে সমাজশাসনে দণ্ডিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছি। আজ

সেই সুযোগ উপস্থিত, তুমিই রুদ্রপুরের নানারূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রামবাসীর মন মোহিত করিয়াছ, এ ক্ষেত্রেও তুমি সেই দুরাত্মাকে নিমন্ত্রণ না করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।

হর। আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসক, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আপনি, আপনার উপর আমার অটুট বিশ্বাস, আমি আপনার দাসানুদাস, আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক; সমাজ-দ্রোহী, আত্মীয়দ্রোহী, কুলস্ত্রীর মানমর্য্যাদা বিঘ্নকারী কাশিনাথের চৈতন্য সম্পাদন করিতে ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি; ইহাতে আপনার যাহা বিবেকানুমোদিত বোধ হইবে, তাহাতে আমার মতদ্বৈধ নাই। যে পাপিষ্ঠ কুলের কুলবধূর উপর পাপনেত্রে কুটিলদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া, প্রলোভনময় চাতুরীজালে তাহার সর্ব্বনাশসাধন করিতে উদ্যোগী,তাহাকে আমরা সমাজশাসনে দণ্ডিত না করিয়া, কোমল-প্রাণা অনাথা সহায় সম্পদহীনা নারীবৃন্দকে সমাজ হইতে দূরে নিক্ষেপ করা আমার অভিপ্রেত নহে। হলধর খুড়ো! আপনি জ্ঞানী, ত্যাগী, উদারচেতা মহাপুরুষ, আপনাকে আর আমি অধিক কি বলিব, এক্ষণে আসুন, আমরা দ্রুতপদব্রজেই বাড়ী গিয়া মা'র কাছে যাই। তিনি আমাদিগের জন্য না জানি কতই চিন্তিতা আছেন; আজ আমার সৌভাগ্য যে, আমি তাঁহাকে কিশোরী বাবুর ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পুত্রের সহিত গৌরীর বিবাহের স্থির সংবাদ দিতে পারিব। কিশোরী বাবুর সংসর্গ লাভ আমার স্বপ্নাতীত।

"প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়, তুমি ধর্ম্মের পবিত্র স্নিগ্ধছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, ধর্ম্মই তোমার সহায়, তাঁহার নাম-বাত্যায় তোমার জীবনাকাশে বিপদ্-আপদরূপ ঘোর ঘনমেঘমালা পলকে অন্ত-র্হিত হইবে। ধর্ম্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম।" এই বলিয়া হলধর হরবল্লভের

সহিত দ্রুতপদে রুদ্রপুর ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিয়া এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ পথের পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলাইচাঁদ রেজা খাঁর প্রেরিত কতিপয় লাঠীয়াল ও হোসেন আলি খাঁর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "ভাই সব! এই সু-সময় উপস্থিত। মার, মার, ঐ সেই বিট্‌লে বামুন ও হর-বল্লভ যাচ্ছে, যাও শীগ্‌গীর যাও, ভয় ক'রো না, ওদের কাছে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র নাই, এক এক লাঠীতে শুইয়ে দাও, আমাদের সব আপদ চুকে যাগ্; কৈ, তোমরা এগোচ্ছ না যে? একি! আমার কথা শুন্‌ছ না? সকলে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, এগিয়ে যাও, যা কর্‌তে এসেছ, সে কাজ শেষ কর, বক্‌শিস্ পাবে, এক রাশ টাকা বক্‌শিস পাবে।"

বলাইচাঁদের কথা শুনিয়া লাঠীয়ালদিগের মধ্যে একজন কহিল, "হুকুম চাই, হুকুম চাই, সর্দ্দার এই হোসেন আলি খাঁকে পাঠিয়েছে, এই এখন আমাদের সর্দ্দার; এ সর্দ্দারের হুকুম ভিন্ন আমরা কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।"

তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া বলাইচাঁদ ক্রুদ্ধভাবে হোসেন আলিকে কহিল, "সর্দ্দার! এখনও তুমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছ যে? আমার কথামত কাজ কর, ঐ সেই আমাদের পরম শত্রু হলধর ও হরবল্লভ যাচ্ছে, এই সময়ে ওদের প্রাণসংহার কর, আর বিলম্ব ক'রো না, তোমার সব অনুচরকে হুকুম দাও, ওরা তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে।"

হোসেন আলি কহিল, "আমার হুকুম ওরা অনেকক্ষণ তামিল করিয়াছে, তুমি কি এখনও বুঝিতে পার নাই যে, রেজা খাঁ যদ্যপি আমাদিগকে তাহার প্রভু হরবল্লভ বাবুর প্রাণসংহার করিতে পাঠাইত, তাহা হইলে আমরা এতক্ষণ তোমার হুকুম অমান্য করি? সর্দ্দার রেজা খাঁর হুকুম, আমরা হর বাবু ও হলধর ঠাকুরকে নিরাপদে তাঁহাদের বাড়ী যাইবার

পথে সাহায্য করিব। তোমাদিগের ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া রেজা খাঁ হরবল্লভ বাবুর মঙ্গলকামনাই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে। আমরা প্রাণ থাকিতে কখনও তাহার প্রভুর অনিষ্ট করিতে পারিব না, কাপুরুষ তোমরা, তাই একজন দেশের গণ্যমান্য নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণসংহার করিবার জন্য এত লাঠীয়াল লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। ধিক্ তোমাকে, মুসলমান আমরা, আমাদের এ হেন ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না।"

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বলাইচাঁদের মুখমণ্ডল বিশুষ্ক ও প্রাণে মহাভীতির সঞ্চার হইল, সে কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "এঁ্যা, রেজা খাঁর মনে এই ছিল? আমাদের এত আশা ভরসা সকলই কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়া গেল। তবে ত রেজা খাঁ হরবল্লভ বাবুর বাড়ীতে ও আগুন লাগায় নাই; গেল—গেল—এক মুসলমান সর্দ্দারের চাতুরী খেলায় আমাদের এতদিনের পরিশ্রম, উদ্যম, আয়োজন সব পণ্ড হ'ল। কুক্ষণে আমরা ধূর্ত্ত রেজা খাঁকে আমাদের দলভুক্ত করেছিলেম।"

হোসেন আলি বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিল, "বলাইচাঁদ! তুমি হিন্দু, আমরা মুসলমান, হিন্দুর বিপদে মুসলমানের আনন্দচিত্তে তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা ঘোর অর্ব্বাচীনতার কাজ। হিন্দু মুসলমান উভয়ে একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিলে দেশের প্রভূত উপকার অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়। তোমরা ধর্ম্মগতপ্রাণ হরবল্লভ বাবুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া মুসলমান সর্দ্দার রেজা খাঁর সাহায্যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলে; রেজা খাঁ তোমাদিগের সেই পাপপূর্ণ সঙ্কল্প সাধনের পথে কৌশলে কণ্টক স্থাপন করিয়া, যথার্থ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছে। তোমার ন্যায় স্বার্থপর ব্যক্তিকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য, আমরা আজ তোমায় বন্দীভাবে সর্দ্দারের কাছে লইয়া যাইব, তাহার

পর হরবল্লভ বাবুর আদেশমত তোমাদিগের দলপতির যথাবিধি শাস্তি দানের প্রতিবিধান করিব।"

বলাইচাঁদ হোসেন আলির কথা শুনিয়া দুই-এক পদ হটিয়া গিয়া কহিল, "বলাইচাঁদ রেজা খাঁর দ্বারা প্রতারিত হইলেও সে মৃত্যুকে ভয় করে না, আমার হাতে লাঠী দাও, আমি যদি তোমাদের কাছে লাঠী খেলায় পরাস্ত হই, তা হ'লে তোমরা আমায় বন্দী ক'রো, নতুবা বৃথা কাপুরুষের মত আমায় বন্দী করলে তোমাদের কোনও পৌরুষ নাই।"

"তুমি নিরস্ত্র, একাকী, তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, তবে তোমায় বন্দী না করিলে তোমাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইবে না ; সেজন্য তোমাকে বন্দী করিতে বাধ্য হইলাম।" এই বলিয়া হোসেন আলি বলাইচাঁদকে ধরিবার জন্য একজন লাঠীয়ালকে আজ্ঞা করিল। তাহা শুনিয়া বলাইচাঁদ সহসা দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সেই পথস্থিত এক ভীষণ সর্প তাহাকে দংশন করিল ; সর্পদষ্ট বলাইচাঁদ তন্মুহূর্ত্তেই ভূপতিত হইল। হোসেন আলি খাঁ অনুচরগণ সহ বলাইচাঁদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাকে এইরূপে শায়িত দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছে, এমন সময়ে একজন লাঠীয়াল সভয়ে কহিল, "সর্দ্দার! সর্দ্দার! সাবধান, সাপ, সাপ, ঐ সাপই বোধ হয়, বলাই বাবুকে কাম্‌ড়েছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই ভীতান্তঃকরণে সেইদিকে অগ্রসর হইলে তাহারা দেখিতে পাইল যে, একটি বৃহদাকার সর্প মন্থরগতিতে চলিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে একজন কহিল, "মার, মার, ঐ যে সাপই বটে ; "উঃ, খুব বড় কেউটে সাপ।"

আর একজন কহিল, "তাই ত রে, "মার, মার, সাপ মার।"

অতঃপর তাহারা সেই ধীরগামী সর্পকে সংহারমানসে আপনাপন

লাঠী উত্তোলন করিলে হোসেন আলি কহিল, "ভাই সব, এ সাপকে আমাদের মারিবার আবশ্যক নাই, ও আমাদের শত্রু নিপাত করেছে, দুনিয়ায় আল্লার বিচার কি সুন্দর, অধাৰ্ম্মিক বলাইচাঁদের ন্যায় দুরাত্মার দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করা বোধ হয়, আল্লার অভিপ্রেত নহে, তাই তিনি এই সর্পরূপে ইহাকে দংশন করিয়াছেন। কার সাধ্য ইহার জীবন দান করে ?"

হোসেন আলির কথা শুনিয়া লাঠীয়ালগণ তাহাদিগের উত্তোলিত লাঠী সংযত করিল, এই সুযোগে সেই ভুজঙ্গম ও সন্নিকটস্থ এক গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

অতঃপর হোসেন আলি বলাইচাঁদের সমীপে আসিয়া তাহাকে উত্তোলন করিবার জন্য অনুচরবৃন্দকে অনুমতি করিল। তাহারা বলাই-চাঁদকে উঠাইয়া বসাইল, কিন্তু তখন তাহার শরীরে বল ছিল না, তাহার বাক্যরোধ ও সর্ব্বাঙ্গ নীলাভাযুক্ত হইয়াছিল, মুখে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ফেণ সঞ্জাত হইতে লাগিল, সে আবার নিস্পন্দভাবে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। তাহা দেখিয়া হোসেন আলি কহিল, "ভাই সব, তোমরা এখন সকলে সর্দ্দারের কাছে গিয়া এ খবর দিও, আর এ স্থানে অপেক্ষা করো না, আমি অন্যত্র চল্‌লেম, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

লাঠীয়ালেরা হোসেন আলির অনুমতি পাইয়া রেজা খাঁকে বলাই-চাঁদের মৃত্যু সংবাদ প্রদানার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলে হোসেন আলি তাহাদিগকে বিদায় দিয়া বলাইচাঁদের পরিণাম লইয়া মনোমধ্যে নানা-রূপ চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। আর বলাই-চাঁদ মৃত্যুর কোলে শায়িত হইয়া একাকী সহায়শূন্য অবস্থায় সেই পথি-মধ্যে পড়িয়া রহিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প ত-সেবা

Great things through greatest hazards are achiev'd,
And then they shine   *Beaumont.*

রেজা খাঁ হরবল্লভ বাবুর বাটীতে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য তাহার অনুচরদিগকে সজ্জিত রাখিয়া সে স্বয়ং প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে উপেন্দ্রনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, সে সকল বিষয় পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। উপেন্দ্রনাথ রেজা খাঁর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ত্বরিতপদে রুদ্রপুর ষ্টেসনাভিমুখে গমন করিলে অনর্গল বৃষ্টিপাত হওয়ায় সে সেই রাত্রের জন্য এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল। রেজা খাঁর অনুচরগণ এই দুর্য্যোগে মশাল হস্তে রেজা খাঁর কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতে আসিলে তাহারা রেজা খাঁকে সেই কদম্ব তরুতলে অচৈতন্য অবস্থায় ভূপতিত দেখিয়া পরস্পরে আপনাপন হস্তস্থিত মশাল ফেলিয়া রেজা খাঁকে স্কন্ধে লইয়া তাহার বাড়ীতে উপনীত হইয়াছিল। তথায় তাহারা রেজা খাঁর যথাবিধি শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষণকাল পরিচর্য্যা করিবার পর রেজা খাঁর চৈতন্য সম্পাদিত হইলে অনুচরগণ তাহাকে পতিগতপ্রাণা জোহেরা ও তাহার পুত্র নাসিরুল্লার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া সেই রাত্রে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর দুইদিন অতিবাহিত হইয়াছে, রেজা খাঁর মস্তকের আঘাত এখনও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় নাই, তবে উপযুক্ত চিকিৎসায় ও জোহেরার যত্নে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থলাভ করিয়াছে। জোহেরা

তাহাকে আজ একটু সুস্থলাভ করিতে দেখিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কিরূপে সে মস্তকে এই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রেজা খাঁ জোহেরার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল, সে জোহেরাকে আদ্যন্ত বিবৃত করিয়া কহিল, "এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বড় বাবুর বিপক্ষে কার্য্য করিতে যাওয়ার উপযুক্ত শাস্তি।"

জোহেরা সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কহিল, "আহা, কেন তুমি এ কাজে হাত দিয়েছিলে? আল্লার কৃপায় তুমি এ বিপদে রক্ষা পেয়েছ। ছিছি, আর কখনও তুমি এ নূতন জমিদারের কোন কাজে হাত দিয়ো না; আজ তুমি একবার বড় বাবুর সঙ্গে দেখা কর। দেখ, পাপ কাজ কখনও লুকান থাকে না, তাহার অধঃপতন হবেই হবে, লাঠিয়ালদের মুখে সেদিন বলাইচাঁদের অপমৃত্যু শুনেছ। বোঝ, এ দুনিয়ায় আল্লার বিচার কি সূক্ষ্ম, তাঁর কাছে পাপীর নিস্তার নাই।"

রেজা খাঁ কহিল, "জোহেরা, আমি আল্লার নামে শপথ ক'রে বলছি যে, আমি কখনও বড় বাবুর অনিষ্ট চিন্তা করি না, আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করব ভেবেছি, কাশি বাবুকে আমি অনেক বুঝিয়েছিলেম, তিনি কিছুতেই বড় বাবুর বাড়ীতে আগুন ধরাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, সেইজন্য আমিই কৌশলে ঐ কাজের ভার নিয়েছিলেম।"

জোহেরা কহিল, "বেশ করেছিলে—আহা তুমি যদি এ মনের কথা দিদিকে আগে জানাতে, তা হ'লে সে কখনও এ সংসার ছেড়ে যেত না, সে তোমায় চিরকাল অবিশ্বাসী, অধর্ম্মী মনে ক'রে তোমার কথায় আমাদের ছেড়ে গিয়েছে। তার ভালবাসা, যত্ন আমি কখনও ভুলতে পারব না, সে-ই আমায় বুঝিয়েছিল যে, স্ত্রীলোকের পতিসেবা করাই সার ধর্ম্ম।"

রেজা। জোহেরা! জোবেদা ধর্ম্মের নামে আমায় ত্যাগ করেছে,

আমি মুসলমান, ইস্‌লাম ধর্ম্ম আমার প্রাণ, যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, তা হ'লে আবার আমি জোবেদাকে পাব, সে ধর্ম্মবলে বলবতী, অপমৃত্যু তার পক্ষে অসম্ভব, আমি যেন জোবেদার অস্তিত্ব এখনও এই দুনিয়ায় দেখ্‌ছি, যেন সে জীবিত আছে, আমি তার সন্ধান কর্‌ব। যদি পারি, আবার তাকে আপনার কর্‌ব।

জোবেদা। কি, কি বল্‌লে ? জোবেদা বেঁচে আছে, এঁ্যা ! এমন দিন কি হবে ?

তাহারা যখন পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় নাসিরুল্লা আসিয়া কহিল, "বাবা, বড় বাবুর "ভাতিজা" ও বামুন ঠাকুর এসেছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।"

ইহা শুনিয়া পীড়িত রেজা খাঁ শয্যা হইতে উঠিয়া নাসিরুল্লার হস্ত-ধারণপূর্ব্বক এক যষ্টির উপর ভর দিয়া, সে আগন্তুকদিগের সম্ভাষণ করণোভিপ্রায়ে স্বয়ং তাঁহাদিগের সমীপে উপনীত হইয়া সসম্ভ্রমে আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া আসিল। জোহেরা ইতিপূর্ব্বেই স্বামীর অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই গৃহে দুইখানি কাষ্ঠাসন পাতিয়াছিল, ক্ষণপরে সপুত্র রেজা খাঁর সহিত হলধর ও সতীশচন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া জোহেরা সেই প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে গিয়া বসিল।

হলধর রেজা খাঁর সাদরসম্ভাষণে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি তোমার এ উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই অনুভব করেছিলেম, তোমার ন্যায় কৃতজ্ঞ, উচ্চ হৃদয়বান্‌ মুসলমান প্রজা যে হরবল্লভের ন্যায় জমিদারের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারে, ইহা আমার ধারণাতীত ; যাহা হোক্‌, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।"

রেজা খাঁ কহিল, "আপনার পদধূলি দিন ঠাকুর, আমি আপনাদের

চিরকালের আশ্রিত, আমার আশা ভরসা, উন্নতির প্রধান সহায় ঐ বড় বাবু। আমি তাঁহার বিপক্ষে প্রকাশ্যভাবে যে শত্রুতার ভাণ করে-ছিলেম, সেজন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করুন, বড় বাবুকে বুঝিয়ে বল্‌বেন যে, আমি তাঁর উপস্থিত প্রজা না হ'লেও তাঁরই দাস আছি।”

হলধর কহিলেন, “আমরা তোমার সমস্ত কার্য্য কলাপ ও বলাইচাঁদের অপমৃত্যুর বিষয় অবগত আছি। তোমারই কৌশলে হরবল্লভের গৃহ ভস্মসাৎ হয় নাই, কিন্তু তুমি যে পরোপকার করিতে গিয়া নিজে এরূপ আঘাত পাইয়াছ, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অচিরে আরোগ্য লাভ কর।”

রেজা। ঠাকুর! এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পরোপকার কার-বার আদর্শ দৃষ্টান্ত আমি বড় বাবুর পরম বন্ধু উপেন্দ্রনাথ বাবুর নিকটে শিক্ষা পেয়েছি। আমি যখন গোপনে বড় বাবুকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে তাঁর শত্রুতা কর্‌তে দাঁড়িয়েছিলেম, তখন তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বড় বাবুকে এ বিপদ্ হ'তে রক্ষা কর্‌তে দৃঢ়সঙ্কল্প করে-ছিলেন। তিনিই আমায় পুলিসের হস্তে সমর্পণ কর্‌তে সাহসী হয়ে-ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে আমি তাঁরই আশ্রয় নিয়েছিলেম, এই উপেন্দ্র বাবুই বড় বাবুর যথার্থ বন্ধু।

হল। এ উপেন্দ্রনাথ বোধ হয়, হরবল্লভের কোনও আত্মীয় হইবেন, আমি তাঁহাকে জানি না। যাহা হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল, তিনি এই পরোপকার করিয়া যে সুবিমল কীর্ত্তি লাভ করিলেন, কালের কুটিলগতি তাহা কখনও লোপ করিতে পারিবে না। যাক্, এখন শোন রেজা খাঁ, আজ বড় বাবুর মেয়ের বিবাহ, তাই আমি এই সতীশের সহিত তোমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, তুমি সপুত্র তথায় রাত্রে যাইবে।

রেজা খাঁ সেলাম করিয়া অতিশয় নম্রভাবে কহিল, "বাব, বড় বাবু আমায় চরণে রেখেছেন শুনে বড়ই সুখী হলেম, তিনি আমার দেবতাবিশেষ।"

"তবে আমি এখন আসি।" বলিয়া হলধর সতীশচন্দ্রকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

Measure life.
By its true worth, the comfort it affords.

Cowper.

আজ হরবল্লভ বসুর কন্যা গৌরীর বিবাহ, চারিদিক হইতে নানারূপ ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিতেছে; হরবল্লভ বাবু চিরকাল পরের উপকার করিয়া আসিতেছেন। তিনি পরের দুঃখ, পরের বিপদ, পরের অভাব ও অভিযোগ নিজের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তাঁহার অর্থ, কায়িক ও মানসিক বল, মধুর উপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা দূর করিয়া আসিতেছেন, তাই আজ তাঁহার কন্যাদানরূপ মহাবিপদে জনসাধারণ দলে দলে তাঁহার বাটীতে আসিতেছে।

হরবল্লভ বসু একদিন যে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের উপকার করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে রিক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা তাঁহার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। হরবল্লভ বাবু যে সকল জমিদারী ইতিপূর্ব্বে কাশিনাথকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই সকল জমিদারীর প্রজাবর্গও তাঁহার প্রতি অটুট ভক্তি ও বিশ্বাসবশতঃ আজ তাহারা আপনাপন ক্ষেত্রের উত্তম ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে লইয়া, তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার উপস্থিত অধীনস্থ নানুতেপুরের প্রজাবর্গ, যাহাদিগকে তিনি ইতিপূর্ব্বে ফসলাদি উৎপন্ন না হওয়ায় আপন প্রাপ্য খাজনার টাকা না লইয়া উহাতে ভবিষ্যতে শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছিলেন,

তাহারা আজ গৌরীর বিবাহ শুনিয়া বহুদিনের প্রাপ্য খাজনা সংগ্রহ করিয়া ও ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফলাদি লইয়া হরবল্লভ বাবুকে অর্পণ করিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হরবল্লভের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি প্রশান্তচিত্তে ভগবদ্ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া, তাঁহার উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, সেই সকল অপ্রত্যাশিত অর্থ ও দ্রব্যাদি গ্রহণ করতঃ গ্রামের দীনদুঃখী ও প্রতিবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন—কেবল করিলেন না কাশিনাথকে। হরিহর, শান্তিময়, হলধর, শ্যামচরণ ইঁহারা সকলেই এক-একটি বৃহৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। দলে দলে নানা-স্থান হইতে কুটুম্বগণের পদার্পণে তথায় জনস্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তঃপুরে মানদাসুন্দরী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রব্যবহারে সকলকে সাদরসম্ভাষণসহকারে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। হর-বল্লভের তিনটি কন্যা ও চারুচন্দ্রের একটি আপনাপন শ্বশুরসম্পর্কীয় আত্মীয়দিগের সহিত গৌরীর বিবাহে আসিয়া যোগদান করিল। হর-বল্লভ ইহাদিগকে "গৌরী-দানে" নিমন্ত্রণ করিবেন না বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তিনি সেই সকল অর্থ ও জন-সাধারণের সহানুভূতি পাইয়া অতি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হরবল্লভের আত্মীয়-স্বজন এইরূপে অকস্মাৎ আমন্ত্রিত হইয়া, অতিশয় কৌতূহলচিত্তে এই শুভকার্য্যে আসিয়া যোগদান করিয়া-ছিল। হরবল্লভের বাড়ীতে আজ কোথাও কুলাঙ্গনাগণ বহুসংখ্যক কদলীপত্র লইয়া এক-একখানি জলে সিক্ত করিয়া গুছাইতেছে, কোথাও বা কেহ পান সাজিবার আয়োজন করিতেছে, কেহ বা গৌরীকে উত্তম বসনভূষণে সাজাইতেছে, ব্রাহ্মণগণ স্তরে স্তরে স্তূপা-কারে লুচি ভাজিয়া সংস্থাপন করিতেছে, কেহ বা বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধনের জন্য আলু, কুমড়া, পটল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ

সংস্থ কুটিয়া ধৌত করিতেছে। এইরূপে আজ সকলেই একটা-না একটা কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। ক্রমে দিনমণি অস্তাচলগামী হইলেন, সন্ধ্যাদেবী সহচরীবৃন্দ পরিবৃতা হইয়া, ধরণীবক্ষে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিয়া চতুর্দ্দিক আঁধারে আবৃত করিলেন, এমন সময়ে কিশোরী বাবু কতিপয় ভদ্রজনসমভিব্যাহারে পুত্রগণসহ একখানি ঠিকা গাড়ীতে আসিয়া হরবল্লভের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কিশোরীমোহনের তিন পুত্র—সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পূর্ণেন্দুর সহিত আজ গৌরীর বিবাহ। তিনি হরবল্লভের আর্থিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া কেবলমাত্র পুত্রত্রয় ও নিতান্ত আত্মীয়-কুটুম্বাদি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের সমাজে অধুনাতন কন্যার বিবাহে বরপক্ষীয় অভিভাবকগণ কন্যাপক্ষীয়-দিগের নিকট হইতে প্রচুরপরিমাণে অর্থশোষণ করিয়া নানারূপ বাদ্য-বাজনা, আলোকমালা ও অন্যান্য বাহাড়ম্বরে সেই অর্থের অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না; কন্যাভারে নিপীড়িত অক্ষম গৃহস্থ ঋণজালে জড়ীভূত হইয়াও বরযাত্রীগণের আহার্য্যের আয়োজন করেন, না করিলে বরকর্ত্তা প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। কিশোরীমোহন বাবু এ সকলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, একারণে তিনি হরবল্লভের এই দুঃসময়ে যাহাতে বরযাত্রীগণের আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে অধিক অর্থব্যয় না হয়, সেজন্য পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, মনে করিলে তিনি অক্লেশে দুই-এক হাজার অর্থব্যয় করিলেও করিতে পারিতেন, তাঁহার গৃহিণীও এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিশোরী বাবু নিজের সদ্বিবেচনাগুণে গৃহিণীর মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া তাহার হৃদয় হইতে সে ভাব অপনীত করিয়াছিলেন। বর ও বরযাত্রীগণের শুভ পদার্পণে হরবল্লভের বাড়ীতে এক হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। অন্তঃপুর হইতে বিবিধ বসনভূষণে অলঙ্কৃতা

ললনাগণ বর দেখিবার জন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে উঁকি মারিয়া বরের অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা সকল কার্য্যেই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, বিশেষতঃ বিবাহ বাড়ী, গঙ্গাস্নান, দেবদেবী মন্দিরে গমন করিলে আনন্দে এতদূর অধীরা হন যে, স্বীয় মস্তকের কবরী আবৃত রাখিতে ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। এ সকল স্থলে বৃদ্ধাগণকে যুবতীদিগের অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাবতী বলিয়া মনে হয়, বঙ্গবালা-গণের এ দোষ সংশোধন করা কর্ত্তব্য। দ্বারে ডোমেরা, ঢোল, কাঁসি, সানাই লইয়া মনের আনন্দে বাজাইতে লাগিল। ইহারা হরবল্লভের বাড়ীতে বিবাহ হইলেই বাজ্না বাজাইত, তিনি ইহাদিগের প্রতি চিরকাল কৃপা করিয়া থাকেন, আজ গৌরীর বিবাহে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বাজ্না বাজাইতে আসিয়াছিল। পরামাণিক ও কুলপুরোহিত কায়স্থকুলরীতি অনুসারে মঙ্গলাচারণ করিয়া বরকে দর-দালানে লইয়া গিয়া আসন দান করিল। হরবল্লভ কৃতগললগ্নবস্ত্রে কিশোরীমোহন ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে সম্ভাষণ করিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন, এমন সময়ে পুরোহিত ও অন্যান্য প্রৌঢ়জন তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, ইহা শুনিয়া তিনি হলধরকে সকলের প্রতি সম্ভাষণ এবং শান্তিময়, সতীশ, হরিহর প্রভৃতি যুবক-মণ্ডলীকে বরযাত্রীগণের আহারের বন্দোবস্ত করিতে তৎপর হইবার জন্য উপদেশ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিশোরীমোহন অধিক বরযাত্রী লইয়া না আসিলেও তথায় কন্যাযাত্রীগণের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না; হরবল্লভ সমস্ত আত্মীয়গণকে গৌরী-দানোপলক্ষে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন দেখিয়া, কিশোরীমোহন একটু বিস্মিত হইলেন, কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে হরবল্লভের অবস্থা দেখিয়া-ছিলেন, তিনি যে আজ এরূপ আয়োজন করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা

তাঁহার ধারণাই হয় নাই। বস্তুতঃ দৈবই অকস্মাৎ হরবল্লভের উপর প্রসন্ন হইয়া জনসাধারণের দ্বারা তাঁহার এই উপকার করিয়াছিলেন, নচেৎ তিনি গৌরীর বিবাহের পূর্ব্ব দিবসেও গৌরী-দানের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন।

হলধর সমাগত ব্যক্তিমণ্ডলীকে পরিতুষ্ট করিয়া, হরবল্লভ কিরূপে জনসাধারণের আনুকূল্যে এ প্রকার সমারোহের সহিত গৌরী-দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কিশোরীমোহনকে বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে হরিহর বরযাত্রীদিগকে জলপান করিবার জন্য আহ্বান করিল।

বরযাত্রীরা এ সুযোগ ত্যাগ করা অবিধেয়জ্ঞানে হরিহরের সম্ভাষণে ত্বরিতপদে তাহার অনুসরণ করিল; আর কন্যাযাত্রীগণ বরযাত্রীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাদিগের লোলরসনার তৃপ্তিসাধনের পথ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই সময়ে কিশোরীমোহন হলধরের সহিত বিবাহ স্থলে গিয়া দেখিলেন যে, হরবল্লভ বহু দান-সামগ্রী এবং একখানি রূপার থালায় অনেকগুলি টাকা ও নোট রাখিয়াছেন। তিনি হরবল্লভের কুটুম্বাদি ভোজনের আয়োজন দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে গৌরী-দানে এরূপ দান-সামগ্রী ও নগদ টাকা দিবেন, তাহা কিশোরীমোহনের ধারণাতীত ছিল। কিশোরীমোহন বিবাহস্থলে আসিবার পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, হরবল্লভ আত্মীয়-স্বজন ভোজন করাইতে বৃথা অর্থ নষ্ট না করিয়া নিজ জামাতাকে আজ কিছু দান-সামগ্রী সম্প্রদান করিলে ভাল হইত; কিন্তু এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ সকল দ্রব্য ও অর্থ দর্শনে তিনি অন্তরে অন্তরে হরবল্লভের প্রশংসা করিয়া, তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি হরবল্লভকে তাঁহার সাধ্যমতে অর্থব্যয় করিয়া গৌরীর বিবাহ আপন পুত্রের সহিত নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করিয়া-

ছিলেন, কোনও নির্দ্দিষ্ট অর্থ বা অলঙ্কারাদি লইতে ইচ্ছা করেন নাই। হরবল্লভ অকস্মাৎ জনসাধারণের নিকটে পূর্ব্বোক্তরূপে অর্থলাভ করিয়া, তিনি গৌরীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে না পারিয়া, সেই অঙ্গুরী-বিক্রয়লব্ধ সহস্র মুদ্রা হইতে পাঁচ শত গৌরী-দানের যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কিশোরীমোহনের সমীপে স্বীয় সাধ্যমতে গৌরী-দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি এই আয়োজন করিয়াছিলেন ; হরবল্লভ ইচ্ছা করিলে ঐ সকল দান-সামগ্রী ও অর্থ না দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাই ধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া এরূপ করিয়াছিলেন। অধুনাতন কন্যা সম্প্রদানে যদি কোন বরকর্ত্তা, কন্যার পিতাকে স্বীয় সাধ্যমতে অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি যেন এই হরবল্লভের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন, আর বঙ্গের প্রত্যেক বরকর্ত্তা যেন, কিশোরীমোহনের ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে প্রয়াসী হইয়া, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বাসরে বর

I love everything that's old : Old friends,
old times, old manners, old books, old
wines. *Goldsmith.*

শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে গৌরীর পরিণয়কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়া গেল, বরবেশী পূর্ণেন্দু পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে অব্যাহতি-লাভ করিবামাত্র অন্তঃপুরবাসিনীগণ তাহাকে সোৎসাহে ও মহাসমাদরে বাসর ঘরে লইয়া গেল। বাঙ্গালীর বিবাহে বাসর ঘর বরপুঙ্গবদিগের এক সুখভোগ (?) করিবার অতুল্য সময়। বাঙ্গালীর পুরুষানুক্রমে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে আমাদিগের এই নবীনদম্পতি কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই। পূর্ণেন্দু সস্ত্রীক বাসর ঘরে উপবেশন কবিবামাত্র পঙ্গপালের ন্যায় কুমারী, নবোঢ়া বালিকা ও যুবতীগণ চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং নানারূপ বিদ্রূপাত্মক রসালাপে পূর্ণেন্দুর মনস্তুষ্টিসাধন করিতে লাগিল।

পূর্ণেন্দু সেই সকল নারীবৃন্দের মধ্যে একাকী কাহাকে কি উত্তর দিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ধীর, শান্ত ও সুশীল বালকের ন্যায় নীরবে বসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া একটি কুমারী তাহার কর্ণমর্দ্দন করিয়া কহিল, "বলি, ও বর, তোমার মুখে কথা নেই কেন?"

ইহা শুনিয়া আর একজন কহিল, "ওলো! ও কালা, আমাদের কথা শুন্‌তে পায় না!"

কেহ কহিল, "না লো! ও হাবা, কথা কইতে পারে না, পার্‌লে কি অমনভাবে জুজুটীর মত বসে থাকে?"

এই সকল কথা শুনিয়া একটি যুবতী সকলের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "কথা কবে না কি লো? দাঁড়া, আমি বরকে কথা ক'য়াচ্ছি।" অতঃপর সে পূর্ণেন্দুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কি বর! ভাল আছ? আমি ভাল আছি।"

তাহার এই কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, একটি যুবতী কহিল, "মরণ আর কি তোমার! তুমি ভাল আছ কি মন্দ আছ, এ কথা কে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছে?"

পূর্ণেন্দু এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, কোন কথা কহে নাই, কিন্তু এই যুবতীর বাক্‌পটুতাগুণে বিমুগ্ধ হইয়া কহিল, "আপনি যে ভাল আছেন, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তা নইলে এতগুলি স্ত্রীলোককে ঠেলে আস্‌তেন না।"

তাহার এই কথা শুনিয়া একটি যুবতী কহিল, "এই যে, বর কথা কইতে জানে, তবে নেহাত হাবা নয়।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "আপনাদের গুণে এস্থলে হাবাও কথা কহিতে শিখে—বাবা! কাণে কড়া পড়ে গেল, পিঠখানাও অসার হ'য়ে আস্‌ছে; দেখুন, কাণ আমার দুটো বই তিনটে নয়, পিঠও একটি, কিন্তু এই সব ছোট ছোট মেয়েগুলির মোলায়েম কানমলা ও চড়-চাপড় খেয়ে আমার বদ্‌হজম রোগ দাঁড়িয়ে গেল।"

যুবতীগণ তাহার এই কথা শুনিয়া কুমারীদিগকে আর কর্ণমর্দ্দন করিতে নিষেধ করিয়া বরকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল। পূর্ণেন্দু তাহাদিগের দ্বারা পুনঃপুনঃ গান গাহিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া কহিল, "গান গাওয়া আমার বড় একটা অভ্যাস নাই, বাঙ্গালীর ঘরে

জন্মে আমি আশৈশবকাল হইতেই রাশি রাশি বহি মুখস্থ কর্‌তে শিখেছি, কখনও গান গাওয়া অভ্যাস কর্‌বার সুযোগ পাই নাই। এ অবস্থায় বাঁদরের হাতে খোন্তা ব্যবহারের মত আমার গান গাওয়াও বৃথা।”

ইহা শুনিয়া একটি যুবতী কহিল, “ও, তবে তুমি একটি বাঁদর, ওলো ভাই! গৌরীকে ও বাঁদরের কাছ হ'তে নিয়ে আয়, নৈলে সে বাঁদরের দাঁতখিচুনী দেখ্‌লে ভয় পাবে।”

এইরূপে যখন তাহারা পরস্পরে আমোদ উপভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় মানদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া যুবতীগণ আপনাপন মস্তকের অবগুণ্ঠন আরও একটু বেশী করিয়া টানিয়া দিল, কুমারীরা বরের নিকট হইতে অনেকটা সরিয়া বসিল; আর মানদাসুন্দরী বরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তথায় উপবেশন করতঃ কহিলেন, “কি ভাই নাতজামাই! বলি কনেকে কি মনে ধরেছে?”

পূর্ণেন্দু কহিল, “ধরিলেও ধরিয়াছে, আর না ধরিলেও ধরাইতে হইবে; যখন অগ্নিসমক্ষে পিতৃপিতামহের নামোচ্চারণ করিয়া পবিত্র বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়িলাম, তখন আর উপায় কি?”

মানদাসুন্দরী কহিলেন, “বেশ, বেশ দাদা! তোমার এই কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম; আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দু'জনে মনের সুখে ঘর-সংসার কর। গৌরী আমাদের ছেলেমানুষ, তুমি ভাই! তোমার চরিত্র-গুণে ওকে তোমার নিজের মত ক'রে নিও। তুমি লেখাপড়া জান, শুনেছি, এই বয়সেই ডাক্তারী পাশ করে দু' পয়সা আন্‌তে শিখেছ, তোমায় আর বেশী কি বল্‌ব; তুমি চিরকাল ধর্ম্মে মতি রেখো। ধর্ম্মভাব মনের মধ্যে রেখে জগতে যে কাজ কর্‌বে, তাতেই উন্নতি হবে।” অতঃ-পর তিনি উপস্থিত স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ওলো ও

মেয়েগুলো! তোরা সব আর বরকে আজ জ্বালাতন করিস্ না, রাত দুটো বেজেছে, এখন একটু বিশ্রাম করতে দে।" এই বলিয়া মানদা-সুন্দরী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যে সকল যুবতী সে রাত্রে বাসর জাগিতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহারা কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করিল না। পূর্ণেন্দুকে সে রাত্রিতে তাহাদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়া, তাহাদিগের মতে মত দিয়া দু'-একটি গান গাহিতে হইয়াছিল, সে সকল বিষয় লইয়া আর পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয়, সকলেই বাসরঘরের সুখভোগ করিয়াছেন, আর যদি কেহ এখনও না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁহাকে সে সুখোপভোগ করিতে অধিক দিন বঞ্চিত না রাখেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিরাজমোহিনীর শেষ অবস্থা

Could we forbear dispute and practise love
We should agree as angels do above.

Waller.

কাশিনাথের স্বভাবচরিত্র দেখিয়া তাঁহার জননীর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিসে তাঁহার সংসার বজায় থাকিবে, কিসে তাঁহার পুত্রবধূর দুঃখ ঘুচিবে, সেই দুর্ভাবনায় নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে তিনি শয্যাশায়িতা হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উঠিবার শক্তি ছিল না, লক্ষ্মীমণি তাঁহাকে আপনার জননীর ন্যায় সেবা ও ভক্তি করিত, তাহারই যত্নে বিরাজমোহিনীর জীবন-বায়ু এখনও দেহ হইতে বহির্গত হয় নাই। ঔষধ সেবন করাইতে, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতে, সুচিকিৎসক আনাইতে ও সংসারের অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই লক্ষ্মীমণিকে দেখিতে হইত। কাশিনাথ জননীর এরূপ পীড়া অবগত হইয়াও তাঁহার সুচিকিৎসা বিধানের জন্য মনোযোগী হন নাই, কেবল হরবল্লভের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তাঁহার সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছিলেন। তিনি আহারাদি করিবার জন্য ক্ষণকাল অন্তঃপুরে আসিতেন, সে সময়ে লক্ষ্মীমণি তাঁহাকে এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া তথায় আর আসিবেন না বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। লক্ষ্মীমণি স্বামীর স্বভাবচরিত্র বিশেষরূপে জানিত, পাছে তাঁহাকে অধিক পীড়াপীড়ি করিলে তিনি আর তথায় আহারাদি করিতে না আসেন, এই ভাবনায় সে তাঁহাকে বড় বেশী কিছু বলিত না। হিন্দু

নারীর এমনি পতিভক্তি, এই পতিভক্তি আছে বলিয়াই হিন্দু-সংসারে কুলাঙ্গার পুরুষগণ দিনাতিপাত করিতে সক্ষম হয়। কাশিনাথ সারা-দিবস সুরাপানে উন্মত্ত থাকিয়া, তোষামোদী ব্যক্তিগণের চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া, আপনাকে একজন পুরুষসিংহ জ্ঞানে, সদাই অহঙ্কারে স্ফীত থাকিতেন। লীলাবতী যতকাল তাঁহার রক্ষিতা ছিল, ততকাল তিনি তাহারই আলয়ে রাত্রিযাপন করিতেন, তাহার অবর্ত্তমানে এখন তিনি এক সুবৃহৎ উদ্যান-বাটিকায় বলাইচাঁদ, দয়াময়, মতিলাল প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া নিত্য নূতন বারবনিতা লইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু হরবল্লভের গৌরী-দানের পর হইতে তিনি বন্ধুশূন্য হইয়া একাকী নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেন, তিনি যে রেজা খাঁর দ্বারা হরবল্লভের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেজন্য হরবল্লভ তাঁহার নামে প্রকাশ্যভাবে আদালতে মোকদ্দমা করি-বেন, এ কথা হলধর ও হরিহর তাঁহাকে লোকপরম্পরায় জানাইয়া-ছিলেন। কাশিনাথ এই বিষয় লইয়া আইন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে গিয়া পরামর্শ লইলে তাঁহারা কাশিনাথকে স্বীয় কার্য্যের গুরুত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; কাশিনাথ তাঁহাদিগের পরামর্শ শুনিয়া একে-বারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার এই দুঃসময়ে দয়াময়, মতিলাল ও অন্যান্য বন্ধুগণ (যাহারা তাঁহার সুসময়ে সর্ব্বদাই আশে-পাশে অবস্থান করিত) একেবারে দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, তাহাদিগের ভয়, পাছে কাশিনাথের পাপকার্য্যের সাহায্যকারী বলিয়া তাহারাও আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়।

বিরাজমোহিনী এই সকল বিষয় অবগত হইয়া আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও লক্ষ্মীমণিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৌ-মা! আর তুমি আমার জন্য কেন মিছা কষ্ট কর, আমি আর বেশীদিন বাঁচ্‌ব না, এ

অবস্থায় তোমার দুঃখের কথা মনে হ'লে আমার তোমাকে ছেড়ে মরতে ইচ্ছা যায় না, মা! তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমার স্বামী-ভক্তি অচলা, আমি তোমার মুখ চেয়ে মনে করেছিলেম যে, হরবল্লভকে ডেকে কাশিনাথের সঙ্গে তার সমস্ত বিবাদ মিটিয়ে দেব, কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, আমার সে আশা বৃথা, হরবল্লভ যখন তার মেয়ের বিয়েতে আমাদের এক ঘরে ক'রে দিয়েছে, তখন সে কাশির উপর একেবারে বিরূপ। তার উপর কাশির দুর্ব্যবহারে আমার আর তিলার্দ্ধও বাঁচ্‌তে সাধ নেই। মা! তুমি আমায় আর ঘরে মেরো না, এ সময়ে কাশিকে একবার আমার কাছে ডেকে আন।"

"মা! তিনি কি আমার কথা রাখ্‌বেন, সেদিন আমি তাঁর দুটি পায়ে ধ'রে কত মিনতি করে তোমার জন্য একটি ভাল কবিরাজ আন্‌তে বল্‌লে, তবে ঐ কানু কবিরাজকে ডেকে দিয়েছিলেন। আর তিনি বোস ঠাকুরের বাড়ীতে আগুন ধরাতে গিয়ে ধরা পড়ায়, এখন কেমন কেমন উদাসভাবে একা বসে থাকেন। আহার, নিদ্রা ত্যাগ ক'রে এখন কেবল আকাশ পানে চেয়ে থাকেন; মা! তোমার এই রোগ—তাঁর এই অবস্থা, যাঁদের মুখ চে'য়ে আমি দুটি অপগণ্ড ছেলে-মেয়ে নিয়ে আছি, তাঁরা এ রকম হ'লে আমার দশায় কি হবে মা! আমি যে বড় দুঃখিনী, তোমার স্নেহগুণে আমি সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে, তোমার সেবা ক'রে প্রাণে এক শান্তি পেতেম। মা! তোমার যত্নে আমি যে তাঁর সমস্ত হতাদর ভুলে থাকি।" এই বলিয়া লক্ষ্মীমণি সামান্যা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল।

বিরাজমোহিনী কহিলেন, "কেঁদ না মা! আশীর্ব্বাদ করি, কাশি তোমায় সুনয়নে দেখুক। তার সুমতি হোক্‌, আমি যে একেবারে শক্তিহীনা হয়েছি, তুমি ধরে তোল, তবে বসি, মুখে আহার তুলে দাও,

তবে খেতে পাই, আমার এ অবস্থা না হ'লে আমি হরবল্লভের বাড়ীতে গিয়ে কাশির অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতেম। এখন যাও, তুমি আমার অন্তিমকালে একবার কাশিকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে একবার দেখেও সুখে মরি।"

লক্ষ্মীমণি তাঁহার এই কথা শুনিয়া স্বীয় কন্যা নলিনীকে ডাকিয়া কহিল, "মা! তুমি এইখানে ব'স, তোমার ঠাকুরমায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ তুমি এখান থেকে যেও না; বেলা তিনটা বাজে, নগেনের স্কুল হ'তে আস্‌বার সময় হয়েছে, সে এলে এইখানে বসিও, আমি একবার বৈঠকখানা হ'তে আস্‌ছি।" এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল, নলিনী তাহার জননীর উপদেশ মত বিরাজমোহিনীর সেবায় মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশিনাথের ভাবান্তর

The world is a wheel, and it will all come
round right. *Disraeli.*

এ জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল, ঐ যে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজে সমগ্র ধরাতল বিষম উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে ; উহাও ক্ষণপরে শীতল স্নিগ্ধ-ভাব ধারণ করিবে, ঐ যে কুলুকুলুনিনাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গা, জোয়ার স্রোতে উৎফুল্লা হইয়া সগৌরবে উত্তালতরঙ্গমালাসহ প্রবাহমানা রহিয়াছে, উহাও ক্ষণপরে ভাঁটার আবেগে শীর্ণা কলেবরে পরিণত হইয়া মন্থরগতি ধারণ করিবে ; ঐ যে সুনীলগগণে ঘোর ঘন কাদম্বিনীশ্রেণী থরে থরে সঞ্জাত হইয়া গর্ব্বভরে স্থানাধিকার করিয়া বসিতেছে, উহাও ক্ষণপরে পবনতাড়নে দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। এই ত জগতের গতি, আজ যাহাকে কাঞ্চনভরণা সম্পদশালিনীরূপে প্রাসাদ-বাসিনী দেখিতেছেন, কাল হয় ত তাঁহাকে পথের ভিখারিণী দেখিবেন, আজ যাঁহাকে জটাজুটধারী সাধু সন্ন্যাসীরূপে দেখিতেছেন, কাল হয় ত তিনি ব্যভিচার-অপরাধে দশজনের সমক্ষে বন্দীরূপে নীত হইতে দেখিবেন। আজ যিনি সহায় সমুন্নত সম্পদশালী অবস্থায় দর্পবলে দশের উপর ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে আধিপত্য করিতেছেন, কাল হয় ত তিনি সহায় সঙ্গীভ্রষ্ট হইয়া বিষহীন ভুজঙ্গমের ন্যায় একাকী অবস্থান করতঃ নিজকর্ম্মের অনুশোচনা করিতে দেখিবেন। আমাদিগের কাশিনাথের এখন এই শেষোক্তরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। তিনি দয়াময় ও মতি-লালের পলায়নবার্ত্তা অবগত হইয়া একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন, তাহারাই কাশিনাথের সকল কর্ম্মের উৎসাহ পরিবর্দ্ধক ছিল, এক্ষণে হরবল্লভ গৌরীর বিবাহে তাহাকে নিমন্ত্রণ হইতে বঞ্চিত করিয়া, বিষম অপদস্থ ও সমাজচ্যুত করিলে, কাশিনাথ হৃদয়ে আঘাত অনুভব করিয়াছিলেন। অধিকতর হরবল্লভের গৃহে আগুন ধরাইবার কথা তাঁহার স্মৃতিপটে সতত উদয় হইয়া তাঁহার কিংকর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত করিয়াছিল, তিনি স্বীয় বৈঠকখানায় একাকী অবস্থান করিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, "হায়! তোষামোদীগণ কি স্বার্থপর! যাহাদিগকে আমি আপনজ্ঞানে এতদিন নিজের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, অর্থব্যয় করিয়া আসিলাম, যাহাদিগের পরামর্শে আমি হরবল্লভকে অতি অপদার্থ জ্ঞান করিতাম, তাহারা আমায় এ বিপদে ফেলিয়া একে একে তিরোহিত হইল? যে প্রবলপ্রতাপশালী রেজা খাঁকে আমি শত সহস্র মুদ্রাদানে হরবল্লভের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিলাম, সে-ও শেষে উপেন্দ্রনাথের ছলনায় বিধ্বস্ত ও আঘাতিত হইয়া আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিল? যে হরবল্লভের গৌরী-দান ব্রত উদযাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া, আমি আমার সমস্ত শক্তিনিয়োগ করিলাম, তাহা সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইল। যে হরবল্লভের জমিদারী সকল খরিদ করিয়া, আমি আপনাকে একজন মহা ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম, সেই সকল জমিদারীই এখন আমার কণ্টকাকীর্ণ শয্যাস্বরূপ হইয়াছে। প্রজাবৃন্দের মুখে চতুর্দ্দিকেই হাহাকার শব্দ, তাহাদের গৃহে অন্ন নাই, দুর্ভিক্ষের ভীষণ ছায়া সর্ব্বত্রই নিপতিত হইয়াছে। খাজনা আদায়ের নামও নাই, তাহার উপর যে দয়াময়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি কানাইলালকে নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে-ও সমস্ত হিসাব গোলযোগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। মূর্খ আমি, নিজের আয়ব্যয় হিসাব সংরক্ষণে অপটু; তাই সে আমায় প্রতারণা করিবার সুযোগ

পাইয়াছে। সমগ্র প্রজামণ্ডলী আমার উপর বীতশ্রদ্ধ, আমি তাহাদিগের উপস্থিত জমিদার হইলেও আমাকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, হরবল্লভ তাহাদিগের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছে। কি বিষম বৈপরীত্য ভাব? হরবল্লভ! তুমিই এ জগতে যথার্থ সুখী। তোষামোদীবৃন্দের অসার বাক্‌পটুতায় বিমুগ্ধ হইয়া আমি আমার অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছি, জীবনে সতীসাধ্বী স্ত্রীর অবমাননা করিয়া, সতত অসতীর সহবাসে এ পাপ-জীবন কলঙ্কিত করিয়াছি, শত শত দীনহীনা অসহায়া নারীর সর্ব্বনাশ করিয়া, আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকিতাম। তখন ত একবার এ ভবিষ্যের ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করি নাই? কেন আমি দয়াময় ও বলাইচাঁদের কুটমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়াছিলাম? আমি রেজা খাঁর পরামর্শ মতে হরবল্লভের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ না হইয়া কেন তাহার সুখপূর্ণ গৃহে অনলরাশি প্রজ্জ্বলিত করিতে গিয়াছিলাম? হায়! যে অনলে আমি তাহাকে ভস্মীভূত করিব ভাবিয়াছিলাম, সেই অনলে আমিই যেন এক্ষণে অহরহঃ জ্বলিয়া মরিতেছি। হায়! আমার এ জীবনধারণে আর সুখ কি? যে শির সগর্ব্বে উত্তোলিত করিয়া, আমি আজীবন ধরিত্রীবক্ষে বহন করিয়াছি, তাহা আজ ধূলাবলুণ্ঠিত করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার ভাল। ওহো! দুর্ভাবনা পিপীলিকা অহরহঃ আমার হৃদ্‌পিণ্ড কুড়িয়া খাইতেছে, সদাই মনে হয়, যেন ধরিত্রীদেবী প্রতিক্ষণেই আমার পদতল হইতে সরিয়া পড়িতেছেন, আর হরবল্লভ শত শত প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আমার বিপক্ষে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে; আমি প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে, দস্যু ও তস্করের আবাসস্থল সেই ভীষণ কারাগারের প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছি। আজ নয় কাল, আমার বিপক্ষে হরবল্লভ যে বিষম মোকদ্দমা আনয়ন করিবে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আমার এক-

মাত্র উপায় আত্মহত্যা। আত্মহত্যাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" এই ভাবিয়া কাশিনাথ সম্মুখস্থিত একটি দেরাজ হইতে খানিকটা অহিফেন লইয়া খাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় লক্ষ্মীমণি আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাশিনাথ সহসা তাহাকে সেই স্থানে দেখিয়া অহিফেন দেরাজের উপর রাখিয়া কহিলেন, "একি! লক্ষ্মি, তুমি আমার মরণের পথের প্রতিবন্ধক হইতে আসিয়াছ? যাও, অন্তঃপুরে যাও, আমি তোমার অতি অযোগ্য স্বামী, আমার জন্য দুঃখ করিও না, আত্মহত্যা ভিন্ন আর আমার উপায় নাই।"

ইহা শুনিয়া লক্ষ্মীমণি শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "সেকি! আত্মহত্যা! নাথ, স্বামীন্‌, হৃদয়সর্ব্বস্ব! এ আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হবে কেন প্রভু? একবার তোমার জননীর শেষ অবস্থার বিষয় চিন্তা কর, তিনি এক্ষণে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। বাঁচিবার আশা নাই, একবার তোমার নগেন্দ্র-নলিনীকে ভাব, আর এই পদাশ্রিতা দুঃখিনী দাসীর মুখ চাও, জীবনে তুমি আমায় চিরকাল অযত্ন করিলেও, আমি তোমায় দেবতাজ্ঞানে দিবানিশি প্রাণে প্রাণে তোমারই ঐ শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া, তাহাতে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিদানে পূজা করিয়া থাকি। স্বামী-সম্মিলনসুখলাভ নারীর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি চাই, পূর্ব্বজন্মে আমি কত পাপ করিয়াছিলাম তাই এ জন্মে তোমার ন্যায় সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় স্বামী পাইয়াও সুখে সংসার করিতে পারিলাম না। নাথ! মৃত্যু ত জীবের অবশ্যম্ভাবী। যাহা অবধারিত, নিশ্চিত, একদিন-না-একদিন ঘটিবেই ঘটিবে, তাহাকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করিয়া এ অমূল্যজীবন নষ্ট করা কেন?"

কাশিনাথ কহিলেন, "কেন? লক্ষ্মি, তোমার এত প্রেম, এত ভালবাসার প্রতিদানে আমি তোমায় দিবানিশি বিরহঅনলে পুড়াইয়াছি।

তোমায় কটুবাক্য ভিন্ন কখনও সপ্রেম সম্ভাষণ করি নাই, তোমার সুখ দুঃখের জন্য একদিনও ভাবি নাই; মায়ের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমি বারবিলাসিনীর মনস্তুষ্টিসাধনে সততই তৎপর থাকিতাম, কিন্তু এতদিনে আমি আমার পাপের ফলভোগ করিতে বসিয়াছি। তুমি জান না, আজ বাদে কাল আমায় জেলের আসামী হইয়া, বোধ হয় সারাজীবন দস্যু ও তস্করদিগের সহিত একত্রে বসবাস করিতে হইবে, সে যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা আত্মহত্যাই আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি। যাও প্রিয়ে! তুমি মাকে গিয়ে বল যে, আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান, তাঁর এ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার ন্যায় পাপীর মুখ দর্শন করিলেও তাঁর আত্মার সদ্গতি হইবে না।"

লক্ষ্মীমণি ইহা শুনিয়া কহিল, "আমরা জানি, তুমি বোস-ঠাকুরের বাড়ীতে আগুন ধরাইবার যে আয়োজন করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার এ বিপদ্ ঘটিয়াছে। মা বলেন, তিনি এই জীবনের শেষে, একবার বোস-ঠাকুরকে ডেকে তোমাদিগের মনোমালিন্য ঘুচিয়ে দিবেন, তাঁর আর উঠিবার শক্তি নাই, নহিলে তিনি নিজেই বোস-ঠাকুরের কাছে গিয়া এ সমস্ত কথা বলিতেন। তুমি পবিত্রচেতা বোস-ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সমগ্র গ্রামবাসীর ঘৃণার পাত্র হইয়াছ, তাঁহারা সকলেই তোমার বিরোধী, তাই বোস-ঠাকুর তোমায় একঘরে করিয়াছেন, এস্থলে তুমি বোস-ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। নতুবা তুমি দম্ভ ও অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া স্বীয় বংশক্ষেত্রে যে বিষবীজ বপন করিয়াছ, তাহার ফলে, তোমার ভবিষ্য বংশধরগণের সমূহ বিপদ্ হইবে। অধিনীর মিনতি রাখ, তুমি তোমার মা'র অমোঘ আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া একবার বোস-ঠাকুরকে মা'র কাছে ডাকিয়া আন।"

কাশি। লক্ষ্মীমণি! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, আমি তোমার এ বুদ্ধির প্রশংসা করি; কিন্তু আমি জীবনে যাহাকে চির শত্রুজ্ঞানে এত-দিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি; যাহার গৌরী-দান-ব্রত উদযাপনে আমি কত শত কণ্টক স্থাপন করিয়া, তাহাকে নিরাশসাগরে ভাসমান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যাহার গৃহ-দ্বার ভস্মীভূত করিতে গিয়া, আমি এই সহায় সঙ্গীভ্রষ্ট হইয়া মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কোন্ প্রাণে আমি স্বয়ং তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইব? আমি এখন বুঝি-তেছি, হরবল্লভের আসন আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাহার হৃদয় মহত্ত্বে পূর্ণ, আমি এখন তাহার শরণাপন্ন হইলে সে দয়াপরবশ হইয়া আমায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু আমি কোন্ মুখে তাহার সমীপে উপস্থিত হইব? এক্ষণে আমার পক্ষ হইতে যদ্যপি কেহ হরবল্লভের নিকটে গিয়া আমার ক্ষমা প্রার্থনা তাহাকে জানায়, তাহা হইলে আমি আজীবন তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। শুন্‌লেম, মা'র অবস্থা বিষম শোচনীয়। যদ্যপি তার কিছু ভাল-মন্দ হয় তাহা হইলে এখন আমায় কে সাহায্য করিবে? গ্রামের সকলেই এখ হরবল্লভের পক্ষে।

লক্ষ্মী। তাই ত! এ সময়ে আমাদের পক্ষসমর্থন ক'রে বো ঠাকুরকে তোমার এ মনের ভাব জানায়, এমন বন্ধু কি কেউ নাই?

"অবশ্য আছে," এই বলিয়া একটি যুবক তথায় দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মীমণি মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া সলজ্জে দুই-চারি পদ পিছাইয়া গেল, কাশিনাথ সবিস্ময়ে যুবকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "একি! আপনি উপেন্দ্র বাবু! আপনিই আমার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছেন? আপনার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ সেই লীলাবতীর গৃহেই হইয়াছিল, তার পর আমি শত চেষ্টা

করিয়াও আপনাকে দেখিতে পাই নাই। আপনারই ছলনায় ও কৌশলে আমি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, এই নির্জ্জন গৃহে বসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আপনিই আমার লীলাবতীকে ভুলাইয়া লইয়াছেন, রেজা খাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত সামর্থ্য ব্যর্থ করিয়াছেন, আপনি আমার ঘোরতর শত্রু, কিন্তু আপনার একি পরিবর্ত্তন! আপনি আমার সহিত বন্ধুভাবে আজ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন? একি সত্য?

যুবক কহিল, "সত্য! সম্পূর্ণ সত্য।"

কাশিনাথ কহিলেন, "তা যদি হয়, তবে আমি আপনাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, আর আমি এখন হরবল্লভের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি। আপনি আমায় এ আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন, হরবল্লভ যাহাতে আমার বিপক্ষে কোনরূপ মোকদ্দমা আনয়ন না করে, তাহার সুবিধান করুন। আমার অধীনস্থ প্রজা রেজা খাঁ, আমায় বহুবার হরবল্লভের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতে নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তখন মোহাভিভূতচিত্তে তাহাকে বার বার উপেক্ষা করিয়াছিলাম। সে এখন পীড়িত, উত্থানশক্তি বিরহিত, নচেৎ রেজা খাঁকে পাঠাইয়া, আমি হরবল্লভের নিকটে করুণা ভিক্ষার প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম।"

উপেন্দ্রনাথ কহিল, "কাশিনাথ বাবু! আমি আপনার মনের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইলাম; স্থির জানিবেন, জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে না, মানুষ আপনাপন কার্য্যের গুণে একে অপরের শত্রু বা মিত্র হইয়া পড়ে। আমি আপনার সহিত প্রকাশ্য-ভাবে শত্রুতা করিলেও, অন্তরে অন্তরে আপনার মঙ্গলকামনা করিয়া থাকি। অধর্ম্মের ও তোষামোদীগণের আশ্রয় লইয়াই আপনি এতদূর অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছেন। জানিবেন, জগতে ধর্ম্মের জয় অবশ্য-

স্বাবী, মূঢ় জীব, দম্ভবলে তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। আপনি আপনার সতী স্ত্রী, জ্ঞানময়ী বয়োবৃদ্ধা জননীর মনে কষ্ট দিয়া, অহরহঃ পাপমতি সহচর-বৃন্দ পরিবৃত হইয়া, বারবনিতাদিগের সহবাসে স্বীয় চরিত্র কলুষিত করিয়াছেন, নিজ ঘৃণিত কার্য্যকলাপের দ্বারা সমগ্র গ্রামবাসীর প্রাণে এক অসহনীয় যন্ত্রণা দান করিয়াছেন, আপনার যে অধীন প্রজা হরিহরের স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিতে আপনি মনস্থ করিয়াছিলেন, হরবল্লভ বসু মহাশয় সেই হরিহরের স্ত্রীকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দিয়া, নিজে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছেন। জগতে পরোপকার করা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই, হরবল্লভ বসু সেই ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াই আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত করিয়াছেন, আর এ দীন একমাত্র ধর্ম্মের নামেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, জয়শ্রী করতলগত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া বলাইচাঁদ সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে, লীলাবতীকে অর্থলোভে ভুলাইয়া, আপনার আশ্রয় হইতে বঞ্চিতা করিয়া, যখন আমি রেজা খাঁর অধর্ম্মজনিত কর্ম্মের প্রতিফলদানে, হরবল্লভ বসুর সহায়তায় ব্যস্ত ছিলাম, সেই সুযোগে আপনারই বন্ধু দয়াময় ও মতিলাল, তাহাকে কৌশলে ভুলাইয়া কাশিতে লইয়া যায়। তথায় বজ্রাঘাতে তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াই রেজা খাঁ এখনও শয্যাশায়ী। যাহা হোক্, উপস্থিত আমি আপনার সাধ্বী স্ত্রীর পাতিব্রত্যগুণে মুগ্ধ হইয়া ও আপনার জননীর মুমূর্ষু অবস্থা জানিয়া, আপনার পক্ষ হইতে আমিই হরবল্লভ বাবুকে আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিব, আমিই আপনার মনের অশান্তি ঘুচাইয়া, আপনাকে কারাক্লেশ হইতে উদ্ধার করিব।"

লক্ষ্মীমণি দূর হইতে উপেন্দ্রনাথের সকল কথা শুনিতেছিল, সে যেন কোথায় তাহার স্বরলহরী শুনিয়াছে, কোথায় তাহাকে দেখি

য়াছে, এরূপ চিন্তা করিয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "আপনি আমাদের যথেষ্ট উপকারী, আপনার নিকটে আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু ফকিরণী! আপনি আমার নিকটে যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুন না কেন, আমি আপনাকে চিনিয়াছি; লক্ষ্মীমণির তীব্রতম দৃষ্টি, আপনার এ কৃত্রিম আভরণ ভেদ করিয়া, আপনার অন্তর্নিহিত ভাব ও প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পষ্টই প্রতিভাসিত করিতেছে।" এই বলিয়া সে উপেন্দ্রনাথের মস্তকের কেশরাশি ধরিয়া উত্তোলন করিবামাত্র তাহা সমূলে উঠিয়া আসিল। উপেন্দ্রনাথ পুরুষোচিত কুঞ্চিত কেশদাম হারাইয়া সুদীর্ঘ বেণীপৃষ্ঠে উত্তরার সমীপে যেন ক্লীববেশী অর্জ্জুনের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া কাশিনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি রহস্য! উপেন্দ্রনাথ এক সামান্যা নারী? আপনার ন্যায় নারীর কৌশলে আমরা পরাস্ত হইয়াছি; রেজা খাঁর প্রবলপ্রতাপ আপনার কাছে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ধন্য আপনি, আপনার অসীম সাহসিকতা ও সুশিক্ষাকে ধন্য।"

উপেন্দ্রনাথ কহিল, "আজ্ঞা হাঁ! আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মাশ্রিতা পতিপরায়ণা নারী, আপনারই অধীনস্থ প্রজা, রেজা খাঁর পত্নী, জোবেদা।"

ইহা শুনিয়া কাশিনাথ ক্ষণিক বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে জোবেদাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি রেজা খাঁর পত্নী জোবেদা! মা! তোমার ন্যায় অসামান্যা নারীর পদার্পণে এ গৃহ পবিত্র হইল। তুমি রেজা খাঁর উপযুক্ত পত্নী, তাই সে তোমার নিকটে পরাজিত। কিন্তু মা! পর্দ্দানশীন মুসলমান কন্যা তুমি! তোমার এমন বেশ কেন?"

জোবেদা কহিল, "কেন? অধর্ম্মাচারী স্বামীকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য! আপনি যখন আমার স্বামীকে প্রচুর অর্থের লোভ

দেখাইয়া, তাঁহাকে হরবল্লভ বসু মহাশয়ের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এবং তিনিও আপনার পক্ষ-সমর্থন করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে সেই পাপকার্য্য হইতে নির্লিপ্ত রাখিবার জন্য তাঁহার প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হই, আল্লার নামে আমি সে কার্য্যে সফলতালাভ করিয়াছি। তার পর একদিন আমি আপনার বাড়ীতে ফকিরণী বেশে আসিয়া আপনার স্বভাব-চরিত্রাদি সবিশেষ জানিয়া লই এবং আপনার মনের কখনও ভাবান্তর ঘটিলে, আপনাকে আমি আপনার পত্নী ও জননীর সমীপে শান্ত ও শিষ্টমূর্ত্তিতে উপস্থাপিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞাপালনের সুদিন উপস্থিত। এক্ষণে মা'র কাছে চলুন! আমার কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, আর আমি উপেন্দ্রনাথ নহি—এখন আমি ব্রতাবলম্বিনী ফকিরণী। আমি আপনার মনোগত ভাব হর বাবুকে জানাইয়া, আপনাদের মনোমালিন্য দূর করিব। হিন্দু মুসলমান ভারতমাতার একই অঙ্কশোভিত সন্তান, ইহাদের একে অপরের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী ও পরস্পরে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করা উচিত। তাহা না করিয়া, একে অপরের বিপদে সুখানুভব করা কেবল নীচতার পরিচয় মাত্র।"

অতঃপর সে লক্ষ্মীমণিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভগ্নি! আমি তোমার নিকটে যে সত্যে আবদ্ধ ছিলাম, তাহা হইতে আজ মুক্তিলাভ করিতেছি; এক্ষণে চল, একবার আমরা মাকে দেখিয়া আসি।"

লক্ষ্মীমণি তাহাকে সাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। কাশিনাথ ধীরে ধীরে তাহাদিগের পশ্চাদনুগমন করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বৌ-ভাত

> Love Virtue, she alone is free,
> She can teach you how to climb
> Higher than the spheery chime. *Milton.*

কিশোরীমোহন বর-কনে লইয়া স্বীয় ভবনে উপনীত হইলে, তথায় এক বিপুল জনস্রোত আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার গৃহিণী কাদম্বিনী ভাবিয়াছিল যে, সে পুত্রের বিবাহে আদৌ দানসামগ্রী পাইবে না, কিন্তু বর আসিলে তাহার সে ধারণা বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ সে গৌরীর অপরূপরূপলাবণ্যরাশি ও সুন্দর গঠনাকৃতিতে অতীব মুগ্ধা হইয়া পড়িয়াছিল; পাড়াপ্রতিবাসীরা কনে দেখিয়া তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতেছিল। গৌরী [illegible] বালিকা হইলেও পিত্রালয়ের সুশিক্ষাগুণে শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি, ননদিনীর মনস্তুষ্টিসাধন ও সমবয়সীগণের সহিত সদালাপে দু'-একদিনের মধ্যেই সকলের প্রীতি-ভাজন হইয়াছিল। বাস্তবিক, জগতে যাঁহারা ভবিষ্যতে একদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহারা শৈশবকাল হইতেই কোন এক ঐশী শক্তিগুণে আপনাপন প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। তরুণ-তপনের লোহিতরঞ্জিত বালকিরণ দেখিয়া জগতবাসী জানিতে পারেন যে, আজ তিনি মধ্যাহ্নে কিরূপ মূর্ত্তিতে ধরাতলে কিরণমালা বর্ষণ করিবেন। অনলের সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গ হইতেই তাঁহার বিশ্বদাহী শক্তি লোকে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। আমাদিগের গৌরীরও এখন সেই অবস্থা। কিশোরীমোহনের বাড়ীতে আজ বৌ-ভাত উপলক্ষে মহাধুম

পড়িয়াছে, নানাস্থান হইতে কুটুম্বগণ আসিয়া সমবেত হইতেছে। পূর্ণেন্দুর বিবাহের দিনে যে সকল আত্মীয়বর্গ দূরদেশ হইতে আসিয়া কিশোরীমোহনের সহিত বরযাত্রীর দলপূর্ণ করিতে পারে নাই, আজ তাহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়াই এ শুভকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। যাহারা সেদিন হরবল্লভের বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে না পারিয়া মনঃক্ষুব্ধ হইয়াছিল, আজ তাহারা কিশোরীমোহনের দ্বারা সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তিনটা পর্য্যন্ত অন্তঃপুরবিহারিণী মহিলাগণের অন্নব্যঞ্জনাদির আহার চলিয়াছিল, পাচক-ব্রাহ্মণ সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহারা এই পরিবেশন কার্য্যে ভাল-রূপে দক্ষতাপ্রদর্শন করিবার সুযোগ পায় নাই। ইহাতে যে কেবল ব্রাহ্মণগণেরই দোষ ছিল, এমন নহে। একে আমন্ত্রিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তাহার উপর লজ্জাশীলা কুলাঙ্গনাগণ মস্তকে অবগুণ্ঠনাবৃতাবস্থায় অন্নব্যঞ্জনাদি স্বীয় মুখবিবরে মৃদুমন্দগতিতে এরূপ কৌশলে নিক্ষেপ করিতেছিল যে, ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের আহারীয় সামগ্রী সময়ে যোগাইতে অক্ষম হইয়াছিল। পরিবেশনকারিগণ একবার অন্ন লইয়া, সারি সারি স্ত্রীলোকদিগের পাত্রে দিয়া, ব্যঞ্জন লইয়া আসিতে-না-আসিতেই, তাহাদিগের পূর্ব্বপ্রদত্ত অন্ন নিঃশেষ হইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্যস্ততাসহকারে ব্যঞ্জন দিয়া, দ্রুতপদে অন্ন আনিয়া, আবার শূন্যপাত্র সকল পূর্ণ করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহারা অন্ন আনিবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকগণ ব্যঞ্জনাদি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। কাদম্বিনী তাহার সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, সে আমন্ত্রিত স্ত্রীলোকবৃন্দের আহারাদি কিরূপে সম্পন্ন হইতেছিল, তাহা পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখিল যে, কাহারও খাইবার পাত্র একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কাহারও বা সামান্য ভক্ষ্যাবশিষ্ট পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে পাচক ও পরিবেশন-

কারিগণকে মিনতিসহকারে সমাগত স্ত্রীলোকবৃন্দকে উত্তমরূপে আহার্য্যসামগ্রীদানে পরিতুষ্ট করিতে আদেশ করিল। তাহা শুনিয়া সেই স্থানে আহারে নিযুক্তা দুই-একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক কহিল, "আমরা বেশ খাচ্ছি মা! তোমায় আর কষ্ট ক'রে কিছু বল্‌তে হবে না, আমরা সব নিজে নিজে চেয়ে-চিন্তে নেব।"

"তবে তোমরা সব দেখো মা! তোমাদের আমি আর বেশী কি বল্‌ব—এ তোমাদের নিজেরই বাড়ী মনে কর।" এই বলিয়া কাদম্বিনী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইবার পর প্রৌঢ়াগণ একটু গর্ব্বভরে আপনাপন আত্মীয়গণের পাত্রে কাহাকেও মৎস্য, কাহাকেও পায়স, কাহাকেও মিষ্টান্ন, কাহাকেও দধি দিবার জন্ম আদেশ করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণগণ কাদম্বিনীর উপদেশ মতে তাহাদিগের আজ্ঞাপালন করিতে দ্বিরুক্তি করিল না। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণগণ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাহা-দিগের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। নারীবৃন্দ অবলা, কিন্তু তাঁহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া আহারে চিত্তনিবেশ করেন। তখন তাঁহা-দিগের লোলরসনার আর বিরাম থাকে না, (সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ গল্পেরও অধিষ্ঠান হয়) তাঁহারা লজ্জাশীলা হইলেও অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া এমন সুকৌশলে রাশি রাশি আহারীয় সামগ্রী উদরমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তাহা অপরের বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না, এ ক্ষেত্রে ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগেরও এই অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই এই ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। (এজন্য সহৃদয়া পাঠিকাঠাকুরাণী যেন আমার উপর বিরূপা না হন।) যাহা হউক তাঁহাদিগের আহারাদি সমাপ্ত হইলে কিশোরীমোহন পুরুষদিগের আহারের উদ্যোগ করিয়া সন্ধ্যার পরেই সমাগত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে চর্ব্বচুষ্যলেহ্য-

পেয় আহার্য্যপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। হরবল্লভ ও তাঁহার প্রিয়সুহৃদ হলধরও এ শুভকার্য্যে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিমণ্ডলী আহারাদি করিলে পর, তাঁহারা কিশোরীমোহনের নিকট হইতে বিদায় হইয়াছিলেন। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, দাসদাসীগণ আহারাদি করিয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পড়িয়া নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। কাদম্বিনী আত্মীয়দিগকে তাহার পুত্র-বধূকে দেখাইয়া বিবিধরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছিল। কিশোরী-মোহন মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে বৈঠকখানায় বসিয়া পাড়াপ্রতিবাসীদিগের সকলে আসিয়াছিল কিনা, তাহার অনুসন্ধান লইতেছেন, এমন সময়ে তথায় পূর্ণেন্দু প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া কিশোরীমোহন কহিলেন, "কি বাবা ! সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, কেউ আর খেতে বাকী নাই ?"

পূর্ণেন্দু কহিল, "আজ্ঞা না, আমি সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, এখন আর কেউ খেতে বাকী নাই ; কাজ-কর্ম্ম সব শেষ হয়েছে।"

কিশোরীমোহন শুনিয়া কহিলেন, "তবে যাও বৎস ! তুমি তোমার শয়ন-গৃহে যাও, এতকাল তুমি একেলা ছিলে, আজ হ'তে তুমি পর-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহার জীবনের সুখাসুখ,বিপদ্-সম্পদের ভার সকলই গ্রহণ করিয়াছ। এ সংসারকাননে প্রবেশ করিয়া সুখ-শান্তি লাভ করিবার এক উপাদান "স্ত্রী।" তুমি ধর্ম্ম ও অগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র নাম গ্রহণে যাহার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহার দুঃখ ও অভাব বিমোচনে এবং মনস্তুষ্টিসাধনে কখনও পরাঙ্মুখ হইও না। বাঙ্গালীর বিবাহপ্রথা অতীব পবিত্র, স্ত্রী তোমার জীবনের চিরসঙ্গিনী, কায়া তুমি, সে তোমার ছায়া, আলোক তুমি, সে তোমার আলোকাধার। মনে করিও না, স্ত্রীর প্রতি তোমার কোনও

কর্ত্তব্য নাই, বৎস! সংসার-ক্ষেত্র বড়ই কণ্টকাকীর্ণ, বিপদ্-আপদ পদে পদেই সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু এ সকলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, চিরস্নিগ্ধময় আনন্দপ্রদ জীবনভার বহন করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মাবলম্বন। জীবনে তুমি যতই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হও না কেন, তথাপি কখনও অধর্ম্মপথে যাইও না। যে বৌ-মাকে আমি গৃহে আনিয়াছি, সে একজন আদর্শ চরিত্রবান্ পুরুষসিংহের কন্যা। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তাহার সহিত চিরসুখে কালাতিপাত করিয়া তোমার পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল কর।"

পূর্ণেন্দু অবনতমস্তকে কহিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ ও শ্রীচরণরেণু আমার একমাত্র ভরসা।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মা

With malice towards none, with charity for
all, with firmness in the right, as God
gives us to see the right. *A. Lincoln.*

হরবল্লভ বসু গৌরী-দান করিয়া নিশ্চিন্তমনে মেঘোন্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় পূর্ণতেজে আজ প্রভাতে স্বীয় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। হলধর, হরিদাস, শ্যামচরণ ও কালাচাঁদ প্রভৃতি বন্ধুগণ উপস্থিত থাকিয়া কাশিনাথের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহাকে নানারূপ অভিযোগ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া হরবল্লভ কহিলেন, "আপনাদের পরামর্শ অতি উত্তম, আপনারা জনে জনে আমার পরম সুহৃদ; সত্য বটে, কাশিনাথ আমার সহিত ঘোর শত্রুতাসাধন করিয়া আমার গৃহ-দ্বার ভস্মীভূত করিতে মনস্থ করিয়াছিল, সত্য বটে সে যথেচ্ছাচারী, সমাজের শত্রু। তথাপি সে এখন বিপন্ন, সহায় সঙ্গীভ্রষ্ট, বোধ হয়, এখন হইতে আর সে আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।"

হরিদাস কহিলেন, "সে কপটাচারী, ধূর্ত্ত, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই বিপজ্জালে জড়িত হইয়া এখন কিংকর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত হইয়াছে, তাই এখন সে নিশ্চিন্ত ও হতাশভাবে অবস্থান করিতেছে, নচেৎ সে এতদিনে আপনাকে অন্য এক নূতন বিপদে ফেলিবার আয়োজন করিত।"

শ্যামচরণ শান্তিময়ের কৌশলে এক্ষণে হরবল্লভের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে হরবল্লভের সমীপে প্রায়ই উপস্থিত থাকি-

তেন। হরিদাসের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "নিশ্চয়ই, সে ধূর্ত, হর বাবু! দাম্ভিক কাশিনাথের দর্পচূর্ণ করিবার এই সময়। আপনি তাহাকে অনেকবার ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু আর না, এবার তাহার শাস্তিবিধান করুন।"

হরিদাস কহিল, "আমারও এই মত, দুরাত্মা আপনাকে কিনা কষ্ট দিয়াছে, আপনি যে ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাহার অধীন প্রজা হরিহরের স্ত্রীকে সাহায্য করিলেন, সে সেই ধর্ম্মের বিপক্ষতাচরণ করিয়া আপনাকে কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তাহা এক-বার চিন্তা করুন। আপনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার বিপক্ষে আদালতে নালিস রুজু করুন, আমরা সকলেই আপনার সহায়তা করিব।"

এই সকল কথা শুনিয়া হরবল্লভ কহিলেন, "জানি আমি, কিন্তু হে সুহৃদমণ্ডলী! যে সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিয়া আমি শত শত দিন শালিসীর দ্বারা অপরের নানারূপ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকি; এক্ষণে সেই আমি, কোন প্রাণে আমার স্বজাতীয়, স্বধর্ম্মাবলম্বী কাশিনাথের বিপক্ষে আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করিব? অধিকন্তু আপনারা সকলেই ত আমার উপস্থিত আর্থিক অবস্থা অবগত আছেন, এ মোকদ্দমা উপ-স্থাপিত করিতে যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা আমার আজও সাধ্যাতীত। আর ঐ অর্থরাশি কাশিনাথের বিপক্ষে ব্যয় না করিয়া, উহা আমার নান্‌তেপুরের ঐ অনুর্ব্বরা শস্যক্ষেত্রের উৎকর্ষসাধনকল্পে ব্যয়িত হইলে, দেশময় প্রজাবৃন্দের মুখে হাহাকারধ্বনি বহুল পরিমাণে উপশম হইবে। দেশের ঐ সকল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দীনহীন অন্নের কাঙ্গাল, শত শত দিন অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট নরনারীর অন্নসংস্থাপনার্থ সঞ্চিত হইলে, তাহা-দিগের কিঞ্চিৎ দুঃখের লাঘব হইবে, আমাদের দেশময় ঐ সকল অভাব-

শিষ্ট দেবদেবীর মন্দিরাদির শীর্ষস্থানে, বিলুপ্ত পতাকা পুনরুত্তোলন করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এ ক্ষেত্রে কাশিনাথকে মোকদ্দমা-জালে জড়ীভূত করিয়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা অপেক্ষা তাহাকে যে আমরা সমাজচ্যুত করিয়াছি, উহাই আমার বিবেচনায় তাহার দর্পচূর্ণের প্রকৃষ্ট পন্থা।"

ইহা শুনিয়া হলধর কহিলেন, "হরবল্লভ! ধন্য তুমি! তোমার স্বজাতি প্রেম, স্বদেশ বাৎসল্য ধন্য, তোমার তুলনা তুমি।"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায় ফকিরণী আসিয়া কহিল, "তোমার তুলনা তুমি।"

সমাগত ব্যক্তিমণ্ডলী সহসা সেই ফকিরণীকে তথায় সমাগতা দেখিয়া নির্নিমেষলোচনে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল। হরবল্লভ ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে বিনীতভাবে কহিলেন, "কে মা তুমি! এ দীন দাসের প্রতি ছলনা করিতে আসিয়াছ?" অতঃপর তিনি ফকিরণীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "একি মূর্ত্তি! ইহাকে যেন আমি আর কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ কোথায় দেখিয়াছি, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। জগদম্বে! এ আবার কি পরীক্ষা মা?"

ফকিরণী কহিল, "জমিদার বাবু! আপনি বিস্মিত হইবেন না, আর একদিন আপনার সহিত আমার পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি আপনার নূতন বৈবাহিক কিশোরী বাবুকে পথপ্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে আপনার সমীপে আনিয়াছিলাম ও তিনি আপনার গৌরীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে আমি যে তাঁহাকে আপনার নিকটে আনিয়াছিলাম, সেজন্য আপনি আমায় কিছু পুরস্কার দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি তখন আপনার প্রদত্ত সে পুরস্কার না

লইয়া আমার আবশ্যকমত সময়ে লইব বলিয়াছিলাম, আপনিও সেজন্য আমার নিকটে অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন, আজ আমি আপনার সেই অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া, কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছি।"

হরবল্লভ কহিলেন, "চিনিয়াছি, আপনার উপকার আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না—মা! আপনার কাছে আমার অদেয় কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার যাহা আবশ্যক, জ্ঞাপন করুন, এই দণ্ডেই আমি পূরণ করিব, তাহাতে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়, তথাপি আমি পশ্চাৎপদ নহি।"

জোবেদা কহিল, "জমিদার বাবু! বুঝ্‌লেম, যথার্থই আপনার তুলনা নাই। আমি ফকিরণী—ধন, জন, অর্থ এ সকলে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি চাই, আপনি কাশিনাথ বাবুর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সহিত এ সময়ে মিলিত হউন, আল্লা আপনার মঙ্গল করিবেন। তিনি এক্ষণে সহায়-সঙ্গীহীন অবস্থায় অনুশোচনায় অনু-তপ্ত, তিনি আপনার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া, আপনি আদালতে তাঁহার বিপক্ষে যে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে উদ্যত, কাশি বাবু সেই মোকদ্দমার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পত্নী ও মুমূর্ষু জননীর মুখ চাহিয়া, আপনার সহিত তাঁহার বৈরীভাব বিদূরিত করিবার ভার লইয়াছি। কাশিনাথ বাবুর জননী এক্ষণে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তিনি এই শেষ-জীবনে আপনাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ইচ্ছা আপনি কাশিনাথ বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সুখে মরিতে দিন।"

ফকিরণীর মুখে এই কথা শুনিয়া হলধর কহিলেন, "কে মা! আপনি? কাশিনাথের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

ফকিরণী কহিল, "সম্বন্ধ ? তিনি আমার উপস্থিত জমিদার, আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা, যাহাতে জমিদারের উপকার হয়, সে কার্য্য করা প্রজা আমি, আমার কর্ত্তব্য নহে ? বিশেষতঃ যে সহায় সঙ্গীহীন, সে অবশ্যই কৃপার পাত্র। জগতে কেবল আপনারা আত্মীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া, দেশের ও দশের উপকার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন ; কি ভ্রান্তি ! হৃদয় প্রশস্ত করুন, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, জাতিভেদ ভুলিয়া, পরস্পরে এক মনে এক প্রাণে বিদ্বেষভাব তিরোহিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।"

তাঁহারা যখন এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় রেজা খাঁ প্রবেশ করিল। তাহার মস্তকের আঘাত এখনও ভালরূপ আরোগ্য হয় নাই, তাই সে শিরদেশে একখানি বস্ত্র দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়াছিল। রেজা খাঁ ফকিরণীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "একি জোবেদা, তুমি এখানে ? এ ফকিরণীবেশে ?"

জোবেদা তাহাকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র চকিত বা বিস্মিত না হইয়া কহিল, "হাঁ প্রভু ! তোমারই পদাশ্রিতা দাসী এই ফকিরণীবেশে জোবেদা।"

ইহা শুনিয়া হরবল্লভ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "একি রহস্য রেজা খাঁ ?"

রেজা খাঁ কহিল, "বড় বাবু, এ ফকিরণী আর কেহ নয়, এই সে আপনার পরম বন্ধু উপেন্দ্রনাথ—আমার গর্ব্বিতশির নতকারিণী, এ অধীনের পত্নী, জোবেদা। আমি যখন অন্তরে অন্তরে আপনার মঙ্গলকামনায় কাশিনাথ বাবুর পক্ষাবলম্বন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তখন জোবেদা আমায় অধার্ম্মিকজ্ঞানে আমার সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ

করিয়া, আমার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আমার পিতা ইহাকে অতি শৈশবকাল হইতে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছিলাম, তখন বুঝি নাই যে, এই অবলা নারী আমায় এরূপে পরাজিত করিবে।"

ইহা শুনিয়া সমস্ত ব্যক্তিগণ জোবেদার প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিল। হরবল্লভ কহিলেন, "মা! ধন্য তুমি! ত্যাগময়ী, জ্ঞানময়ী, সতীকুল আদর্শ তুমি, তোমাদিগের ন্যায় দম্পতীর সাহায্যে আমি সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। মা! তোমায় আর আমি কি বলিব? তোমার স্বার্থত্যাগ অসাধারণ, পতিভক্তি অতুলনীয়া, ধর্ম্মে বিশ্বাস অচলা, তুমি পতি ও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা পরিত্যাগ করিয়া যে কঠোর কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়।"

জোবেদা কহিল, "জ্ঞানী আপনি, আপনাকে আর আমি অধিক কি বলিব। স্থির জানিবেন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই মরণগামী, সকলই নশ্বর—একমাত্র সত্য যাহা, তাহাই অবিনশ্বর; ধর্ম্মই এ জগতে সত্য, আমি এই ধর্ম্মবলেই সকল সময়ে জয়শ্রী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি।"

এই সময়ে তথায় একজন মুসলমান পেয়াদা আসিয়া হরবল্লভকে একখানি পত্র প্রদান করিল। হরবল্লভ তাহা পাঠ করিয়া কহিলেন, "হলধর খুড়ো! আজ দেখিতেছি, আমার জীবনের পরীক্ষার দিন, এক-দিকে প্রতিজ্ঞাপালন, অপরদিকে মিঃ ইলিয়ট সাহেবের প্রীতিসম্ভাষণ।"

হলধর কহিলেন, "ইলিয়ট সাহেবের অনুসন্ধান পাইয়াছ নাকি?"

হরবল্লভ কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, তিনি কল্য কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন, আমি যে আমাদিগের অফিষসংক্রান্ত সমস্ত ঋণ পরি-শোধ করিয়াছি, সেজন্য তিনি আমায় ধন্যবাদ দিয়া আমায় অদ্য তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই পত্র দিয়াছেন, তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, আমি অফিষের যে সকল ঋণের জন্য টাকা দিয়াছি, তাহা তিনি আমার হিসাব মতে প্রত্যার্পণ করিবেন।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সমস্বরে কহিলেন, "আহা, ভাল ভাল, এ সংবাদে আমরা সকলেই সুখী হলেম, আপনি আজই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

হরবল্লভ পত্রবাহককে পাথের খরচ হিসাবে দুইটী টাকা ও পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

পেয়াদা প্রস্থান করিলে পর জোবেদা কহিল, "বড় বাবু! এক্ষণে আমার অভিলাষ পূরণ করুন।"

শ্যামচরণ কহিলেন, "আজ আর কিরূপে হইবে? আপনি সর্ব্বাগ্রে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করুন, হর বাবু?"

"দুঃখের বিষয়, উপস্থিত আমি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না, সাক্ষাৎ ত্যাগময়ী মা আমার সম্মুখে উপস্থিত। ইহার অভীষ্টসাধন করা সর্ব্বাগ্রে আমার কর্ত্তব্য। আমি ধন, জন, আত্মীয়-স্বজন কিছুই চাই না; চাই ধর্ম্ম। প্রতিজ্ঞাপালন করা আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। আমি পিতৃপাশে গৌরী-দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সর্ব্বস্বহারা হইয়াও তাহা ধর্ম্মবলেই পালন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আজ আবার আমি সেই হৃতসর্ব্বস্ব ধন পুনপ্রাপ্তির আশা পাইয়াও প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য মিঃ ইলিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা ত্যাগ করিলাম। কাশিনাথ এক্ষণে আমার সাহায্যপ্রার্থী, আমি তাহাকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইলে, হৃদয়ে পরম প্রীতি অনুভব করিব। অধিকন্তু আমি "মা"কে ভালবাসি, কাশিনাথের মা'ও যে উপাদানে গঠিত, আমার মা'ও তদ্রূপ—আমি সেই মা'র পবিত্র মূর্ত্তি

ধ্যান করিয়া, মা'র পবিত্র নামে কাশিনাথের সহিত সমস্ত বৈরীভাব তিরোহিত করিলাম।" এই বলিয়া হরবল্লভ জোবেদার সহিত কাশিনাথের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। রেজা খাঁ তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিল।

অতঃপর শ্যামচরণ কহিলেন, "এঁ্যা! ইলিয়ট সাহেব হর বাবুকে টাকা দিতে ডাকিলেন, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া এখন চিরশত্রু কাশিনাথের সাহায্য করিতে গেলেন।"

কালাচাঁদ কহিল, "তাই ত, সাহেব বোধ হয়, উঁনার উপর বিরক্ত হ'বেন।"

হরিহর কহিল, "কাজটা ভাল ব'লে বোধ হ'ল না, কাশিনাথ কুচক্রী, বোধ হয়, হরবল্লভ বাবুকে একেলা পেয়ে তাঁকে কোন বিপদে ফেল্‌তে পারে।"

হলধর কহিলেন, "হরবল্লভ আজ "মা"র নামে কাশিনাথের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে গিয়াছে, যে মাতৃবলে বলীয়ান, তাহার অনিষ্ট কে করিবে? বাঙ্গালী যেদিন হরবল্লভের ন্যায় মাতৃবলে বলীয়ান হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করিয়া শত্রুর সহিত মনোমালিন্য দূর করিতে শিখিবে, সেদিন ভারতের কি শুভদিন! বন্ধুগণ, হরবল্লভের জন্য আমাদিগের চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। সে মাতৃভক্ত—চিদানন্দপ্রদায়িনী চিন্ময়রূপিণী মা জগদম্বে তাহার সহায়, তিনিই তাহার মঙ্গল করিবেন।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিরাজমোহিনীর শেষ কথা

> Gentle words, quiet words, are after all
> the most powerful words. *Gladden.*

কাশিনাথ লক্ষ্মীমণি ও জোবেদার সহিত বিরাজমোহিনীর নিকটে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সত্যসত্যই তাঁহার অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, তাঁহার হস্তপদাদিতে কিছুমাত্র বল নাই। চক্ষু নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও কোঠরগত হইয়াছে, অতি কষ্টে কখনও দু'-একটি বাক্যস্ফূরণ হইতেছিল। বিরাজমোহিনীর সেই অবস্থা দেখিয়া, কাশিনাথ অতি সত্বর একজন সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক আনিয়া, তাঁহার চিকিৎসা করিতে মনস্থ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার আসিলেন, তিনি তাঁহার উপযুক্ত দর্শনি লইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা শোচনীয়, এ সময়ে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা শ্রেয়ঃ, কাশিনাথকে তাহাই পরামর্শ দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

তাহা শুনিয়া কাশিনাথ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, তিনি নিজ চরিত্রগুণে দেশময় লোকের শত্রু বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। দাসদাসী কেহই তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে চাহে না, ক্ষৌরকার তাঁহার দিকে আর আসে না, ইহার উপর তাঁহার সুসময়ের সঙ্গিগণও একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ অবস্থায় কিরূপে ডাক্তারের উপদেশ পালন করিবেন, সেই ভাবনায় কাশিনাথ আকুল হইলেন, অধিকন্তু বিরাজমোহিনীর মৃত্যু হইলে, কিরূপে তাঁহার সৎকারসাধন করিবেন, এই ভাবনায় তিনি আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। কাশিনাথ স্বীয় জীবনে

কখনও বিরাজমোহিনীকে প্রাণের সহিত মা বলিয়া ডাকিতে পারেন নাই, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে জননীর স্নেহ, মমতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণরাশি উদয় হইল। তিনি অতিশয় কাতরভাবে স্বীয় জননীর পার্শ্বে বসিয়া সাগ্রহে ডাকিলেন, "মা, মা!"

শুনিয়া বিরাজমোহিনী কহিল, "কে, হরবল্লভ?"

কাশি। না মা, আমি।

বিরাজ। ফকিরণী?

কাশি। না, আমি কাশিনাথ।

বিরাজমোহিনী এবার উৎসাহপূর্ণচিত্তে কাশিনাথের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "কাশি, বাবা! হরবল্লভ তবে এল না? তুমি নিজে গিয়ে একবার তাকে ডেকে আন। আর মিছে কেন তুমি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছ? আমার মরণ শিয়রে, কেবল হরবল্লভের জন্যই প্রাণ ধরে রেখেছিলেম। তবে যখন সে এখনও এলো না, তখন বোধ হয়, আর আমি তাকে দেখতে পাব না। সে যা হোগ, কাশি! বাবা, আমার এই মরণকালের শেষকথা শোন, বৌ-মা আমার যথার্থ ঘরের লক্ষ্মী, এতদিন তুমি ওকে কত কষ্ট দিয়েছ,তবু সে তোমার নিন্দা আমার কাছে একদিনের জন্যও করেনি। তোমার পাছে অমঙ্গল হয়, সেজন্য তুমি আমায় অকথা বলে মনে কষ্ট দিলেও বৌ-মা আমায় কখনও চোখের জল ফেলতে দেয়নি; আমি ত এখন চল্লেম, কিন্তু বাবা! তোমায় বল্ছি, তুমি আর বৌ-মাকে অযত্ন ক'রো না, হরবল্লভের সঙ্গে বিবাদ রেখো না। তার বাপের দৌলতেই তোমার এ সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি—তুমি নিজের স্বভাবের দোষে সে সব নষ্ট করছ। তুমি হর-বল্লভকে আমার শেষ-অনুরোধ জানিও, পায়ে ধ'রে ক্ষমা চে'ও, সে বড় ভাল লোক, আমার মুখ চেয়ে সে তোমায় ক্ষমা করবে; বড় আশা ছিল

যে, মর্‌বার সময় আমি তার সঙ্গে তোমার মনের মিল ক'রে দিয়ে যাব, কিন্তু আর হ'ল না। আমার গা কেমন কর্‌ছে, জিভ্ জড়িয়ে আস্‌ছে, —আমি চ—ল্—লেম।" এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীমণি উচ্চৈঃস্বরে "মা, মা," বলিয়া ডাকিল। বিরাজ-মোহিনী আর কথা কহিতে পারিলেন না, ইঙ্গিত করিয়া একটু জল চাহিলেন।

লক্ষ্মীমণি কাঁদিতে কাঁদিতে একটু গঙ্গাজল তাঁহার মুখে দিল, তিনি দু'-এক ফোঁটা জল পান করিয়া আর গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না, দুই পার্শ্ব দিয়া অবশিষ্ট জল গড়াইয়া পড়িল, চক্ষু নিমীলিত হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীমণি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার রোদন শুনিয়া নগেন্দ্র ও নলিনী রোদন করিতে লাগিল, আর কাশি-নাথ সামান্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজমোহিনীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, শেষবারের জন্য "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জোবেদার সহিত হরবল্লভ তথায় দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশিনাথ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় বিনীত-ভাবে কহিলেন, "তুমি এসেছ ভাই, বন্ধু! আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করিতেছি।" অতঃপর তিনি বিরাজ-মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, মা, একবার দেখ, তোমার হরবল্লভ আসিয়াছে, আমি তাহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।"

বিরাজমোহিনীর তখন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, বিপন্নের আর্ত্তনাদ, সংসারের কোলাহল, আর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না, তাঁহার অন্তরাত্মা নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছে। তাহা দেখিয়া হরবল্লভ কাশিনাথকে কহিলেন, "আর কি দেখিতেছ ভাই! এতদিনে তুমি মাতৃহারা হইলে। এক্ষণে এস, আমরা

মা'র সৎকারসাধনে তৎপর হই, যদ্যপি আমি মা'র এরূপ অবস্থা আর একটু পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে মা'কে গঙ্গাযাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতাম, তাহা আর হইল না।"

"আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি মা'র সে সদ্গতি করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ দুঃসময়ে আমি তোমার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি, ভাই! আমি অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তোমাকে সর্ব্বদা অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম, তখন বুঝি নাই যে, তুমি এতদূর উচ্চ হৃদয়বান্, তুমি এমন সদাশয়। স্বরগের দেবতা তুমি, আমি নরাকারে পশু; আমায় ক্ষমা কর—দয়া কর।" এই বলিয়া কাশিনাথ হরবল্লভের পদতলে পতিত হইলেন।

হরবল্লভ তাঁহাকে সস্নেহে কোল দিয়া কহিলেন, "ভাই! ভাই!!"

তাহা দেখিয়া জোবেদা কহিল, "মা নিজের জীবনপাতে আপনাদের যে শুভ-সম্মিলন করিয়া দিলেন, প্রার্থনা করি, যেন আল্লা তাহাতে না আর কখনও বিচ্ছেদ ঘটান; এক্ষণে আসুন, আপনারা মা'র সৎকার কার্য্যে মনোনিবেশ করুন।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাধাকিষণ

Thrice blest whose lives are faithful prayers,
Whose lives in higher love endure. *Tennyson.*

হরবল্লভ বসু জোবেদার সহিত প্রস্থান করিলে পর হলধর, শ্যামচরণ, হরিদাস প্রভৃতি ভদ্রব্যক্তিগণ কাশিনাথের চরিত্রসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া অবশেষে তাঁহারা হরবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন কাশিনাথের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের সহিত পথিমধ্যে হরবল্লভ ও রেজা খাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জোবেদার সহিত রেজা খাঁও কাশিনাথের বাটীতে গমন করিয়াছিল, তবে সে অন্তঃপুরে না গিয়া বহির্ব্বাটীতে বসিয়াছিল; হরবল্লভ সেই স্থানে হলধর প্রভৃতি বন্ধুগণকে দেখিয়া কহিলেন, "আমি আপনাদিগের নিকটেই যাইতেছিলাম, এখানে সাক্ষাৎ পাইলাম ভাল হইল। কাশিনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে; চলুন, আমরা তাহার মা'র সৎকারকার্য্যে সহায়তা করি।"

হরবল্লভের প্রস্তাবে কেহই দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং কাশিনাথের বাটীতে গিয়া বিরাজমোহিনীর মৃতদেহ লইয়া তাঁহারা শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, সেই পথ দিয়া কতিপয় কৃষক চাষক্ষেত্র হইতে লাঙ্গল স্কন্ধে, স্ব স্ব আলয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে, অতিশয় ক্লান্তিবোধ করিয়া নিকটস্থ এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল। প্রথম ব্যক্তি কহিল, "ও, ভাই! পদ্ম দাদা, আর শুনেছিস্?"

পদ্ম তাহার কথা শুনিয়া কহিল, "কিরে হরি?"

হরি কহিল, "আমাদের জমিদার মিত্র মশাই একটা বিষম ফ্যাসাদে পড়েছে নাকি? তাতে তাঁর মেয়াদ হবে।"

পদ্ম। ওঃ, এই কথা, তা সে ত মিটে গেছে, বোস মশাই তাঁর সব অপরাধ মাপ করেছেন, আহা তিনি ত আর মানুষ নন্, দেবতা, একবার তাঁর পায়ে কেঁদে পড়্লেই হ'ল, অমনি তাঁর প্রাণে দয়া হ'বেই হবে। এই সেদিন তিনি নান্তেপুরে গিয়ে সমস্ত রেওতদের খাজনা রেহাই ক'রে দিয়ে এলেন।

সাতকড়ি নামে আর এক ব্যক্তি তাহাদিগের এই সকল কথা শুনিতেছিল। সে ক্লান্তি দূর করিবার আশায় হুকায় কলিকা বসাইয়া, তাহাতে তামাক ও শুষ্ক নারিকেলের ছোবড়া দিয়া অগ্নিসংযোগ করতঃ মনের আনন্দে তামাক সেবন করিতে করিতে কহিল, "আহা, ওঁর কথা ছেড়ে দাও, মা কালীর কাছে মান্‌ছি যেন, আমরা মিত্র মশাইয়ের হাত থেকে শীগ্‌গীর খালাস পেয়ে, আবার বোস মশাইয়ের অধীন হই।"

হরি। তা হ'লে আমি মা কালীকে জোড়া মোষ বলি দেব।

পদ্ম। সে কিরে, জোড়া মোষ বলি দেব ব'লে মানত কর্‌ছিস্, অত টাকা কোথা, এখনও আমরা মিত্র মশাইকে এ বছরের খাজনা সব দিতে পারিনি। ভাগ্যে নায়েব মশাই হিসাব ভেঙ্গে বিষ খেয়ে মরেছে তাই রক্ষে, তা না হলে এতদিন সে আমাদের বুকে পা দিয়ে খাজনা আদায় কর্‌ত।

হরি। তাওত বটে, একেবারে জোড়া মোষটা মানত ক'রে ফেল্‌লুম।

সাতকড়ি। না হয় ছুটো পাঁটা বলি দিস্।

হরি। তা কেন? মা কালী আমাদের সেই দিনই দিন, আমি বোস মশাইয়ের কাছে ভিক্ষে ক'রেও মোষ বলি দেব।

পদ্ম। তাই করিস্, এখন চল্ ঘরে যাই, বেলা গেল, আমরা গরীব লোক, দুঃখ মেহন্নত ক'রে খেটে খেতে হবে, এ রকম বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।

"তাও ত বটে, চল্, চল্ ঘরে যাই।" এই বলিয়া সকলেই আপন লাঙ্গলাদি স্কন্ধে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর একজন হৃষ্টপুষ্ট দ্বারবান্ সুদীর্ঘ যষ্টিহস্তে সেই পথে দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তৎপশ্চাতে কতিপয় বালক "রাধাকিষণ, রাধাকিষণ" বলিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল। দ্বারবান্ কাশিনাথের জমিদারীতে কার্য্য করিয়া থাকে, সে প্রভুর বাড়ীতে বিপদ্ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, পথিমধ্যে তাহার এই বিপত্তি। বালকেরা "রাধাকিষণ," "রাধাকিষণ" বলিতেছে, দ্বারবান্ অমনি চক্ষু আরক্তিম করিয়া হস্তস্থিত বৃহৎ যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়া বলিতেছে "রাম," "রাম।" তাহার মুখে একবার রাম রাম শুনিয়া বালকেরা দশবার দশদিক্ হইতে "রাধাকিষণ" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। দ্বারবান্ ততই বিরক্ত প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, "রাম রাম বোলো ভাই, সীতারাম বোলো।" যেমন কোনও রসগোল্লা আস্বাদনে সুপটু ব্যক্তি সবান্ধবে নিমন্ত্রণে গিয়া পরিবেশনকারীকে রসগোল্লা বিতরণ করিতে দেখিলে, সে অধিক পরিমাণে রসগোল্লা উদরসাৎ করিবার জন্ত বলে 'এ পাতে ওটা দিবেন না,' তাহা শুনিয়া পরিবেশনকারী তাহাকে ততই সেই রসগোল্লা খাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া দুই-চারিটা বেশী করিয়া পরিবেশন করেন, আর সেই

ব্যক্তি বাহিরে মুখভঙ্গী করিয়া অন্তরে প্রীতি অনুভবপূর্ব্বক লোল-রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সেইরূপ এ দ্বারবানও বাহিরে বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া "রাধাকিষণ" নাম শুনিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছিল। বস্তুতঃ সে প্রকৃতপক্ষে রাধাকিষণের নাম শুনিবার জন্যই ঐ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।

এইরূপে বালকগণ যখন দ্বারবান্‌কে লইয়া আমোদ করিতেছিল, এমন সময়ে তথায় হরেকৃষ্ণ ও দুইজন যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া বালকগণ তথা হইতে প্রস্থান করিল, দ্বারবান্ এই সুযোগে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

অতঃপর একটি যুবক হরেকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কি মামা! কোথায় চলেছ!"

এই শ্মশানে যাচ্ছি "মামা।"

২য় যুবক। একি! তুমি যে আর "মামা" বল্‌লে রাগ কর না?

হরেকৃষ্ণ। না, বোস বাবু আমায় বলে দিয়েছেন যে, যে আমায় "মামা" বল্‌বে, আমিও তাকে মামা বল্‌ব! তাঁর কথামত কাজ কর্‌তে, আর আমায় কেউ মামা ব'লে ডাকে না, যে বলে আমিও তাকে মামা বলি।

১ম যুবক। বেশ, বেশ; ভাগ্যে তুমি সেদিন তাঁর কাছে নালিশ করেছিলে। তা যাগ্, এখন এমন সময়ে শ্মশানে যাওয়া কেন?

হরেকৃষ্ণ। জান না, আজ ঠিক দুপুর বেলা কাশি বাবুর মা মরেছে, বোস মশাই তাঁর সৎকার কর্‌বার জন্য শ্মশানে গিয়েছেন। আজ রুদ্রপুরের শ্মশানে লোক ধর্‌ছে না।

১ম যুবক। বটে, চল, আমরাও সেখানে যাই।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্মশানে

Keep the spirit pure
From wordly taint, by the repellant
Strength of virtue. *Walk.*

বিরাজমোহিনীর মৃত্যুতে কাশিনাথ হরবল্লভের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলে গ্রামের সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সকল মার্জ্জনা করিয়া এই সৎকার-কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অতঃপর কাশিনাথ যথাবিধি শোকবস্ত্র পরিধান করিলেন,তাহা দেখিয়া হরবল্লভ শোকাকুলিত হৃদয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এই ত জীবনের পরিণাম, ইহারই জন্য আমাদিগের এত দর্প, তেজ, মান, অহঙ্কার! যাহা নশ্বর, মুহূর্ত্তে লয় পাইবে, তাহারই জন্য আমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইয়া থাকি। সেই দেহ, যাহা ক্ষণকাল পূর্ব্বে প্রাণময় অবস্থায় কত মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছিল, তাহা এখন ভস্মস্তূপে পরিণত। কি ভ্রান্ত আমরা, বিষয়বাসনামোহে আচ্ছন্ন হইয়া, আমরা কখনও এই জীবনের শেষ পরিণাম হৃদয়ে অঙ্কিত করি না। একবার ভাবি না যে, এই সংসার অনিত্য, আত্মীয়পরিজন, হেম-অট্টালিকা, অতুল সম্পদ ত্যাগ করিয়া একদিন-না-একদিন আমাদিগকে এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইতে হইবে। তখন আমাদিগের বিষয় বৈভব, অমিত বাহুবল কিছুই "আমার" বলিতে রহিবে না। থাকিবে কেবল স্মৃতি। যদ্যপি আমরা জীবনে কখনও ভাল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে কীর্ত্তি আমাদিগকে অজর অমর করিয়া রাখিবে, আর যদ্যপি আমরা পরের

অনিষ্ট ও মনকষ্ট উৎপাদন করিবার জন্য আজীবন প্রয়াস পাইয়া থাকি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগের মরণেও সুখানুভব করিবে। আমাদিগের নামোচ্চারণ করাও তাহারা পাপ বলিয়া মনে করিবে। অতএব সত্য যাহা, নিত্য যাহা, অবিনশ্বর যাহা, সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া, আমাদিগের এই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কাশিনাথ! ভাই, বন্ধু! এস, আমরা আজ পবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে সকলে মা'র চিতা ভস্ম স্পর্শ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের মনোমালিন্যভাব বিদূরিত করিয়া, এক মনে এক প্রাণে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, হিন্দু সমাজের উন্নতিসাধনে জীবন উৎসর্গ করি। আমাদিগের সমাজবন্ধন অতীব কঠিন, তাহা এই জীবন-মরণের সহিত সম্বন্ধ। আজ যদি তুমি আমাদিগের সমাজবন্ধন না মানিয়া অহঙ্কারে এই সকল সমাগত ব্যক্তিগণকে অবজ্ঞাত করিতে, তাহা হইলে তোমার প্রতি কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক হইত না। দশজনকে লইয়াই সমাজ! প্রাতস্মরণীয় ভগবান্ রামচন্দ্র, এই সমাজ-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিবার জন্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা গর্ভবতী পত্নীকে বনবাস দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কত শত শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি এই সমাজপ্রীতিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীরকেও সমাজের শাসনপদ্ধতি মানিয়া চলিতে হইয়াছে, তুমি আমি কোন ছার!"

ইহা শুনিয়া কাশিনাথ বিনীতভাবে কহিলেন, "ভাই সব, বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগের নিকটে কায়মনোপ্রাণে আমার কৃত অপরাধ সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। আজ হইতে আমি হরবল্লভ ও নিষ্ঠাবান্ পবিত্রচেতা হলধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আজ্ঞাকারী রহিবার জন্য সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর কখনও না আমি বিপথগামী হই।"

হলধর কহিলেন, "কাশিনাথ! তোমার মতি স্থির হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তোমার সহিত হরবল্লভের মিলনে আমরা দেশের ও দশের অনেক উন্নতি কামনা করি।

কাশিনাথ কহিলেন, "হলধর খুড়ো! আপনার কামনা পূর্ণ হউক, আমি কেবল কুসংসর্গে পড়িয়া আপনাদিগকে চিনিতে পারি নাই। দয়াময়, বলাইচাঁদ, মতিলাল প্রভৃতি নীচমনাদিগের পাপসহবাসে আমি হিতাহিতজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া পড়িতাম।"

তাহা শুনিয়া হরবল্লভ কহিলেন, "কাশিনাথ! জীবনে চরিত্রবান্ পুরুষের আদর্শ রাখিয়া,আমাদিগের সকলেরই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। পুণ্যের পবিত্র স্মৃতি অহঃরহ হৃদয়ে জাগরিত রাখিলে তথায় পাপের ছায়াপাত হইতে পারে না, নচেৎ পাপচিন্তা একবার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলে, ক্রমে ক্রমে অন্তরকে মরুভূমি সদৃশ করিয়া বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি মনোরম বৃক্ষরাজিকে তথা হইতে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ঐ যে অদূরে পরিদৃশ্যমান শস্যক্ষেত্রের চারিধারে কৃষকগণ সযত্নে বালির বাঁধ সৃজন করিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গার উচ্ছ্বসিত জল-তরঙ্গ রোধ করিয়া রাখিয়াছে, উহাতে যেমন একবার জলস্রোত ভেদ করিলে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগের অন্তরে একবার পুণ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোত প্রবেশ করিলে, তাহা সমস্ত হৃদয়ক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়া দেয়। হৃদয় পবিত্র রাখিবার জন্য আমাদিগের পুরাণ, উপপুরাণ ও জাতীয় ঐতিহাসিক আদর্শ পুরুষ-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতে ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে পরোপকার করা যায় না! ভারতপূজ্য বীর ভীষ্ম-দেব পিতার ভোগলিপ্সা পরিতৃপ্তির জন্য আজীবন জিতেন্দ্রিয়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভগবান্ রামচন্দ্র, পিতৃ সত্যপালনের জন্য, স্বীয় জীবনের

সমস্ত সুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়া, বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মের অবতার মহামতি যুধিষ্ঠির, জাতিধর্ম্মরক্ষাকল্পে কি না অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভাই! এইরূপ কত শত ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর আমাদিগের আদর্শ রহিয়াছেন; এস, আমরা তাঁহাদিগের চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। কাশিনাথ! আজ তুমি মাতৃহারা হইয়াছ বলিয়া দুঃখিত, কিন্তু ভাই! যিনি গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা বৃথা। তুমি ধনবান্, দেশের দীন দরিদ্র ব্যক্তি তোমার নিকটে অনেক সাহায্য পাইবার আশা করে—তুমি তাহাদিগের দুঃখ দৈন্য বিমোচনে প্রাণপণে সচেষ্ট হও। তোমার এক মা মরিয়াছেন, কিন্তু দেশের শত সহস্র দীনদুঃখিনী মাতৃস্বরূপিনী অবলানারী বিদ্যমান, তোমার আদর্শচরিত্রে তাহাদিগের চরিত্র গঠন করিতে দাও। ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির ন্যায়, তোমার নামে যে সকল সহায়-সম্পত্তিহীনা অনাথা সন্ত্রাসিতভাবে লুকাইত, তাহাদের প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মের মধুর স্মৃতি জাগাইয়া দাও—ধর্ম্মের নামে দেশের মধ্যে একতার ভিত্তি স্থাপনা কর।”

কাশিনাথ কহিলেন, “হরবল্লভ! কায়া তুমি, আমি ছায়া; আজ হইতে আমি তোমার একান্ত অনুগত দাস,তোমার আসন সতত আমার এই হৃদয়ে।”

হলধর কহিলেন, “কাশিনাথ! এক্ষণে তুমি মা’র নামে যে শোক-চিহ্নিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, তাহাতে তাঁহার স্মৃতি অন্তরে জাগরিত রাখিয়া অন্যান্য সামাজিক প্রথানুযায়ী কার্য্য সকল সমাধা কর।”

অতঃপর সকলে কহিলেন, “আজ আমরা সকলে এই শুভ-সম্মিলনে কৃতার্থ হইলাম।”

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ইলিয়টের উদারতা

There is no path but one
For noble natures. *Mrs. Hemans.*

মেসার্স ইলিয়ট বোস এণ্ড কোং দেউলিয়া হইলে, হরবল্লভ বসু নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার অন্যতম অংশীদার মিঃ ইলিয়ট অফিষসংক্রান্ত ঋণ পরিশোধ করা সাধ্যাতীত জ্ঞানে ও তাহার উপর নূতন চুক্তি অনুসারে মহাজনদিগের নিকট হইতে মাল খরিদ করিলে, বহু অর্থহানি হইবার আশঙ্কায় তিনি অতি কৌশলে রাত্রিযোগে অফিষে অগ্নিসংযোগ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হরবল্লভ বসু ইচ্ছা করিলে মহাজনদিগের সমীপে ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং'র নিকট হইতে কিছু অর্থপ্রাপ্ত হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু হরবল্লভ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। বিলাতে যাইলে মিঃ ইলিয়টের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনি তথায় গিয়া তাঁহার এক বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইনি অতিশয় দয়ালু ও ধনবান্ ছিলেন; তাঁহার বংশে একটি কন্যা ব্যতীত আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। এই বন্ধু নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সেই অতুল সম্পদ ও একমাত্র কন্যাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া যখন চিন্তিত ছিলেন, সেই সময়ে মিঃ ইলিয়টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিয়া পরম পুলকিতচিত্তে শৈশবজীবনের

সৌহৃদ্যভাব ও উপস্থিত ব্যাধির কথা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ ইলিয়ট তাঁহাকে নিজ আর্থিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, প্রায় তিন লক্ষ টাকা, তাঁহাকে উইল করিয়া দেন, অতঃপর তাঁহার কন্যার সহিত মিঃ ইলিয়টের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন; এই সময়ে জার্ম্মান প্রদেশে এক প্রকার জুয়াখেলার অংশ খরিদ করিয়া মিঃ ইলিয়ট লক্ষাধিক টাকা প্রাপ্ত হন। ইহাতে তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, অবিলম্বে হরবল্লভকে স্মরণ করিয়া ভারতাভিমুখে সস্ত্রীক রওনা হইয়াছিলেন এবং যথাসময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, তিনি হরবল্লভকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেই পেয়াদাকে প্রেরণ করেন। মিঃ ইলিয়ট ভাবিয়াছিলেন যে, হরবল্লভ তাঁহার পত্রানুযায়ী পেয়াদার সহিত আসিয়া তাঁহাকে সশরীরে দর্শন দিবেন, কিন্তু হরবল্লভ কাশিনাথের জননীর সমীপে উপস্থিত হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তিনি তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই, কেবল তাঁহার পত্রের উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, পরে সাক্ষাৎ করিবেন। মিঃ ইলিয়ট হরবল্লভের এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া ভাবিলেন যে, বোধ হয়, তিনি তাঁহার উপর আস্থাহীন হইয়া আর কোনরূপ আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। মিঃ ইলিয়ট হরবল্লভের হৃদয়ভাব বুঝিতেন, সেইজন্য তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী মিঃ ফেরীর সহিত তৎপরদিন প্রাতঃকালেই লক্ষাধিক মুদ্রাসহ হরবল্লভের বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে; হরবল্লভ তাঁহার জননীর নিকটে বসিয়া গত কল্যকার শ্মশানের ঘটনাদি বিবৃত করিতেছিলেন এবং অদ্য ইলিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় যাইবেন, সেই নিমিত্ত আয়োজন ও করিতেছিলেন, পথিমধ্যে যুবক ও বালকগণ পুস্তকহস্তে স্কুলে গমন

করিতেছিল, কৃষকগণ উল্লাসিত প্রাণে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে গ্রাম্যগীত গায়িতেছিল;—তাহারা সেই পথে শকটারোহণে মিঃ ও মিষ্ট্রেস ইলিয়ট, মিঃ ফেরীকে আসিতে দেখিয়া গান থামাইল। যুবক ও বালকগণ স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগের শকটের পশ্চাদনুসরণ করিল। পল্লীগ্রামে বড় একটা বিশেষ কারণ না থাকিলে সাহেবের আগমন হয় না। আবার যখনই কোন সাহেবের শুভ পদার্পণ হয়, তখনই সে গ্রামে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। আজও তাহাই হইয়াছে, দুইজন সাহেব ও একটি মেমকে দেখিয়া গ্রাম্যপুরুষগণ যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া সাহেবদিগের শকটের পশ্চাদনুগমন করিল। মিঃ ইলিয়ট পল্লীগ্রামের শোভা-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য কোচ্‌মানকে ধীরভাবে শকটচালনা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগের সেই বিপুল জনতা দেখিয়া, তিনি মিঃ ফেরীকে ঐ সকল লোকের পশ্চাদ্‌গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিয়া মিঃ ফেরী কহিলেন, "উহারা পল্লীগ্রামে থাকে, আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিকে বড় একটা দেখে না, সেই নিমিত্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের পশ্চাতে আসিতেছে, আমি যখন আমাদিগের অফিষের ধ্বংস সংবাদ লইয়া হরবল্লভের বাড়ীতে আসিয়াছিলাম,তখনও এইরূপ জনতা হইয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া মিঃ ইলিয়ট পুস্তকহস্তে যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা বৃথা কেন সময় নষ্ট করিয়া আমাদিগের পশ্চাতে আসিতেছেন, আমরা রুদ্রপুর গ্রামে রামহরি বসুর পুত্র, হরবল্লভ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। আমাদিগের অন্য কোনও অভিসন্ধি নাই।"

তাঁহার কথা শুনিয়া যুবকগণ কহিলেন, "চলুন, আমরা আপনা-

দিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাই। ইহাতে আপনাদের কোনও ক্ষতি হইবে না, হরবল্লভ বাবু এ গ্রামের একজন মান্যবর ব্যক্তি, তিনি সকলেরই ভক্তিভাজন।”

এইরূপে এক বিপুল জনবাহিনী আসিয়া সহসা হরবল্লভের বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন হরবল্লভ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া মিঃ ইলিয়ট ও ফেরীকে অতি বিনম্রভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। মিঃ ইলিয়ট সস্ত্রীক ও মিঃ ফেরী সাদরে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। অতঃপর মিঃ ইলিয়ট স্বীয় পত্নীকে হরবল্লভের সহিত পরিচিতা করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই জনতা তিরোহিত হইল, হরবল্লভ তাঁহাদিগকে স্বীয় বৈঠকখানায় লইয়া আসিয়া বসাইলেন এবং নানারূপ অভ্যর্থনার পর কহিলেন, “আপনাদের শুভ পদার্পণে আমি আজ হৃদয়ে পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি। আপনাদিগের সহিত যে আবার আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাহা আমার ধারণাতীত ছিল।”

মিঃ ইলিয়ট কহিলেন, “ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি আবার আসিয়াছি, তোমার নিকটে বন্ধু ও অতিথিভাবে আসিয়াছি। হরবল্লভ! তুমি তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্র, অফিবের দেনায় আমি পলাতক, ফেরারী আসামী হইয়া ভারতত্যাগ করিয়াছিলাম, তুমি সেই সমস্ত ঋণ নিজ মহত্বগুণে পরিশোধ করিয়া সর্ব্বস্বহারা হইয়াছ। তোমার কীর্ত্তি, তোমার কার্য্যকুশলতা আমি মিঃ ফেরী ও রুসের মুখে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; ধার্ম্মিক তুমি, তোমা হেন ব্যক্তির সংশ্রব আমি সর্ব্বথা কামনা করি।”

হরবল্লভ কহিলেন, “আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি, হিন্দু আমি—পরের ঋণগ্রস্ত থাকা মহাপাপ মনে করি, সেইজন্য সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমি সেই মহাজনদিগের নিকটে ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ

করিয়াছি। ইহাতে আমার উপরে মিঃ ফেরী ও রুসের সহানুভূতিদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ইঁহাদিগের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ, আপনারা জনে জনে আমার আদর্শ।"

মিঃ ফেরী কহিলেন, "কিছু না হরবল্লভ! তুমি সে সকল কার্য্য নিজ চরিত্রগুণে করিয়াছ।"

মিষ্ট্রেস ইলিয়ট কহিলেন, "Charming! most charming incident!! সুন্দর, অতি সুন্দর ঘটনা।"

মিঃ ইলিয়ট কহিলেন, "হরবল্লভ! তুমি তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছ। তুমি অতি মহদ্ব্যক্তি, আমি এখানে তোমার সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে না আসিয়া পত্রের দ্বারা তোমায় ডাকাইয়াছিলাম, সেজন্ত আমি বিশেষ দুঃখিত।"

হরবল্লভ কহিলেন, "কিছু না! আপনার পত্র পাইয়া আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম ; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমার এক স্বজাতীয় বন্ধুর মা'র মৃত্যু সংঘটিত ও তাঁহার সৎকারকার্য্যে স্বয়ং যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় যাইতে পারি নাই, সেজন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি অদ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম।"

"আর যাইতে হইবে না, তুমি তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য আমি করি—এই নাও—তোমার অর্থ তুমি নাও ; আমায় ঋণদায় হইতে মুক্তিদান কর। তুমি আমার মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছ।" এই বলিয়া মিঃ ইলিয়ট হরবল্লভকে লক্ষ টাকার একখানি চেক্ প্রদান করিলেন।

তাহা দেখিয়া হরবল্লভ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি! এত টাকা কিসের জন্য মিঃ ইলিয়ট?"

মিঃ ইলিয়ট কহিলেন, "তোমার প্রাপ্য আর সুবিমল খ্যাতির জন্য ; হরবল্লভ ! ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এখনও দুই লক্ষ টাকার মালিক, তুমি নিশ্চিন্ত মনে উহা গ্রহণ কর। এক্ষণে চল, আমরা আমাদিগের অফিষ পুনরায় স্থাপনা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করি। গত কল্য আমি মহাজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তোমার উপরে তাঁহাদিগের অটুট বিশ্বাস। তুমি, আমি এবং মিঃ ফেরী তিনজনে এক মতাবলম্বী হইয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আমাদিগের উন্নতি অবশ্য-ম্ভাবী। আমরা এক্ষণে পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতেছি, ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।"

হরবল্লভ কহিলেন, "আপনার উদারতায় আমি বিমুগ্ধ, অধিক আর কি বলিব ? উপস্থিত আপনার প্রদত্ত অর্থ আমার দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের বহু উপকার সাধন করিবে।"

"যাক্, এক্ষণে আগামী সোমবারে আমরা মহাজনদিগকে আহ্বান করিয়া আবার নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব, হরবল্লভ ! আমি তোমায় তথায় সেদিন উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি।"

হরবল্লভ কহিলেন, "নিশ্চয়ই।"

অতঃপর তাঁহারা হরবল্লভের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরবল্লভের কার্য্য

> How much time he gains who does not look to see what his neighbour says, or does, or thinks, but only at what he does himself to make it just and holy. *M. Aurelius.*

হরবল্লভের নিকট হইতে সাহেবেরা প্রস্থান করিলে পর তথায় তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও গ্রামের সুধীজনগণ আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তাঁহারা হরবল্লভের আবার কোনও নূতন বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। হলধর, শ্যামচরণ, হরিহর, হরিদাস, রেজা খাঁ এবং কাশিনাথও সাহেবের আগমন শুনিয়া হরবল্লভের সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হরবল্লভ কহিলেন, "হলধর খুড়ো! বন্ধুগণ! আজ আমার সুদিন উপস্থিত। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজ আমি আমার পূর্ব্ববিনষ্ট অর্থরাশি লাভ করিয়াছি। মিঃ ইলিয়ট আমায় পত্র দ্বারা তাঁহার নিকটে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কাশিনাথের নিকটে যাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় তথায় যাইতে পারি নাই, সেইজন্য তিনি আজ স্বয়ং আমার বাড়ীতে আসিয়া আমায় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আজ আমার বড় আনন্দের দিন, ঈশ্বরের অনন্তকরুণায় আর আমি এখন দরিদ্র নহি, আমার আজন্ম ঈপ্সিত সাধ পরিপূরিত হইয়াছে; হলধর খুড়ো! আমি এ বিপুল অর্থ পাইব, ইহা আমার আশাতীত ছিল, আপনি আমার বিপদে ও সম্পদে সমসুখ-দুঃখ উপভোগ করিয়াছেন, আপনার ঋণ আমি এ জনমে পরি-শোধ করিতে পারিব না। নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত আপনি, আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আপনি আমার এ অর্থ সমুদয়ের সদ্ব্যয় করুন, আমি

উপস্থিত কলিকাতায় গিয়া কিছুদিন অফিষের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিব, পরে যাহাতে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই জন্মস্থান রুদ্রপুরের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিব। মা জগদম্বা আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নামে আমার জমিদারীর সমস্ত কৃষকগণকে প্রভূত অর্থদান করিয়া সকলকেই কৃষিকর্ম্মে উত্তেজিত করুন। আর আমার অর্থের অপ্রতুল নাই, রিক্তহস্তে কৃষকগণের অভাবমোচন করুন। মা অন্নপূর্ণা সদয়া হইলে আবার এই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অন্না-শনক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের মুখে হাসির রেখাপাত হইবে। রেজা খাঁ, তুমি কৃষিকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ, তুমিই এই কর্ম্মের ভার লও। হরিহর! তুমি দেশের বিলুপ্ত গরিমাদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, স্থানে স্থানে ভগ্ন দেবদেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দাও, গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপনা করিয়া তুমি তাহার পরিচালনার ভার লও। হরিদাস বাবু! আপনি আমার প্রিয় সুহৃদ! আপনি দেশের মধ্যে বালক-বালিকাগণের সুশিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়া স্থানে স্থানে পাঠাগার স্থাপনা করুন। শ্যামচরণ বাবু! আপনি শান্তিময়কে আর পরের অধীনে কর্ম্ম করিতে না দিয়া, এই গ্রামে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত করুন, আমি তাহার সহায়তা ও পশার প্রতিপত্তির জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইব। আর কাশিনাথ, ভাই! তুমি এই সকল কার্য্যে আমার সাহায্য কর, আমি তোমার করুণাপ্রার্থী।"

কাশিনাথ কহিলেন, "দেবচরিত্র বন্ধু আমার! তুমি কর্ম্মঠ, পুরুষের যাহা কিছু করণীয়, তুমি স্বীয় মহত্ত্বগুণে তাহা সম্পাদিত করিয়াছ, তোমার আদর্শ-চরিত্র আমাদিগের সকলেরই অনুকরণীয়। ভাই! আমি অতি অযোগ্য, এই সকল সমাগত ব্যক্তিমণ্ডলী জনে জনে

তোমার সহায়তা করিয়া নিজে নিজে কৃতার্থ হইয়াছেন, আমি কেবল তোমার সহিত শত্রুতাসাধন করিয়া তোমার দারিদ্র্যদাবানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছি; কিন্তু ধাতুশ্রেষ্ঠ রজতখণ্ড যেমন অনলের উত্তাপে পুড়িলেও দ্রবীভূত হয় না, বরং সহজেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবার পথ বিমুক্ত করিয়া লয়, সেইরূপ এই সংসারে নিয়ত দারিদ্র্যদাবানলে পুড়িয়া তুমিও রজতখণ্ডের ন্যায় প্রভামণ্ডিত হইয়াছ। আমি সুখ-সমৃদ্ধিময় বিবিধ সুখের হিল্লোলে মাতিয়া যে, নিন্দনীয় জীবন অতি-বাহিত করিয়াছি, তুমি তাহার বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া সংসারে অনন্ত-কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছ। আমি তোমার বিপদে তোমার জমিদারীনিচয় অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম, তখন তথাকার সমস্ত শস্যক্ষেত্রই উর্ব্বরা ও ধনধান্যে সুশোভিতা ছিল। কৃষকগণ হাসিমুখে সকলেই কৃষিকর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিত, কিন্তু আমার অজ্ঞতায় সে সকলই বিনষ্ট হইয়াছে, তথায় আর কাহারও মুখে হাসি নাই, ক্ষেত্রে শস্য নাই, ধূর্ত্ত নায়েবের প্রতারণায় আমার ধন সম্পত্তি সকলই বিনষ্ট, উপস্থিত আমার সংসার চলা মহাদায়, তাহার উপর মাতৃদায়গ্রস্ত—এক্ষণে তুমি তোমার জমিদারীনিচয় খরিদ করিয়া আমার উপকার কর, তোমার জিনিষ তুমি লও, তোমার কর্ত্তৃত্বাধীনে তথায় আবার আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হউক।"

হরবল্লভ কহিলেন, "তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হোক। হলধর খুড়ো! আপনি যে মূল্যে কাশিনাথকে আমার "রামকুঠি," প্রভৃতি জমিদারী বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই মূল্যেই আবার কাশিনাথের নিকট হইতে সেই সব জমিদারী খরিদ করুন, তাহা হইলে রেজা খাঁ আমার যে প্রজা ছিল, সেই প্রজাই থাকিবে।"

রেজা খাঁ কহিল, "আমি আপনার চিরানুগত দাস।"

হরবল্লভ কহিলেন, "তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধু।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তিময়ের কর্ত্তব্যপালন

Take the task that is given to thy hand,
For who that is faithful where his steps are led,
In a self-sought path can stand. *H. Groser.*

"আশীর্ব্বাদ কর মা! আর কিছুদিন যেন এরূপ কষ্টে দিনপাত করিয়া বাবাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিতে পারি। সেদিন আমার বন্ধু হরিহর মাণিকলাল বাবুকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া আমাদিগকে লাঞ্ছনা উপভোগের দায় হইতে নিষ্কৃতিদানে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছে। আমি যতদিন না তাহার সেই অর্থরাশি প্রত্যার্পণ করিতে পারি, ততদিন আমার প্রাণে সুখ নাই, শান্তি নাই।"

অপরাহ্নকাল—পাঁচটা বাজিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা বলিয়া তখনও তপনদেব অস্তমিত হন নাই, তবে প্রাণপ্রিয়া কমলিনীর নিকট হইতে সেদিনের মত বিদায় লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে হেলিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে তালপত্রাচ্ছাদিত একখানি কুঁড়ে ঘরে বসিয়া শান্তিময় তাহার মাকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতেছিল। শুনিয়া শৈলবালা কহিলেন, "তোমায় আর কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব বাছা, তোমার মত ছেলে যেন আমি জন্মে জন্মে পাই, আহা, কি দুঃখের কপাল নিয়েই এ পোড়া গর্ভে তুমি জন্মেছিলে, জন্মাবধি তোমার কষ্টেই গেল, হায়! অদৃষ্টে আরও কি কষ্ট আছে কে জানে। আমরা কি ছিলেম, আর আজ কি হয়েছি। বাড়ী-ঘর সমস্ত গেল, এখন এই পরের দরজায় এসে কুঁড়ে ঘরে বাস কর্‌তে হ'ল। আহা কর্ত্তা যদি একটু বুঝে চলত!"

শৈলবালার পার্শ্বে তাঁহার কন্যা কাদম্বিনী বসিয়াছিল। সে তাহার জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া কহিল, "যা গিয়েছে, সেজন্য আর ভেবে কি হবে মা! শান্তি তোমার সব দুঃখ ঘুচাবে, আবার আমাদের বাড়ী-ঘর হবে, বাবার এখন স্বভাব ভাল হয়েছে, শান্তিও প্রায় বাবার সমস্ত ঋণ শোধ ক'রে এনেছে। আহা, ঐ তোমার যথার্থ সেবা করতে শিখেছে।

শান্তিময় কহিল, "দিদি! আমি পিতামাতার কিছুই করতে পারলেম না, তুমি মা'র ত্যাগময়ী আদর্শ কন্যা—আশৈশবকাল হইতে স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে সমভাবে আমাদিগের এই দুঃখের সংসারে সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলে সমাধা করিতেছ, একদিনের জন্যও নিজে সুখী হইবার আশা কর নাই। তোমার যত্নে, স্নেহে, সেবাশুশ্রূষায় দুলাল আমার মানুষ হইতেছে, তুমিই তাহাকে পুত্রবৎ লালনপালন করিতেছ, তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার করা আমার সাধ্যাতীত, তবে যদি ভগবান্ কখনও দিন দেন, তাহা হইলে সেই তোমার পুত্রের কাজ করিবে।"

তাহাদিগের যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে তথায় শ্যামচরণ আসিয়া কহিলেন, "একি শান্তিময়? তুমি আজ এসেছ? ভালই হয়েছে। আমি তোমার সহিত আজ কলিকাতায় দেখা করিতে যাইব মনে করিয়াছিলাম। আজ বড় সু-খবর, হরবল্লভকে ইলিয়ট সাহেব লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন, হরবল্লভ সেই টাকা দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যয় করিতে স্থির করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় মহত্ত্বে পূর্ণ, তিনি এই গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য আমাকে উপস্থিত তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তোমার উপর সেই চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার পড়িয়াছে। তুমি কলিকাতায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া এই স্থানেই

চিকিৎসা কার্য্য পরিচালনা কর, হরবল্লভ বাবু তোমার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবেন।"

ইহা শুনিয়া শান্তিময় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "কে বলে ধর্ম্মের জয় সুদূরপরাহত? হরবল্লভ বাবু আজীবন ধর্ম্মের সেবা করিয়া আসিতেছেন, আজ ধর্ম্মবলেই তিনি তাঁহার বিনষ্ট অর্থরাশি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষোচিত কার্য্যে সদ্ব্যয় করিতেছেন। বড়ই কঠোর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে, আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন এ কার্য্যে সাফল্যলাভ করা সুকঠিন। কিন্তু ইহাতে আমি চিন্তিত নহি, জগদীশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া আমি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। কর্ম্ম মানবজীবনের সার অবলম্বন, আমি প্রাণপণে কর্ম্ম করিতে কখনও পরাঙ্মুখ নহি।"

শৈলবালা হরবল্লভের অকস্মাৎ লক্ষ টাকা পাইবার কথা শুনিয়া কহিলেন, "দেখ্‌লে, আমি তখনই তোমায় বলেছিলেম যে, হরবল্লভ বাবুর মেয়ের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দাও, তখন তার টাকা ছিল না বলে তুমি আমার কথা রাখ্‌লে না, ভাগ্যে শান্তি আমার তাঁর অনুগত ছিল, তাই তিনি এ সুসময়ে ওর মুখ চেয়েছেন।"

শ্যামচরণ কহিলেন, "বরাত গিন্নি! বরাত। সে সব কথা এখন যেতে দাও, তখন আমি হরবল্লভকে চিনিতে পারি নাই, এখন বুঝিতেছি, যদি বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই হরবল্লভ বসুর ন্যায় জমিদার বিদ্যমান থাকেন। তা হ'লে বাঙ্গালীর জাতিয় চরিত্রগঠন ও সমাজশৃঙ্খলা সংরক্ষণ করা আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। হরবল্লভ যথার্থই মাকে চিনিয়াছেন। শান্তিময়! তুমি তোমার মা'র পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, হরবল্লভের ন্যায় তুমিও তোমার মা'র নামে সর্ব্বত্রই জয়ী হইবে।"

উপসংহার

শেষ চিত্র

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.

Longfellow.

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, মিঃ ইলিয়ট হরবল্লভ ও মিঃ ফেরীর সহিত নবোদ্যমে অফিষ খুলিয়াই প্রথম কারবারে প্রভূত অর্থলাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে পরস্পরে সম্মিলিতভাবে দিনপাত করিয়া ক্রমশঃই উন্নতির সোপানারূঢ় হইতে লাগিলেন। হরবল্লভের ঐকান্তিক যত্নে ও অধ্যবসায়গুণে রুদ্রপুর গ্রাম এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; হলধরের কর্ত্তৃত্বে গ্রামের কোথাও ভগ্ন দেবমন্দিরাদি পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, কোথাও নূতনভাবে শিবস্থাপনা করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কূটতর্কাদির সুমীমাংসার জন্য একটি বৃহৎ টোল স্থাপিত হইয়াছে, বালক বালিকা-গণের সুশিক্ষার জন্য তথায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হরবল্লভের প্রত্যেক জমিদারীর এলাকার স্থানে স্থানে গুরু মহাশয়-দিগের নেতৃত্বে ছোট ছোট পাঠশালা স্থাপিত হইলে তথায় উত্তমরূপে বিদ্যালোচনা হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। শান্তিময় স্বীয় অধ্যব-সায় ও ঐকান্তিক যত্নে রোগিগণের সুচিকিৎসা করিয়া ইহারই মধ্যে সাধারণ্যে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সে তাহার পিতাকে ঋণ হইতে বিমুক্ত করিয়া ক্রমশঃই মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় বিমলস্নিগ্ধ জ্যোতির্বিকাশে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। হরিহর জননী

ও পত্নীর সহিত স্বগৃহে গিয়া বসবাস করিতেছিল; রেজা খাঁ জোবেদাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সানন্দে হরবল্লভের উপদেশমত তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিলে এ বৎসরে প্রভূত শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। হরবল্লভ মা অন্নপূর্ণার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া কৃষকগণকে অর্থাদি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে আপনা-পন কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষসাধনে উৎসাহিত করায় আজ তাঁহার জমিদারীর প্রত্যেক শস্যক্ষেত্রই ধনধান্যে পরিপূরিত হইয়াছিল, তাই তিনি আজ বর্ষ শেষে মা অন্নপূর্ণার পূজার আয়োজন করিয়াছেন। এ পূজোপলক্ষে গ্রামে গ্রামে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছে। আজ মা অন্নপূর্ণা সত্যসত্যই হরবল্লভের আলয়ে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইয়াছেন; হরবল্লভ এতদিন তিনটী কন্যার পিতা ছিলেন, গৌরীর বিবাহের পর তিনি একটি পুত্র সন্তানলাভ করিয়াছেন। এই সকল কারণে হরবল্লভের বাড়ীতে আজ মহাধূম; তথায় অসংখ্য কাঙ্গালী ভোজন হইয়া গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজনপরিবৃত হইয়া হরবল্লভ মহানন্দে উল্লাসিত। তিনি আজ গৌরীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়াছেন। জামাতা, বৈবাহিকগণ তাঁহার সম্মাননে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশচন্দ্র এই সকল কার্য্যে তাঁহার অনুগত থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতেছিল। এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া হলধর প্রীতিপূর্ণচিত্তে কহিলেন, "হরবল্লভ! আজ আমাদিগের সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। তুমি যে স্বীয় উদার চরিত্রগুণে দেশের মধ্যে আদর্শ কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার কীর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। তুমি মায়ের সুসন্তান—আমরা তোমার সংস্পর্শে থাকিয়া বিশেষ গর্ব্ব করিতেছি!"

শুনিয়া হরবল্লভ কহিলেন, "আমি কে, আমার এ সকল কার্য্য করিবার সামর্থ্য কি? তবে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা কেবল ঐ মা'র শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া আর আপনাদিগের সহায়তায়।"

হলধর কহিলেন, "আমরা উপলক্ষ্য মাত্র, তুমি তোমার চরিত্রবলেই এই সকল মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার চরিত্র এইরূপে নির্ম্মল রাখিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনা কর, তোমার আদর্শ-চরিত্র যেন তোমার বংশধরগণ অনুকরণ করিয়া তোমার মানমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয়।"

এইরূপে সমাগত ব্যক্তিমণ্ডলী হরবল্লভের কীর্ত্তি গাহিয়া পরস্পরে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কাশিনাথ হরবল্লভের এই আনন্দের দিনে আসিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই।

* * * * * *

তিনি নানারূপ দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত হইয়া অহর্নিশি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করিতেছিলেন। তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, পক্ষাঘাতরোগে তাঁহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার উপর পৃষ্ঠদেশে একটি বিস্ফোটক ব্রণ হইয়া তাহা ক্রমে ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিয়াছিল। শান্তিময় প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন বুঝিয়া বহু গণ্যমান্য চিকিৎসকের দ্বারা কাশিনাথের সুচিকিৎসা করিয়াছিল। এই সময়ে কাশিনাথের সেবা করিতে এক লক্ষ্মীমণি ব্যতীত আর কেহই ছিল না; সে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া, সময়ে আহার নিদ্রা জলাঞ্জলি দিয়া কেবল পতি-সেবায় চিত্তনিবেশ করিয়াছিল। লক্ষ্মীমণি স্বহস্তে কাশিনাথের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতে সময়ে ও অসময়ে স্নান করিত।

ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ করিয়া সে কেবল পতির রোগমুক্তির কামনায় তাঁহার আশে-পাশে বসিয়া থাকিত, আবার সুযোগ পাইলে সংসারের কার্য্যও পরিদর্শন করিতে বিরক্ত হইত না।

কাশিনাথের চরিত্রদোষে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার বাড়ীতে আসিত না, তবে অধুনা তিনি পীড়িত হইলে তাঁহার সংসারের কার্য্য করিবার জন্য সময়ে সময়ে মানদাসুন্দরী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কাশিনাথ লক্ষ্মীমণিকে এইরূপভাবে শরীরপাত করিতে দেখিয়া আজ অতীব শোকার্ত্তচিত্তে কহিলেন, "লক্ষ্মি! আর আমার জন্য তুমি বৃথা কষ্ট পাও কেন? আমার মৃত্যু আসন্ন, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, তবে প্রাণে বড় কষ্ট রহিল যে, তোমার ন্যায় ত্যাগশীলা আদর্শ স্ত্রীরত্নলাভ করিয়া আমি তোমায় সময়ে চিনিতে পারিলাম না, তুমি আমার জন্য কিনা স্বার্থত্যাগ করিয়াছ। সময়ে আহার, নিদ্রা নাই, কেবল আমার মুখ চাহিয়া দিবারাত্র সমানভাবে সেবা করিতেছ, আর আমি তোমার এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ পূর্ব্বজীবনে কেবল বিচ্ছেদানলে অহঃরহ পুড়াইয়া মারিয়াছি। তখন আমি একদিনের জন্যও ভাবি নাই যে, আমার জীবনের এইরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবে।"

লক্ষ্মীমণি পুত্র কন্যাসহ স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তখনও কাশিনাথের পদসেবা করিতেছিল, সে পতির মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিল, "স্বামী তুমি, আমার ইহকাল পরকাল; তুমি যে আমায় কষ্ট দিয়াছ, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই। চির-অভাগিনী আমি, পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে আমার এই অবস্থা। আমরা স্বীয় কর্ম্মবশেই সকলে সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকি, আমার কষ্টের জন্য তুমি বিন্দুমাত্র কাতর হইও না। জগতে আমার যদি কিছু উপাস্য থাকে সে তুমি, যদি আপনার বলিয়া কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে সে তুমি;

তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রাণের দেবতা। তোমারই মূর্ত্তি আমার এ অন্তরের প্রতি স্তরে স্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি আশৈশব দুঃখ উপভোগ করিয়া আসিতেছি, দুঃখে আমি কাতরা নহি, শোকশেল আমার হৃদয়ে অহঃরহ প্রতিঘাত করিয়াছে, তাহাতেও আমি সন্তাপিতা নহি; আমি জানি, স্বামীই রমণীর গতি, স্বামীপদে মতি থাকিলে রমণীর মুক্তির পথ চিরপ্রশস্ত থাকে।”

এক সন্ধ্যাকালের পূর্ব্বে তাহাদিগের যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে তথায় হরবল্লভ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ সাগ্রহে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল, হরবল্লভ সস্নেহে ধীরে ধীরে কাশিনাথের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, “আজ এখন কিরূপ দেহের অবস্থা বোধ করিতেছ? কিছু ভাল কি?”

“অতি শোচনীয়, হরবল্লভ, বন্ধু! ভাই, তুমি নিজ উদারতাগুণে আমায় ক্ষমা করিয়াছ, কিন্তু যিনি ন্যায় ও অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারক, যিনি পাপপুণ্যের একমাত্র শাস্তিদাতা, তাঁহার নিকটে কাহারও পরিত্রাণ নাই; আমি মহাপাপী, তাই জীবিতাবস্থায় অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আর ঐ অবলা পতিপরায়ণা স্ত্রীকে ভোগাইতেছি; কিন্তু আর না। সমস্ত ডাক্তার কবিরাজে আজ আমায় জবাব দিয়া গিয়াছেন। আমিও বুঝিতেছি, আজ আমার শেষ—এই শেষ-জীবনে তোমায় একটি অনুরোধ যে, তুমি আমার নলিনীকে স্বীয় আলয়ে স্থানদান করিয়া সতীশের সহিত তাহার বিবাহ দিও, আর ঐ তোমার বন্ধুপত্নীকে—চিরদুঃখিনী লক্ষ্মীকে—তোমার ভ্রাতৃজায়ার পার্শ্বে স্থান দিও, বংশের দুলাল নগেনের ভার তোমার উপরে রহিল, আমার বিষয়-সম্পত্তি সকলই বিনষ্টপ্রায়, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি

যথাবিধি উইল করিয়াছি—এই দেখ।" বলিয়া কাশিনাথ হরবল্লভকে একখানি উইল দেখাইলেন।

হরবল্লভ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সজলনয়নে ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার অন্তিম অনুরোধপালনে আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।" তৎপরে ক্রন্দনমানা লক্ষ্মীমণির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "মা! চুপ কর, মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, উহা ব্যাধিপ্রপীড়িত জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়; যখন কোনও প্রাণী ধরাধামে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া স্বীয় জীবনের উপর বিরক্ত হয়, তাহার জীবনধারণ কেবল পরের গলগ্রহস্বরূপ হয়। সেই সময়ে বিধাতা তাহার জীবনবায়ু অপহরণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব এ ধরা হইতে বিলুপ্ত করেন। মৃত্যু জীবের পরম বন্ধু! তুমি আমি সকলেই একদিন-না-একদিন এ মৃত্যুর কালগ্রাসে নিপতিত হইব, সংসারের সমস্ত লয় পাইবে। কেবল থাকিবে আমাদিগের পরস্পরের কর্ম্মের স্মৃতি। অতএব আমাদিগের জীবদ্দশায় যাহাতে দেশের ও দশের মঙ্গলদায়ক কার্য্য করিতে পারি, সে বিষয়ে সকলেরই প্রয়াস পাওয়া বিধেয়।"

হরবল্লভের কথা শুনিয়া কাশিনাথ কহিলেন, "লক্ষ্মীমণি, শোন—বোঝ, আমি তোমার ভার উপযুক্ত লোকের হাতে সমর্পণ ক'রে চল্—লে—ম। আর না, ঐ সব লোকজন এসেছে, ঐ বলাইচাঁদ—মতিলাল আমায় ডাকছে; তোমরা সবাই এসেছ—কই—মা—ত এলো না—উঃ, প্রা—ণ—গে—ল——"

কাশিনাথ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আর কথা কহিতে পারিলেন না। পশ্চিমগগণপ্রান্তে অস্তাবলম্বী সূর্য্যের সহিত কাশিনাথের আয়ুঃ-সূর্য্য চিরতরে অস্ত গেল। তখন সেই গৃহমধ্যে এক করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল—লক্ষ্মীমণি যাহা হারাইল—তাহা আর

ইহজীবনে ফিরিয়া পাইবে না—শত সহস্র চেষ্টাতেও না—জগতে যাহা যায়—আর তাহা আসে না।

* * * * * * *

হরবল্লভ যথাবিধি কাশিনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন, কাশিনাথের সংসারের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেজন্ত তিনি সততই প্রয়াস পাইতেন, আর লক্ষ্মীমণি পতির সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহারই উপাসনা করিয়াছিল।

সমাপ্ত

[গৌরী-দান—২২৬ পৃঃ

LAKSHMIBILAS PRESS